চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, ২৫ মাঘ – ১ ফাল্গুন, ১৪৩১ ঃ ৮ ফেব্রুয়ারি – ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 15, 8 February - 14 February, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বাজেট অধিবেশনের প্রথমদিন রাষ্ট্রপতির দেওয়া ভাষণের

সমালোচনা করতে গিয়ে বিপাকে পড়লেন সোনিয়া ও রাহুল গান্ধী। তাঁদের মন্তব্য রাষ্ট্রপতির সম্মানহানী ঘটিয়েছে বলে বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে রাষ্ট্রপতি ভবন কর্তৃপক্ষ।

রবিবার : আগামী ২০২৫–২৬ আর্থিক বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট

পেশ করে সকলের মন জয় করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। আয়করে ব্যাপক ছাড় পেয়ে বিশেষ করে খুশি মধ্যবিত্ত। বাজেটে তিনি নতুন প্রস্তাবে খুশি করেছেন কৃষক ও ছোট মাঝারি ব্যবসায়ীদের।

সোমবার : কলকাতা সহ কয়েকটি শহরকে সুপ্রিম কোর্ট

সতর্ক করার কয়েকদিন পরে বানতলা চর্মনগরীতে কেএমডিএর নিকাশী সাফ করতে ম্যানহোলে নেমে মৃত্যু হল ৩ জনের। পুরদপ্তর ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলেও জবাব দিতে পারেনি অবহেলিত শ্রমিক নিরাপত্তার।

মঙ্গলবার : সাঁতরাগাছি স্টেশন থেকে রেল পুলিশের হাতে ধরা

পড়ল অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী ৪ রোহিঙ্গা। জেরায় জানা গিয়েছে, মায়ানমার থেকে বাংলাদেশ হয়ে চলে আসে হায়দ্রাবাদে। শেখান থেকে কলকাতা হয়ে ফিরছিল বাংলাদেশে। হায় আমাদের সীমান্ত।

বুধবার : বাংলাদেশের বেআইনি অভিবাসীদের না ফিরিয়ে দিনের পর

দিন কেন এদেশের ডিটেনশন ক্যাম্প বা সংশোধনগারে রেখে দেওয়া হয়েছে? কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জবাব চাইল সুপ্রিম কোর্ট।

বৃহস্পতিবার : ফের আচমকা হামলার শিকার বাংলাদেশের ৩২

ধানমন্ডি রোডের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমনের বাড়ি। আগেই পুড়িয়ে দেওয়া বাড়ির অবশিষ্ট অংশকে গুঁড়িয়ে দিল উন্মত্ত জনতা। দেশের ইতিহাস রক্ষা করতে দেখা যায়নি কোনো পুলিশ বা সেনাবাহিনীকে।

শুক্রবার : শেষ হল অষ্টম বিজিবিএস। দেশের তাবড় শিল্পপতিরা

দিলেন বিনিয়োগের প্রস্তাব। এই সম্মেলনেই সবুজ সংকেত পেল অশোকনগরে দীর্ঘদিন ধরে জমি জটে আটকে থাকা ওএনজিসির তেল উত্তোলন প্রকল্প।

সবজান্তা খবরওয়ালা

কেন্দ্রীয় বাজেটের সুফল পেতে বাঙালি কতটা প্রস্তুত

ওঙ্কার মিত্র

বাজেট পেশ করে এবার দেশ জুড়ে হইচই ফেলে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এর প্রধান কারণ সচল অর্থনীতির মূল স্তম্ভ মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীর করমুক্তি। আশা, হাতে থাকা বাড়তি অর্থে বাজারে গতি আনবে মধ্যবিত্ত ভারতবাসী। আর এতেই নাকি সামাল দেওয়া যাবে ফিসক্যাল ডেফিসিট। যদিও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা তথা প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র একে দুরাশা বলে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর মতে মূল্যবৃদ্ধিতে নাজেহাল দেশের চাকুরিজীবীর সংখ্যা মাত্র ৮ কোটি। তাদের কর ছাড় দিয়ে বাজারে গতি আনার ভাবনা হাস্যকর। শ্রীমিত্র অঙ্গুলি হেলনে দেখিয়েছেন আসলে এই কর ছাড় 'শূন্য'।

অর্থনীতিবিদদের মতে কর ছাড়ের জনপ্রিয়তা বাজেটের চকচকে বহিরঙ্গ। এর অন্তরঙ্গে রয়েছে ৪টি চাকা। কৃষি, এমএসএমই, বিনিয়োগ ও রপ্তানি। এরাই এবারের বাজেটের মূল চালিকা শক্তি। কৃষিতে জোর দিয়ে এসেছে প্রধানমন্ত্রীর ধনধান্য কৃষি যোজনা। এমএসএমইতে ঋণের সুযোগ বৃদ্ধি হওয়ায় একে অনেকে ছোটো–মাঝারি শিল্পে মাইলস্টোন বাজেট বলে আখ্যা দিয়েছেন। বিমা ক্ষেত্রে এফডিআই বিনিয়োগ হয়ে গেছে ১০০ শতাংশ। সরকারের লক্ষ্য রেকর্ড রপ্তানি। তৈরি হয়েছে জাতীয় উৎপাদন মিশন। এবারের বাজেটের এই চার চাকার গাড়িতে বাঙালির সিট আদৌ আছে কিনা সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

বাঙালি চিরকালই চাকুরি প্রিয়। অতীতের কিছু বাঙালিকে বাদ দিলে বিনিয়োগ, ব্যবসায় বাঙালির চিরকালই অনীহা। শিক্ষায় ডিগ্রি

জোগাড় করে নিদেনপক্ষে একটা ট্রেনিং নিয়ে বাঙালি চায় চাকরির নিশ্চিত জীবন। ব্যবসা বাণিজ্যের ঝুঁকি বাঙালির পোষায় না। আর এবারের বাজেটে সরাসরি সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগ সম্ভাবনা একেবারেই শূন্য। সরকারি পদে নিয়োগের একটি শব্দও অর্থমন্ত্রীর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়নি। যে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে, সেটা একেবারেই বাণিজ্য বিনিয়োগের সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ একজন ব্যবসা করতে এগিয়ে এলে তবেই কিছু কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। তাও যে কর্মসংস্থানের সুযোগের কথা বলা হয়েছে সেটাও পুরোপুরি দক্ষ শ্রমিকের দিকে লক্ষ্য রেখে। অর্থাৎ এবারের বাজেট আনস্কিল্ড নিয়োগের দরজা একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে।

এবার প্রশ্ন বাংলায় দক্ষ শ্রমিকের অবস্থাটা কতটা চাঙ্গা। একটি হিসাব বলছে বাংলার দক্ষ শ্রমিকের বেশিরভাগটাই ইনফরম্যাল। অর্থাৎ কোনও প্রশিক্ষণ ছাড়াই নিজেদের অভিজ্ঞতায় তাঁরা দক্ষ হয়েছেন। এই সংখ্যা প্রায় ৩২৫.০৬ লাখ। এরমধ্যে ১৫৯.৯ লক্ষের বয়স ৩১ থেকে ৫০'এর মধ্যে। ১৫–৩০ এর মধ্যে বয়সের সংখ্যা মাত্র ৯৩.৭ লক্ষ। আবার ৮২ শতাংশ শ্রমিকের শিক্ষার মান মাধ্যমিকের নীচে। মাত্র ৯ শতাংশ উচ্চমাধ্যমিক স্তরের এবং ৯ শতাংশ স্নাতক বা তার উপরে। উল্লেখ্য বেশিরভাগ এই ধরনের শ্রমিক বাস করেন গ্রামীণ এলাকায়। যার সংখ্যা ২২৪.০৫ লক্ষ। সমীক্ষায় উঠে এসেছে মাত্র ৭১.১ লক্ষ শ্রমিক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অবগত। ৪৭.৮ লক্ষ শ্রমিক যারা এই ট্রেনিং নিতে আগ্রহী যদি তা বিনামূল্যে দেওয়া হয়। আবার বেশিরভাগ শ্রমিকই চায় না দীর্ঘ কোনও প্রশিক্ষণের মধ্যে ঢুকতে। তারা চায় স্বল্প সময়ের প্রশিক্ষণে যদি কিছু শেখা যায় তাকেই আঁকড়ে থাকতে।

এরপর পাঁচের পাতায়

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর: ভোট আসে ভোট যায়। ভোটের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এলাকার উন্নয়নের কাজে একাধিক প্রতিশ্রুতি এলাকাবাসীদের দেয় নেতারা। কিন্তু ভোট মিটে গেলে এলাকার উন্নয়ন সেই পড়ে থাকে তিমিরে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বেহাল রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে এলাকাবাসীদের। মুমূর্ষ রোগীদের কার্যত দোলনা কিংবা চ্যাংদোলা করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে হয় মূল রাস্তায়। বারবার প্রশাসনকে বলেও কোন লাভই হয়নি অবশেষে বাধ্য হয়ে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। ৬ ফেব্রুয়ারি গঙ্গাসাগরের রুদ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কমলপুর তিন রাস্তার মোড় থেকে অনুপ দাসের বাড়ি পর্যন্ত দীর্ঘ ৫০০ থেকে ৬০০ মিটার রাস্তা বেহাল। মাটি ও ইটের রাস্তা কার্যত মৃত্যু ফাঁদ হয়ে গিয়েছে। বেহাল রাস্তা থাকার কারণে প্রায় সময় এই রাস্তায় দুর্ঘটনা নিত্যদিনের সঙ্গী। বর্ষার সময় এই রাস্তা যেন মৃত্যুফাঁদ হয়ে ওঠে। এমনকী রাস্তা সংস্কার নাহলে ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়েছে এলাকাবাসীরা। এবিষয়ে বিক্ষোভকারী গৌরী ভূঁই জানান, 'রাস্তার বেহাল দশার কারণে স্কুল কলেজে যেতে পারছে না ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় এতটাই বেহাল রাস্তার মধ্যে চলাচল করে না টোটো এমন কি অ্যাম্বুলেন্স এই গ্রামের মধ্যে ঢোকে না। ভোট আসে ভোট যায় কিন্তু আমাদের রাস্তা আর হয় না। এবার আমাদের রাস্তা না হলে আমরা ভোট বয়কট করব।' বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবি নিয়ে রাজ্য সরকারকে বিঁধতে

ছাড়লেন না বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন বিজেপি সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার সহ–সভাপতি ডঃ অনুপ কুমার দাস তিনি জানান, 'ভোট আসে ভোট যায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায় নেতারা যে রাস্তা হবে কিন্তু রাস্তা হয় না। তার অন্যতম কারণ ওই রাস্তা করার জন্য কাটমানি পাওয়া যাবে না। গ্রামবাসীরা যে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছে ওই রাস্তা যদি অবিলম্বে না হয় তাহলে আমরাও ভোট বয়কটের ডাক দেব।' যদিও বিরোধীদের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে গঙ্গাসাগর বকখালি ডেভলপমেন্ট অথরিটির ভাইস চেয়ারম্যান তথা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের সদস্য সন্দীপ কুমার পাত্র জানান, 'বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে, আমরা পথশ্রী প্রকল্পে ওই রাস্তা কংক্রিটের নির্মাণের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছি, অবিলম্বে হয়ে যাবে ওই রাস্তা। গঙ্গাসাগর মেলা থাকার কারণে গঙ্গাসাগরের উন্নয়নের বেশ কিছু কাজ থমকে গিয়েছিল। মেলা শেষ হয়ে গিয়েছে আবার উন্নয়নের কাজ দ্রুত শুরু করা হবে।

ইঁদুরের কবল থেকে বাঁচতে কাঁচের গুঁড়ো

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা শহর তিতি বিরক্ত ইঁদুরের লম্ফঝম্পে। মাটির তলায় গর্ত খুঁড়ে কল্লোলীনি টলমল, মুষক পরিবারের বিস্তৃতি ভাবাচ্ছে কলকাতাবাসীকে। ব্রীজ থেকে শুরু করে শহরের স্থাপত্য এখন চিন্তিত। মনে পড়ে সেই বাঁশিওলার ইঁদুর তাড়ানোর গল্প। বাঁশির সুরে ইঁদুর তাড়িয়ে রক্ষা পেয়েছিল সভ্যতা। সভ্যতার সংকট ইঁদুর নিয়ে এখন চিন্তায় পুরসভা।

'আমার ওয়ার্ডে ইঁদুরের সংখ্যা রোজই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহানাগরিক, আমার ওয়ার্ডকে ইঁদুরের হাত থেকে রক্ষা করুন।' ২০ ডিসেম্বর কলকাতা পৌরসংস্থার মাসিক অধিবেশনে ফিরহাদ হাকিমের কাছে এমনই আর্জি জানান, বেহালার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি আরও বলেন, 'নেংটি ও ধেঁড়ে ইঁদুরের দল বহু রাস্তা ও ফুটপাথের নীচের মাটি আলগা করে দিচ্ছে। তার ফলে ফুটপাথের ওপরে পাতা পেভার ব্লকের ক্ষতি হচ্ছে। উদ্যানগুলিতেও বহু জায়গায় ইঁদুরের দল গর্ত করে ফেলছে। উদ্যানের মধ্যে বসে যাওয়া পেভার ব্লক পাতা রাস্তায় বয়স্ক প্রাতঃ ভ্রমণকারীদের হাঁটাচলা করতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। বারবার মেরামত করার পরেও কোনও সুরাহা হচ্ছে না। ইঁদুরের দল পুরোনো বাড়ির ভিতের মাটি আলগা করে দিচ্ছে। মাটি খুঁড়ে রাস্তার নিকাশি নালার ক্যাচপিটের মধ্যে ফেলার ফলে ক্যাচপিট আটকে যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, হোটেল ও রাস্তার ধারের খাবারের দোকানগুলির আশেপাশে এবং রাস্তার ধারে জনগণের ফেলে দেওয়া খাবারের কারণে ধেঁড়ে ইঁদুরের বাড়বাড়ন্ত। আর সেইসব খাবার খেয়েই ইঁদুরের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

৬ জনকে নিয়োগের প্রস্তুতি

বেহাল গ্রন্থাগারের হাল ফিরবে কি

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

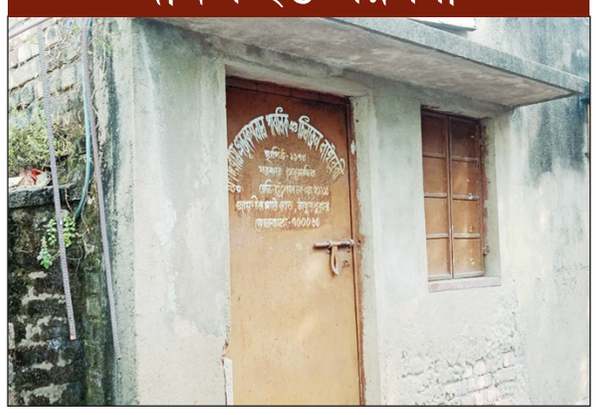

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গ্রন্থাগার দপ্তর থেকে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, অপেক্ষমান তালিকা থেকে আরও ৬ জন লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ করা হতে চলেছে। তাদের মেডিকেল করার জন্য চিঠিও দেওয়া হয়েছে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে। প্রত্যন্ত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা লাইব্রেরীগুলো এবার কি তাহলে খুলবে? নাকি নবনিযুক্ত লাইব্রেরিয়ানদের কলকাতার উপকণ্ঠের কাছাকাছি কোথাও পোস্টিং দেওয়া হবে? প্রসঙ্গত দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার দত্তসূত্রে একটি বিস্ফোরক তথ্য আমরা বেশ কিছুদিন আগে প্রকাশ করেছিলাম। যেখানে জানা যাচ্ছে সরকার অনুমোদিত ১৫৯টি গ্রন্থাগার ছিল। তার মধ্যে লাইব্রেরিয়ান এবং কর্মীর অভাবে ৫৩টি গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে গেছে। এবং ৩টি গ্রন্থাগার অস্তিত্বহীন বলে দেখানো হয়েছে। এই তিনটি অস্তিত্বহীন গ্রন্থাগার হলো কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত জালাবেড়িয়া রুরাল লাইব্রেরী, পাথরপ্রতিমা ব্লকের পশ্চিম সুরেন্দ্রনগর ইয়াং পাবলিক লাইব্রেরী এবং কুলপি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত মুকুন্দ মণ্ডল মেমোরিয়াল লাইব্রেরী।

এরপর পাঁচের পাতায়

জরাজীর্ণ মুরারই ডাকঘর

দুর্ঘটনার হাতছানি

অভীক মিত্র : কলকাতায় যখন বিল্ডিং হেলে পড়ার ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে তখন দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়া জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকা বীরভূম জেলার মুরারই ডাকঘর ঘিরে বিপদের আশঙ্কায় ভুগছে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে ডাকঘরের কর্মীরা। ৫০ বছরের বেশি প্রাচীন মুরারই ডাকঘর দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ অবস্থায় প্রতিনিয়ত যেন দুর্ঘটনার হাতছানি। রাজগ্রাম–বোলপুর রাস্তার পাশে অবস্থিত মুরারই ডাকঘরে বর্তমানে পোস্টমাস্টার সহ ১৫ জন কর্মী কর্মরত। এই ডাকঘরের অধীনে ১৬ টি শাখা ডাকঘর আছে। ডাকঘর ভবন দোতলা। জরাজীর্ণ পিলারে ফাটল ধরেছে বর্ষাকালে নিকাশি নালার জল ডাকঘরের ভিতরে ঢুকে যায়। ৩টি নলকূপ খারাপ ফলে দূরদুরান্তের গ্রাহকরা ডাকঘরে এসে প্রচন্ড সমস্যার সম্মুখীন হয়। দোতলা ভবনের উপরতলায় পোস্টমাস্টারের কোয়াটার ছিল

কিন্তু সেখানকার ছাদের একাংশ ভেঙ্গে পড়েছে। জল চুঁইয়ে নীচে পড়ে। বর্তমানে কেউ থাকে না। যেকোনো সময় ঘটে যেতে পারে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ডাকঘরের পোস্টমাস্টার রবি মাল বলেন, দীর্ঘদিনের ভবন মেরামত হয়নি ফলে এই অবস্থা।

দুপুরে বিক্ষোভ রাতে খনন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন থেকে বীরভূম জেলার দেউচা পাঁচামি কয়লাখনি থেকে কয়লা উত্তোলনের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতো ৬ ফেব্রুয়ারি জেলাশাসক বিধান রায়, পুলিশ সুপার আমনদীপ, রাজ্যসভা তৃণমূল সাংসদ সামিরুল ইসলাম এলাকায় যায় সঙ্গে ছিল প্রচুর পুলিশ। দুপুর থেকে ভাঁড়কাটা গ্রামপঞ্চায়েতের চাঁদা গ্রামের খাসজমিতে শুরু হয় ভূমিপুজো। আধঘণ্টা পর আদিবাসীদের একাংশের বাধায় পুজো বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। কয়লা উত্তোলনের যন্ত্রাংশ ও কয়লাবোঝাই করতে আসা গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখায় তারা। তড়িঘড়ি মহম্মদবাজার ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সব্যসাচী মণ্ডলকে সরিয়ে ঝাড়গ্রামে পাঠানো হয়। মহম্মদবাজার ব্লকের নতুন ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক হচ্ছেন আনন্দ বিশ্বাস। ক্ষোভ মিটলে এরপর রাতে শুরু হয় খনন কাজ। বিক্ষোভকারীদের দাবি, ঘোষণা মতো উপযুক্ত প্যাকেজে সরকারি চাকরি দেওয়া হয়নি।

কার্ডের অভাবে ভুগছেন বিশেষরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: শারীরিক প্রতিবন্ধকতার সব শংসাপত্র থাকলেও, কাকদ্বীপ মহকুমার বেশিরভাগ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নেই ইউ ডি আই ডি কার্ড তথা জাতীয় স্তরের শংসাপত্র। বিভিন্ন সমস্যার কারণে তারা দীর্ঘদিন ধরে এই কার্ডের জন্য আবেদন জমা করতে পাচ্ছেন না। জানা গিয়েছে, এই কার্ড পাওয়ার জন্য প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়েবসাইট পোর্টালে আবেদন করতে হয়। ওই আবেদনে নিকটবর্তী হাসপাতালকে বেছে নিতে হয়। এরপরই ওই হাসপাতালে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা করতে হয়। কিন্তু এই এলাকার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিরা বিভিন্ন সমস্যার কারণে ওই ওয়েবসাইট পোর্টালে আবেদন করতে পারছেন না। তাই ৪ ফেব্রুয়ারি কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালের সুপারের কাছে এবিষয়ে ডেপুটেশন জমা দেওয়ার জন্য প্রায় ২০০০ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিরা জমায়েত হয়েছিলেন। প্রথমে তাঁরা সমাবেশের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দাবি–দাওয়া নিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এরপর সংগঠনের পক্ষ থেকে তিন জন প্রতিনিধি হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দু রায়ের কাছে গিয়ে এবিষয়ে একটি ডেপুটেশন জমা দেন। সুপার এই সমস্যার কথা শুনেই তৎক্ষণাৎ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

অমৃতের খোঁজে এবার কুম্ভ বাঙালিময়

সুখেন্দু হীরা

বাঙালি এক নিশ্বাসে তিনটি তীর্থের নাম উচ্চারণ করে– গয়া, কাশী, বৃন্দাবন। শ্রীক্ষেত্র পুরী আগে যতটা তীর্থ করার জায়গা ছিল, তার থেকে বেশি এখন ঘোরার জায়গা। বাড়ির কাছের গঙ্গাসাগর যতটা না বাঙালির, তার থেকে বেশি উত্তর ভারতের হিন্দু বলয়ের। একেই হয়তো বলে 'গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না'। এই প্রবাদ বাক্য সফল করতে গঙ্গাসাগরের থেকে কুম্ভ বেশি প্রিয় তীর্থ বাঙালির।

গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, এমনকী পুরী সারা বছর তীর্থ করতে যাওয়া চলে। গঙ্গাসাগরে এখন সারা বছর তীর্থযাত্রী গেলেও প্রধান সময় মকর সংক্রান্তির স্নান। 'কুম্ভ' তীর্থও স্নানের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু কুম্ভে প্রতিবছর স্নান করা যায় না। এর জন্য অপেক্ষা করতে হয় ৬ বছর ধরে। ১২ বছর বাদে পূর্ণকুম্ভ, আর ৬ বছর বাদে অর্ধকুম্ভ।

মানচিত্রে গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, পুরী, গঙ্গাসাগর পেলেও কুম্ভ বলে কোনও জায়গা নেই। আসলে কুম্ভ হল একটা 'ইভেন্ট' অর্থাৎ ঘটনা। ঘটনাটা হল স্নানের উৎসব। সারা ভারতে কুম্ভ হয় ৪ জায়গায়। প্রয়াগ, হরিদ্বার, নাসিক ও উজ্জয়নীতে। সেই পুরানের গল্প। ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত 'অমৃত কুম্ভ' নিয়ে পালানোর গল্প। পালানোর পথে মর্তে চার জায়গায় 'কলস' মাটিতে রেখেছিলেন, তখন অমৃত সেই চার জায়গায় 'চলকে' বা 'চুঁইয়ে' পড়েছিল। তার মধ্যে প্রয়াগ প্রধান। মহামতি আকবর প্রয়াগের নাম রেখেছিলেন 'ইলাহাবাদ' অর্থাৎ ঈশ্বরের স্থান।

কয়েক বছর আগে এলাহাবাদের নাম পরিবর্তন করে হয়েছে 'প্রয়াগরাজ'। এলাহাবাদ বা প্রয়াগরাজে সারা বছর পর্যটন যান। মাঘ মাসে এক মাস ধরে গঙ্গা, যমুনা এবং অন্তঃসলিলা যমুনার সঙ্গমে চলে 'মাঘমেলা'। কুম্ভমেলার সময় এই মেলা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। বিশাল সেই মেলা দেখার জন্য এই বাঙালি কলমচির প্রয়াগ যাওয়া।

কুম্ভের প্রস্তুতি হিসেবে দু'বছর আগে মাঘমেলা দেখতে গিয়েছিলাম। এ বছর পূর্ণকুম্ভ। তার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি। আমরাও প্রস্তুত। এর মাঝে শুনি এবার নাকি মহাকুম্ভ। কী একটা ১৪৪ বছরের 'যোগ' দেখা দিয়েছে। অর্ধ, পূর্ণ, মহা, কোনওটাতে আমাদের আপত্তি নেই। অভিজ্ঞতার 'কুম্ভ' পূর্ণ করতে আমাদের যাত্রা। মহাকুম্ভ নিয়ে প্রচারের ঠেলায় কুম্ভ নিয়ে নানা ভি.ডি.ও., অনেক রিল সবার মোবাইলে।

এরপর পাঁচের পাতায়

কুম্ভের অমৃতে বাঁচলো বাংলার নার্সারি শিল্প

সুব্রত মণ্ডল, হুগলি : জিরাটের নার্সারী এখন কৃষি নির্ভর বড় শিল্পে পরিণত হয়েছে, কর্মসংস্থান হচ্ছে হাজার হাজার মানুষের। কুম্ভমেলায় শোভা বাড়াচ্ছে বলাগড়ের নার্সারীর গাছ। ওপার বাংলার অস্থির পরিস্থিতির জন্য এপার বাংলার নার্সারী ব্যবসা ক্ষতির মুখে পড়েছিল। সেই ক্ষতি পুষিয়ে দিল কুম্ভমেলা। উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে চলছে মহাকুম্ভ। দেশ বিদেশ থেকে কোটি কোটি মানুষ সেখানে জমায়েত হচ্ছে। শাহি স্নানের দিন ভিড় সামাল দিতে হিমসিম খাচ্ছে উত্তর প্রদেশ পুলিশ। এসব নিয়ে চর্চায় যোগি আদিত্য নাথের উত্তরপ্রদেশ। তবে সেসব কিছুকে বাদ দিয়ে যে পরিমান মানুষের সমাগম হয়েছে মহাকুম্ভে পুণ্যার্থীদের স্নানের হিড়িক দেখে কুম্ভমেলার আকর্ষণই বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। প্রচার হয়েছে ১৪৪ বছর পর আবার এই মহাযোগ আসবে। তাই পুণ্যের টানে প্রয়াগরাজ পৌঁছে যাচ্ছেন পুণ্যার্থীরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গের গাছ সেই প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভের শোভা বাড়াচ্ছে। হুগলির বলাগড় ব্লকের বলাগড়, জিরাট, খামারগাছিতে প্রায় ২০০০ নার্সারী আছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

কাজের খবর

সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সে কনস্টেবল, ড্রাইভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স ড্রাইভার /কনস্টেবল (ড্রাইভার) ও ড্রাইভার কাম–পাম্প অপারেটর/কনস্টেবল (ডি.সি.পি.ও.) পদে ১,১২৪ জন ছেলে নিচ্ছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা ভারি মোটর ভেহিক্যাল বা, ট্রান্সপোর্ট ভেহিক্যাল, হাল্কা মোটর ভেহিক্যাল ও মোটর সাইকেল (গিয়ার–সহ) চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকলে ওই দুই পদের জন্যই ডাইরেক্ট প্রার্থী হিসাবে আবেদন করতে পারেন।

হাল্কা ও ভারী গাড়ি চালানোর কাজে অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অভিজ্ঞতা হিসাব করা হবে হাল্কা গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স পাওয়ার তারিখ থেকে। বয়স: বয়স হতে হবে ৪–৩–২০ ২৫র হিসাবে ২১ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, সি.আই.এস.এফ.এ কর্মরতরা ১০ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।

শরীরের মাপজোখ শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬৭ সেমি (অসম, ত্রিপুরা, গোর্খা ও সিকিমের ছেলেরা আর তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায়ের ছেলেরা ৭সেমি ছাড় পাবেন)। বুকের ছাতি না–ফুলিয়ে ৮০ সেমি ও ফুলিয়ে ৮৫ সেমি (অসম, ত্রিপুরা, গোর্খা ও সিকিমীরা ২ সেমি আর তপশিলী উপজাতিরা ৪ সেমি ছাড় পাবেন)।

উচচতা ও বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন থাকতে হবে। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া দূরের বেলায় ৬/৬ যা চশমা পড়ে উভয় চোখে ৬/৯ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। ভাঙা হাঁটু, পায়ের চ্যাটালো পাতা, ধনুকের মতো পা, শিরাস্ফীতি, বর্ণান্ধতা বা, অন্য কোনো শারীরিক ত্রুটি থাকলে আবেদন করার যোগ্য নন। মূল মাইনে: ২১,৭০০–৬৯,১০০ টাকা। শূন্যপদ: ১,১২৪টি। এর মধ্যে কনস্টেবল / ড্রাইভার (ডাইরেক্ট) পদে: ৮৪৫টি (জেনাঃ ৩৪৪, তঃজাঃ ১২৬, তঃউঃজাঃ ৬৩, ও.বি.সি. ২২৮, ই.ডব্লু.এস. ৮৪)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ৮৫। ড্রাইভার–কাম–পাম্প অপারেটর/ কনস্টেবল (ডি.সি.পি.ও.) পদে ২৭৯টি (জেনাঃ ১১৬, তঃজাঃ ৪১, তঃউঃজাঃ ২০, ও.বি.সি. ৭৫, ই.ডব্লু.এস. ২৭)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ২৮।

প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি: প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, উচ চতা, বুকের ছাতি, ড্রাইভিং লাইসেন্স, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি দেখা হবে। এরপর শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে: (১) ৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ডে ৮০০ মিটার দৌড়, (২) ৩ সুযোগে ১১ ফুট লং জাম্প, (৪) ৩ সুযোগে সাড়ে ৩ ফুট হাই জাম্প। ওপরের সব পরীক্ষার কোনো একটিতে সফল না হলে বাতিল করা হবে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় সফল হলে ১৩০ নম্বরের ট্রেড টেস্টে থাকবে এইসব বিষয় (ক) হাল্কা গাড়ি চালানোর টেস্ট (ড্রাইভিং)–৫০ নম্বর, (খ) ভারী গাড়ি চালানোর টেস্ট (ড্রাইভিং)–৫০ নম্বর, (গ) মোটর মেকানিকের কাজে জ্ঞান ও ছোটোখাটো গাড়ি মেরামতির কাজের পরীক্ষা–৩০ নম্বর। কোয়ালিফাইং নম্বর হিসাবে হাল্কা গাড়ি চালানোর জন্য ২৫, ভারী গাড়ি চালানোর জন্য ২৫ আর মোটর মেকানিকের জন্য ১৫ নম্বর পেতে হবে। সফল হলে ১০০ নম্বরের ১০০টি অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: জেনারেল অ্যাওয়ারনেস / জেনারেল নলেজ, নলেজ অফ এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স, অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপ্টিটিউড, এবিলিটি টু অবজার্ভ অ্যান্ড ডিস্টিংগুইস, ইংরিজির বেসিক নলেজ। সময় থাকবে ১২০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং নেই। লিখিত পরীক্ষায় ৩৫% (তপশিলী, ও.বি.সি. হলে ৩৩%) নম্বর পেলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন। ১০ নম্বর পেলে সফল হবেন। এরপর হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। দরখাস্ত করার পদ্ধতি: দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: https:// cisfrectt.cisf.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. ও ফোন নম্বর থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ পত্র স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে যাবতীয় তথ্য দিয়ে। তখন ইউজার আই.ডি. ও পাশওয়ার্ড পাবেন। তারপর আবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে আর ফটো ও সিগনেচার আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড কিংবা স্টেট ব্যাঙ্কের চালানের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। তপশিলী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

ইউপিএসসি'র পরীক্ষার মাধ্যমে ১৫০ ফরেস্ট অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি : কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ফরেস্ট বিভাগে সেরা চাকরির জন্য ফরেস্ট অফিসার পদে ১৫০ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। নেওয়া হবে ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের ২০ ২৫ সালের ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে।

বটানি, কেমিস্ট্রি, জিওলজি, অঙ্ক, ফিজিক্স, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি অ্যান্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স, স্ট্যাটিস্টিক্স ও জুলজি বিষয়ের মধ্যে যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। ফরেস্ট্রি, অ্যাগ্রিকালচারাল বা, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরাও আবেদন করতে পারেন। ওইসব বিষয় নিয়ে এবছরের ডিগ্রি কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরাও আবেদন করার যোগ্য। বয়স হতে হবে ১–৮–২০২৫এর হিসাবে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম–তারিখ হতে হবে ২–৮–১৯৯৩ থেকে ১–৮–২০০৪এর মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। সাধারণ প্রার্থীরা ৬ বার, ও.বি.সি.রা ৯ বার ও তপশিলীরা যতবার খুশি এই পরীক্ষা দিতে পারেন। শূন্যপদ : ১৫০টি। বিজ্ঞপ্তি নং: 06/2025–IFOS dated: 22.01.2025. প্রার্থী বাছাই করবে ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশন। ২০২৫ সালের ফরেস্ট সার্ভিসেস পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে হবে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, ২৫ মে। এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা, শিলিগুড়ি, কটক, গ্যাংটক, রাঁচী, পটনা, দিসপুর (গুয়াহাটি), ত্রিপুরা, আগরতলা, আইজল, শিলঙ ও পোর্ট ব্লেয়ারে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অবজেক্টিভমাল্টিপল চয়েজ টাইপের মোট ৪০০ নম্বরের ২টি পেপারের পরীক্ষা হবে। প্রথম পেপারে থাকবে এইসব বিষয় : (১) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের ওপর সাম্প্রতিক ঘটনা, (২) ভারতীয় ইতিহাস ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, (৩) ভারতীয় ও বিশ্বের ভূগোল–শারীরিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ভূগোল, (৪) ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি ও তাৎপর্য– সংবিধান, পলিটিক্যাল সিস্টেম, পঞ্চায়েতী রাজ, পাবলিক পলিসি, অধিকার ইত্যাদি, (৫) অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন, দারিদ্র, অন্তর্ভুক্তিকরণ, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, সামাজিক ক্ষেত্রে উদ্যোগ (৬) পরিবেশগত ভারসাম্য, আবহাওয়ার পরিবর্তন ও জীব বৈচিত্র্য বিষয়ক (৭) সাধারণ বিজ্ঞান।

দ্বিতীয় পেপারে থাকবে এই সব বিষয়: (১) কমপ্রিহেনশন, (২) জনসংযোগ দক্ষতা–সহ ব্যক্তিত্ব দক্ষতা, (৩) লজিক্যাল রিজনিং ও অ্যানালিটিক্যাল এবিলিটি, (৪) সিদ্ধান্ত নেওয়া ও সমস্যার সমাধান, (৫) জেনারেল মেন্টাল এবিলিটি, (৬) বেসিক নিউমারেসি (সংখ্যা ও তার সম্পর্ক, দ্রাঘিমাংশ) (মাধ্যমিক লেভেল), ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন (চার্ট, গ্রাফ, টেবিল, ডাটা সাফিসিয়েন্সি মাধ্যমিক লেভেল), (৭) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ কম্প্রিহেনশন স্কিল Urdu, Sociology, Psychol Hindi, Commerce, Computer Sc., Geo, Math, Beng, Eng., His. Pol. Sc. Physical Sc., Life Sc. 64/1, Bidhan Nagar Road, B.Sc., B.Com. M.Com., B.Lib Kol–67 9874243949 (মাধ্যমিক লেভেল)। প্রতিটি পেপারে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। প্রশ্ন হবে ইংরিজি ও হিন্দিতে। এই পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সফল হলে মোট শূন্যপদের ১২–১৩ গুণ প্রার্থীকে মেন পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। মেন পরীক্ষায় থাকবে এই দুটি আবশ্যিক বিষয় (১) জেনারেল ইংলিশ, (২) জেনারেল নলেজ। প্রতিটি পেপারে থাকবে ৩০০ নম্বর। এছাড়া ২টি ঐচ্ছিক বিষয় বেছে নিতে হবে, এইসব বিষয় থেকে বটানি, জুলজি, কেমিস্ট্রি, জিওলজি, অ্যাগ্রিকালচার, অঙ্ক, ফিজিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স, ফরেস্ট্রি, সিভিল, অ্যাগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল, মেকানিক্যাল, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি অ্যান্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স। প্রতিটি ঐচ্ছিক বিষয়ে থাকবে দুটি পেপার। প্রতি পেপারে থাকবে ২০০ নম্বর। মোট এই ১,৪০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে ৩০০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট। ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে একসঙ্গে অঙ্ক ও স্ট্যাটিস্টিক্স, অ্যাগ্রিকালচার ও অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিস্ট্রি ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাগ্রিকালচার ও অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি অ্যান্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স আর অ্যাগ্রিকালচার ও ফরেস্ট্রি একসঙ্গে নিতে পারবেন না। প্রশ্ন হবে ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের ও প্রতিটি পেপারে ৩ ঘন্টা করে সময় থাকবে। প্রশ্ন হবে ইংরিজি বা, হিন্দিতে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে https://www.upsconline.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান (৪০ কে.বি.র বেশি হবে না, এর মধ্যে ফটো ৩০ কে.বি. ও সিগনেচার ১০ কে.বি. হতে হবে) করে নিয়ে যাবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ফী লাগবে না) টাকা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কোনো শাখায় নগদে জমা দিতে পারবেন ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। এছাড়াও নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে কিংবা ভিসা বা, মাস্টার ক্রেডিট/ডেবিট কার্ডে জমা দিতে পারবেন, ১১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে। ফর্ম পূরণ করার পর কোনো ভুল হয়ে থাকলে তা এডিট করতে পারবেন ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৮ ফেব্রুয়ারি – ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

মেষ রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি। বেকারদের চাকরির সুযোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা হলেও তা কাটিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে কর্মে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় খাওয়ার ইচ্ছা বৃদ্ধি। প্রেশার, নার্ভ সংক্রান্ত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির আশঙ্কা।

প্রতিকার : হনুমানজির আরাধনা করুন।

বৃষ রাশি : সাংসারিক কষ্ট বৃদ্ধি পেলেও কারো কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। চাকরি পেতে বিলম্ব। চাকরিতে সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আয়ভাব শুভ। কিন্তু অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হোন।

প্রতিকার : কেশরের তিলক লাগান।

মিথুন রাশি : সঞ্চিত ধন ব্যয়ের সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। বিপরীত লিঙ্গের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় প্রসারতায় শুভ ফল লাভ। পুষ্টি বিনিয়োগ করতে পারেন। রাস্তায় সাবধানে চলাফেরা করুন। অবিবাহিতরা বিবাহের যোগাযোগ করতে পারেন। সাবধানে চলাফেরা করুন। শ্লেষ্মা জাতীয় রোগের বৃদ্ধি।

প্রতিকার : গণেশকে দুর্বা ঘাস দিয়ে পুজো করুন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য। স্বজনের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে বিরোধী মনোভাব। ব্যবসায় বিনিয়াগে ঝুঁকি রয়েছে। সম্পত্তি নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে বিতর্ক। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা বৃদ্ধি। বিবাহে বাধা। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। শ্লেষ্মাতে কষ্ট পাবেন।

প্রতিকার : আগের দিন রাতে চাঁদির গ্লাসের জল ভরে রাখুন, পরের দিন পান করুন।

সিংহ রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে সহকর্মীর বিরুদ্ধাচারণ। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। ব্যবসায় অগ্রগতিতে বিলম্ব। সন্তান থেকে কোনো খুশির খবর পেতে পারেন। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে বাধা। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। কর্মস্থলে বিপরীত সম্ভাবনা। জরায়ুর সমস্যা, ডায়াবিটিস, পায়ের ব্যথা প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বিকলাঙ্গদের সেবা ও ভোজন করান।

কন্যা রাশি : বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ রয়েছে। স্বজনেরপ্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। সন্তান সুখ থেকে বঞ্চনা। ব্যবসার প্রসার জয় শুভ ফল লাভ। পেশাদারিতেও শুভ ফল লাভ। দুর্ঘটনার থেকে সাবধান। আয়ভাবে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : মাছেদের দানা খাওয়ান।

তুলা রাশি : কোনো সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা বোধ। প্রিয়জনের প্রতি বিরোধী মন্তব্য না করাই ভালো ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। চাকরিতে শুভ ফল লাভ। শরীর–স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো থাকার সম্ভাবনা। আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। সতর্কতার সঙ্গে পথে চলা প্রয়োজন। ব্যবসায় মন্দা।

প্রতিকার : শুক্রের বীজমন্ত্র পড়ুন।

বৃশ্চিক রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে সবস্যা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ঠাণ্ডা লাগা জনিত রোগের সম্ভাবনা। সরকারি চাকরিজীবীদের পদোন্নতির সম্ভাবনা। আয়ভাব আগের তুলনায় শুভ ফলদাতা। ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : একটি লাল রঙের রুমাল রাখুন।

ধনু রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বন্ধুদের নিকট থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সন্তানের জন্য অর্থব্যয় বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং তার মাশুল দিতে হতে পারে। জলীয় দ্রব্যের ব্যবসায় সুফল লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠবে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। অর্জিত আয় পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার কলাগাছে জল চড়ান এবং হলুদ ডাল দান করুন।

মকর রাশি : ভাই বোনের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা। ব্যবসা ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত লাভের সঙ্গে চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : মঙ্গলবার বা শনিবার বজরঙ্গবলীর পুজো করুন।

কুম্ভ রাশি : প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কোনো দ্রব্য চুরি বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য হানি বা রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। সন্তান থেকে সুখ। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ না করাই যুক্তি যুক্ত হবে। বিপরীত লিঙ্গের থেকে কোনও অর্থ বা সম্পত্তি পেতে পারেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

প্রতিকার : রাস্তার কুকুরদের খাওয়ান।

মীন রাশি : ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত লাভের সম্ভাবনা। ভাই বোনের বা আত্মীয় পরিজনের সাথে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ। চোখ নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি ও রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মস্থলে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। বিনিয়োগে ক্ষতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : কর্মচারীদের শ্রদ্ধানুসারে দান করুন।

শব্দবার্তা ৩৩০

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। জন্মভূমি ৩। পরিপূর্ণ, কানায় কানায় ভরা ৫। বিচারবিবেচনা ৭। সর্বদা ৮। অনবরত ৯। হাস্যরসের অবতারণা ১০। এপাকর।

উপর–নীচ

১। চাওয়া হয়েছে এমন, উদ্দিষ্ট ২। শিব ৪। সমুদ্রের আগুন ৬। ক্ষেত্রপাল ৭। বনধ, ধর্মঘট ৮। শ্রমিক।

সমাধান : ৩২৯

পাশাপাশি : ১। উপরাজ ৪। মিলমিলাও ৫। তরজমা ৭। সচলতা ৯। আঁচলধরা ১০। গরমিল।

উপর–নীচ : ১। উপবীত ২। জমিজমা ৩। মালাবদল ৬। রজতাচল ৭। সংরাগ ৮। তালতাল।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

কোস্ট গার্ডে ৩০০ নাবিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি : ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীতে নাবিক ডোমেস্টিক ব্রাঞ্চ, নাবিক পদে ৩০০ জন লোক নিচ্ছে। এই পদের ব্যাচ নং: 02/2025. কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: নাবিক (জেনারেল ডিউটি): অঙ্ক ও ফিজিক্স বিষয় নিয়ে সায়েন্স শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২ ২বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া ভালো চোখে ৬/৬ও খারাপ চোখে ৬/৯। চশমা থাকলে যোগ্য নন। বেসিক পে: ২১,৭০০ টাকা।

শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫৭ (গোর্খা, নেপালী ও অসমীয়া হলে ১৫২) সেমি আর উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বুকের ছাতি (অন্তত ৫ সেমি প্রসারণক্ষম) ও স্বাভাবিক ওজন থাকতে হবে। স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি ও দু"পাটি অক্ষত দাঁত থাকা দরকার। রোগমুক্ত শরীর, শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। এছাড়াও রেশন ভাতা, পোশাক ভাতা, ডাক্তারি খরচ, সরকারি আবাসে পরিবার–সহ থাকার সুযোগ, যাতায়াত ভাড়ায় ছাড়, ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত গ্রুপ বিমা, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, ক্যান্টিন, ঋণ ইত্যাদির সুযোগ পাবেন। ট্রেনিং হবে ওড়িশার আই.এন.এস. চিল্কায়। ট্রেনিং চলার সময় যাবতীয় খরচ সরকার বহন করবে। শূন্যপদ: ২৬০টি (জেনাঃ ১০০, ই.ডব্লু.এস. ২৫, ও.বি.সি. ৬৮, তঃউঃজাঃ ২৮, তঃজাঃ ৩৯)।

নাবিক (ডোমেস্টিক ব্রাঞ্চ): মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২২ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম–তারিখ হতে হবে ১–৮–২০০৩ থেকে ৩১–৮–২০০৭"এর মধ্যে। ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর আর তপশিলী প্রার্থীরা ৫ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫৭ (গোর্খা, নেপালি ও অসমীয়া হলে ১৫২) সেমি আর উচ চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বুকের ছাতি (অন্তত ৫ সেমি প্রসারণক্ষম) ও ওজন থাকতে হবে। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে ভালো চোখে ৬/৩৬ ও খারাপ চোখে ৬/৩৬। স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি ও দু"পাটি অক্ষত দাঁত থাকা দরকার। যে কোনো রোগমুক্ত শরীর, শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। এছাড়াও রেশন ভাতা, পোশাক ভাতা, ডাক্তারি খরচ, সরকারি আবাসে পরিবার–সহ থাকার সুযোগ, যাতায়াত ভাড়ায় ছাড়, ১০ লাখ টাকা গ্রুপ বিমা, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, ক্যান্টিন, ঋণ ইত্যাদির সুযোগ পাবেন। ট্রেনিং–এ বেসিক পে ২১,৭০০ টাকা। ট্রেনিং চলার সময় যাবতীয় খরচ সরকার বহন করবে। এই পদ থেকে প্রধান অধিকারী পদ পর্যন্ত পদোন্নতি হতে পারে। তখন বেসিক পে ৪৭,৬০০ টাকা। শূন্যপদ: ৪০টি (জেনাঃ ১৬, ই.ডব্লু.এস. ৪, ও.বি.সি. ৯, তঃজাঃ ৮. তঃউঃজাঃ ৩)।

প্রার্থী বাছাই হবে ৩টি ধাপে। প্রথম ধাপের কম্পিউটার বেসড অনলাইন পরীক্ষা হবে এপ্রিলে। দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষা হবে জুনে। তৃতীয় ধাপের পরীক্ষা হবে সেপ্টেম্বরে। নাবিক পদের বেলায় প্রথম পার্টের লিখিত পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপের পার্টে ৬০ নম্বরের ৬০টি প্রশ্ন থাকবে এইসব বিষয়ে: অঙ্ক–২০টি, বিজ্ঞান ১০টি, ইংরিজি ১৫টি, রিজনিং ১০টি, জি.কে. ৫টি। সময় ৪৫ মিনিট। ৩০ (তপশিলী হলে ২৭) নম্বর পেলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন। নাবিক (জেনারেল ডিউটি) পদের বেলায় প্রথম পার্টের লিখিত পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপের পার্টে ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন থাকবে এইসব বিষয়ে: অঙ্ক–২৫টি, ফিজিক্স–২৫টি। সময় ৩০ মিনিট। ২০ (তপশিলী হলে ১৭) নম্বর পেলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন। কোনো ক্ষেত্রেই নেগেটিভ মার্কিং নেই।

সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৭ মিনিটে ১.৬ কি.মি. দৌড়, ২০ বার ওঠ–বোস আর ১০ বার পুশ–আপ। সব বিষয়ে সফল হলে ইন্টারভিউ। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও সব শেষে ডাক্তারি পরীক্ষা হবে ওড়িশার আই.এন.এস. চিল্কায়।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি,টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

শরীর নিয়ে নানা কথা

গুলেন বারি সিনড্রোম নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হবেন না

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

সময়ের সাথে সাথে মাঝে মাঝেই সাধারণ মানুষের কাছে অপরিচিত কিছু রোগের নাম খবরের কাগজের শিরোনাম হয়ে উঠে আসে। আতঙ্ক ছড়ায় মানুষের মনে। কিন্তু আতঙ্কিত হবার থেকে বেশি প্রয়োজন হল সতর্কিত হবার। এবং সে কারণে রোগটির বিষয়ে সঠিক তথ্য জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এমনই এক রোগ নিয়ে চর্চা চরমে। রোগটি হল 'গুলেন বারি সিনড্রোম' বা 'জিবিএস'। যদিও পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যকর্তারা জানিয়েছেন যে বর্তমানে বাংলায় এই স্নায়ু রোগ একেবারেই চিন্তার কারণ নয়। তবে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে এই অসুখের চিকিৎসা নিয়ে 'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর' তৈরি করে দিয়েছেন এই রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। এবং রাজ্যের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলিতে জিবিএসের জন্য নির্দিষ্টভাবে আইসিইউ শয্যা ও শিশুদের জন্য পিকু শয্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমরা এখন জিবিএস সম্বন্ধে কিছু তথ্য জেনে নিই

রোগ পরিচিতি : জটিল রোগটি স্নায়ুজনিত। কিন্তু ধীরে ধীরে দেহের মাংস পেশিও শক্তি হারিয়ে ফেলে। একসময় শ্বাস–প্রশ্বাসের পেশিগুলিও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং রোগী ঠিকমতো শ্বাস–প্রশ্বাস নিতে পারেনা এবং ভেন্টিলেশনের প্রয়োজন হয়ে পরে ।

যে কোনো বয়সেই এই রোগ হতে পারে তবে নারীদের তুলনায় পুরুষদের আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা বেশি। প্রায় ৮০ শতাংশ রোগী সুস্থ হয়ে পড়লেও ১০ শতাংশ রোগীর কিছু না কিছু স্নায়বিক দুর্বলতা স্থায়ীভাবে থেকে যায়।

কারণ : কোন ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াজনিত কারণে আক্রান্ত হওয়ার পর ইমিউনোলজিক্যাল প্রতিক্রিয়ার ফলে শরীরে উৎপন্ন রোগ প্রতিরোধক অ্যান্টিবডিগুলি শরীরের স্নায়ুগুলিকেই আক্রমণ করে এবং স্নায়ুগুলির যে 'মাইলিন শিট' নামে আস্তরণ থাকে তার ক্ষয় শুরু হয়। যাকে 'ডিমাইলেশন' বলা হয়। প্রধানত 'ক্যাম্পাইলোব্যাকটার' জীবাণু ইনফেক্টেড খাবার আর পানীয়ের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে আর তারপরেই দেখা যায় জিবিএস।

লক্ষণ : প্রথমে হাত পা অবশ হওয়া শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে পা থেকে শুরু হয়ে কোমড় অবধি অবশ হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে হাতগুলিও অবশ হয়ে যায়। এছাড়া পরবর্তীকালে মুখাবয়ব অবশ হয়ে যায়। দৃষ্টিশক্তি এবং শরীরের ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রোগীর খেতে, কথা বলতে অসুবিধা হয়। একবার শ্বাস–প্রশ্বাসের পেশী আক্রান্ত হলে রোগীকে ভেন্টিলেশন দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা

* ভালোভাবে হাত ধোয়া– কোভিড পর্যায় আমরা এই হাত ধোয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।
* খাবার পর্যাপ্তভাবে ফুটন্ত অবস্থায় তৈরি করা যাতে জীবাণুগুলি নষ্ট করা যায়।
* ডায়রিয়া এবং তার পরবর্তী মাংসপেশী দুর্বলতায় অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

চিকিৎসা

* ইমিউনোগ্লোবিউলিন থেরাপি অ্যান্টিবডিকে প্রতিরোধ করে।
* প্লাজমাফেরেসিস : অ্যান্টিবডি গুলিকে রক্ত থেকে সরিয়ে দেয়। অনেকটা ডায়ালিসিস পদ্ধতি যে ভাবে কাজ করে তার মত।
* **ভেন্টিলেশন:** রেস্পিরেটরি সাপোর্ট প্রয়োজন হলে ভেন্টিলেশন জরুরি।
* **ফিজিওথেরাপি:** সুস্থ হবার পর পেশীগুলির শক্তি পুনরুদ্ধার করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন।

জিবিএস এর চিকিৎসা অত্যন্ত খরচ সাপেক্ষ। চিকিৎসায় সাড়া দিলে রোগী সাধারণত তিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ হয়ে যায়।

অর্থনীতি

ভালো বাজেট বাজারকে টানছে

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

বাজেট পূর্ববর্তী সময়ে নিফটি সূচক ২২৮০০ লেভেল কে টাচ করে আবার উপরের দিকে ২৪০০০ কাছাকাছি পৌঁছাতে চলেছে। বাজেটে হালকা কর ছাড়ের মাধ্যমে মানুষের কাছে অতিরিক্ত টাকা পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা কাজে আসছে বলা যেতে পারে। বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে খরচ হতাশ করেছে, ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার কমানোর প্রচেষ্টা হয়েছে। তবে অটো সেক্টর এবং এফএমসিজি আগামীতে উপরের দিকে যাবে এটা বলাইবাহুল্য। ট্রাম্পের শুল্কনীতি বিভিন্ন রকম প্রভাব তৈরি করছে তবে আগে ভাগে ভারত আমেরিকা পণ্যের শুল্ক কমিয়ে প্রাথমিক ধাক্কা সামলানোর চেষ্টা করছে। এই বাজেটের অদ্ভুত একটা বিষয় হচ্ছে কেবল বিহার কেন্দ্রিক যা রাজনীতির একটা কলুষিতময় দিক। বিহারের জন্য একাধিক প্রকল্প প্রচুর পরিমাণে টাকা দেওয়া রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার নিদর্শন যা সবার

চোখে পড়েছে। ভারতের টাকার দাম লক্ষনীয়ভাবে কমছে আবার কাঁচা তেলের দাম বাড়তে শুরু করেছে দুটোই ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে খারাপ। তাই অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে কাজে লাগানোই এখন মূল লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। আগামী সপ্তাহে বাজার ২৩৫০০ লেভেল থেকে ২৪৩০০ এই লেভেলের মধ্যে থাকবে বলেই অনুমান।

জেলায় জেলায়

ক্রাইম ডেস্ক

বোমা উদ্ধার অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, শুক্রবার সকালে লাভপুর ব্লকের ঠিবা গ্রামপঞ্চায়েতের কল্যাণপুর গ্রামে এক ব্যাগ তাজা বোমা উদ্ধার করে কীনাহার থানার পুলিশ। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বোম্ব স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ২৯ জানুয়ারি সকালে নিরাময় টিবি হাসপাতালের একটি পরিত্যাক্ত কোয়াটারের চৌবাচ্চা থেকে ২৫টি তাজা বোমা উদ্ধার করে দুবরাজপুর থানার পুলিশ। বোম্ব স্কোয়াড এসে বোমাগুলো নিস্ক্রিয় করে। ২৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় নানুর ব্লকের থুপসাড়া অঞ্চলের তাকোরা গ্রামে তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি চালিয়ে একটি ঝোপের নিচে মাটির ভিতর থেকে এক ড্রাম তাজা বোমা উদ্ধার করে নানুর থানার পুলিশ। সব ঘটনার তদন্ত করেছে পুলিশ।

সোনারপুরে ভুয়ো কল সেন্টার, ধৃত ৩

সুব্রত মণ্ডল, সোনারপুর : মার্কিন নাগরিকদের সঙ্গে কোটি কোটি টাকা প্রতারণা করা হচ্ছিল। সোনারপুরের বেআইনি কল সেন্টার থেকে গ্রেপ্তার ৩। গ্রেপ্তার করেছে রাজ্য পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিট ও বারুইপুর পুলিশ জেলার সাইবার থানা। বাইপাসের ধারে একটি অভিজাত আবাসনে চলছিল এই কল সেন্টার। শনিবার সেখানে হানা দিয়ে পুলিশ ৫টি ল্যাপটপ ও মোবাইল, ২টি রাউটার, ৭টি হেডফোন সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সংস্থা ও একাধিক ব্যাংকের জাল লোগো উদ্ধার করেছে। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে এই চক্র মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেওয়ার আশ্বাস দিত। আড়ালে প্রতারণার ফাঁদ পেতে কাজ করতো চক্রের সদস্যরা। পুলিশের কাছে খবর আসতেই আবাসনে হানা দিয়ে কল সেন্টারটি সিল করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন সূত্র মারফত পূর্ব যাদবপুর এলাকার বাসিন্দা জয় হালদার, নরেন্দ্রপুরের তন্ময় মণ্ডল ও সোনারপুরের শুভজিৎ বিশ্বাস নামে ৩জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জয় হালদার চক্রের মূল পান্ডা। তার অ্যাকাউন্ট থেকে উদ্ধার করা হয়েছে কয়েক লক্ষ টাকা। তদন্ত করেছে পুলিশ।

দুবরাজপুরে অস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩ জানুয়ারি গভীররাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নিরাময় জঙ্গলের কাছে দুবরাজপুর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে তিন দুস্কৃতীকে ধরে ফেলে। ৭–৮ জন পালিয়ে যায়। ধৃতদের কাছ থেকে পাইপগান, দড়ি, ভোজালি, কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে ১৪নং জাতীয় সড়কের রামপুরহাট গরু হাটের পাশ থেকে ১ দুস্কৃতীকে আটক করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে একটি ইম্প্রোভাইজড পাইপগান উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। ধৃতের নাম আলিমুদ্দিন শেখ (২৭) বাড়ি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পাকুড় জেলার মহেশপুর থানার পালসা গ্রামে। ৮–৯জন লোক পালিয়ে যায়। রামপুরহাট গরু হাটে জড়ো হয়ে জাতীয় সড়কে ডাকাতি করতো বলে ধারণা পুলিশের। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উচ্ছে বিক্রিকে কেন্দ্র করে গন্ডগোল

রবীন দাস, নামখানা : ১ ফেব্রুয়ারি সকালে চাষিরা প্রথমে নারায়ণপুর পাইকারি কৃষি সবজি বাজারে উচ্ছে বিক্রি করতে আসে। এই সময় পাইকারি বাজারে ডাক ওঠে ২০ টাকা কিলো। কিন্তু পরের ডাক গুলিতে ধীরে ধীরে উচ্ছের দাম কমতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এই ডাক এসে দাঁড়ায় ৮ টাকা কিলোতে। তখনই চাষিরা বিক্ষোভ শুরু করেন। পাইকারি বাজারে ধুন্দুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য কাকদ্বীপ থানার পুলিশ পাইকারি বাজারে আসে। প্রায় ৫ হাজার চাষি এদিন ১২০০ টন উচ্ছে নিয়ে সমস্যায় পড়েন। শেষে পুলিশের হস্তক্ষেপে পাইকারি ও চাষিদের নিয়ে বৈঠক করা হয়। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এদিন পাইকারিরা ১৪ টাকা কিলো দরে চাষীদের কাছ থেকে উচ্ছে কেনেন।

তিন মন্দিরে চুরি, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬ ফেব্রুয়ারি রাতে বীরভূম জেলার নলহাটি থানার পাইকপাড়া গ্রামে পরপর তিন প্রাচীন মন্দিরে চুরি। কষ্টি পাথরের শিবলিঙ্গ উপড়ে চম্পট দুষ্কৃতিরা। নলহাটির পাইকপাড়া গ্রামে প্রায় ৫০০ বছরের পুরনো বুড়ো শিবমন্দির। কিছু দুরে রয়েছে একটি কালীমন্দির এবং আরেকটা শিবমন্দির। শুক্রবার সকালে গ্রামের বাসিন্দারা তিনটি মন্দিরের তালা ভাঙ্গা দেখে। ৫০০ বছরের প্রাচীন বুড়ো শিব মন্দিরে থাকা কষ্টি পাথরের প্রাচীন শিবলিঙ্গ উধাও। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নলহাটি থানার পুলিশ।

অবহেলা : ডোমজুড় থেকে মাকড়দহ পর্যন্ত অন্ধকার কাটাতে রাস্তার ধারে বসেছিল ত্রিফলা আলো। কালের অবহেলায় পরিবর্তনের সরকারের উন্নয়নের এই আইকন আজ অন্ধকারের যাত্রী। **তথ্য ও চিত্র : সঞ্জয় চক্রবর্তী**

চলন্ত ট্রেনে অসুস্থ ত্রাতা ২ মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : চলন্ত ট্রেনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ৫৫ বছরের এক মহিলা। মুহূর্তে অসুস্থ মহিলাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে অসুস্থ ওই মহিলা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ৫ ফেব্রুয়ারি সকালে বাসন্তী ব্লকের বাক্কার সরদার অসুস্থ স্ত্রী মর্জিনা মোল্লাকে নিয়ে কলকাতা থেকে চিকিৎসা করিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন। তালদি স্টেশন সংলগ্ন চলন্ত ট্রেনের মধ্যে অসুস্থ মর্জিনা অচৈতন্য হয়ে পড়ায় স্বামী বাক্কার কি করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। সেই মুহূর্তে চলন্ত ট্রেনের মধ্যে ত্রাতার ভূমিকায় এগিয়ে আসে ক্যানিংয়ের দাঁড়িয়া শিবনগর গ্রামের বধূ সাগরিকা সরদার ও নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের গাজীপাড়ার বধূ মনিরা গাজী।

বৃদ্ধাকে মারধর গ্রেপ্তার প্রতিবেশী

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর:৫ ফেব্রুয়ারি নরেন্দ্রপুর থানার রানিয়ায় বাড়িতে ঢুকে বৃদ্ধাকে বেধড়ক মার, তছনছ করা হল ঘর। অভিযোগ, বৃদ্ধা ও তাঁর পরিবারের লোকজনকে উদ্দেশে করে প্রায়ই গালিগালাজ করতো প্রতিবেশী এক যুবক। নরেন্দ্রপুর থানায় মারধরের অভিযোগ দায়েরের পরে তদন্তে নেমে পুলিশ বিশ্বজিৎ নস্কর নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ওই বাড়িতে বৃদ্ধা চঞ্চলা দাস তাঁর মেয়ে ও নাতনিকে নিয়ে থাকেন। দীর্ঘ দিন ধরেই অভিযুক্তের পরিবারের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ। তিনি বুধবার বাড়িতে একাই ছিলেন। উপরের ঘরে যাওয়ার সময় বাড়ির দরজার ইট মারার শব্দ শুনতে পান। চিৎকার করতেই প্রতিবেশী যুবক তাঁর উদ্দেশে কটূক্তি করেন। বৃদ্ধার মেয়ে জানান, 'ভয়ে তাঁর মা বিছানার উপর উঠে তাঁকে ফোন করছিলেন। অভিযুক্ত ফোন কেড়ে নিয়ে বৃদ্ধাকে খাট থেকে টেনে নামিয়ে মারধর করে।' পুলিশ এ বার কড়া হাতে বিষয়টি দেখুক বলে আর্জি পরিবারের। বৃহস্পতিবার ধৃতকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

জমি বিবাদের জেরে উস্তিতে চলল গুলি

অরিজিৎ মণ্ডল, মগরাহাট পশ্চিম: জমি বিভাগকে কেন্দ্র করে চলল গুলি। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় বুদ্ধদেব হালদার নামে এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তি থানার বাগারিয়া বাজার এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাতে বাগারিয়া বাজার এলাকায় নিজের অফিস ঘরেই বসেছিল বুদ্ধদেব হালদার। তখন গাড়িতে চেপে একদল দুষ্কৃতী আসে পয়েন্ট ব্ল্যাংক থেকে গুলি চালায় বুদ্ধদেবকে লক্ষ্য করে, গুলি গিয়ে লাগে বুদ্ধদেবের বুকে। তড়িঘড়ি গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকেরা। পরবর্তী সময়ে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে মৃত্যু হয় বুদ্ধদেবের।

আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগে সভাপতি নির্বাচন ঘিরে বারাসত মণ্ডলে কর্মী বিক্ষোভ

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে বিজেপি মণ্ডল সভাপতি নির্বাচন ঘিরে কর্মীরা প্রকাশ্যেই বিক্ষোভ দেখাল। প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপি মণ্ডল সভাপতি নির্বাচন বন্ধ হয়ে আছে। কর্মীদের অভিযোগ, 'মণ্ডলে ক্ষমতাশালী নেতৃত্বরা দ্বিচারিতা করছেন। যারা এতদিন ধরে দিনরাত পরিশ্রম করে মণ্ডল সাজিয়েছেন, তাদের উপেক্ষা করে বাইরে থেকে বিভিন্ন আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িত লোকজনকে এনে মণ্ডল সভাপতি পদে বসানোর ঘৃণ্য চক্রান্ত হচ্ছে। আমরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করছি। প্রয়োজনে দলের স্বার্থে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।'

বারাসতের হরিতলায় বিজেপি পার্টি অফিসের বাইরে আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িত অভিযোগে সাগর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কর্মীরা পোস্টার লাগিয়েছেন। এপ্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র বলেন, 'পার্টির নিয়ম অনুযায়ী কারও অভিযোগ থাকলে লিখিত জানাতে পারেন। কিন্তু প্রকাশ্যে পার্টির বিরুদ্ধে যাওয়া অনুচিত। কর্মীদের নিয়ে আলোচনা করে শিগগিরই বিষয়টি মিটিয়ে নেব।'

বারাসত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক সভাপতি অরুণ ভৌমিক বলেন, 'বিজেপির সংগঠন তলানিতে ঠেকেছে। যোগ্য লোক এই দলে নেই। ফলে ৩৫ লক্ষ টাকার জমি তছরূপে অভিযুক্তরা মণ্ডল সভাপতি আসলে মোটা অর্থের বিনিময়ে বসেন। এদের যোগ্যতা বলে কিছু নেই। আসলে এই দলটা সাধারণ মানুষের জন্য নয়।'

ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে ঘর তৈরি বন্ধ করতে সক্রিয় প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন: জলনিকাশী খাল বন্ধ করে ঘর তৈরি কিংবা সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ ধ্বংসের মত কাজের খবর পেলেই এবার ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রশাসনের। এই ধরণের খবর পেলেই দ্রুত ঘটনাস্থলে চলে যাবেন আধিকারিকরা। এরপর তাঁরা রিপোর্ট দেবেন। তাঁর উপর গ্রহণ করা হবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলেই। মূলত শীতে শেষের দিকে দেখা যায় বিভিন্ন জায়গায় মাটি কাটার প্রকোপ বাড়ে। কোথাও গাছ কাটা হয়। এই সময় আবহাওয়া ভাল থাকে, বৃষ্টি হয় না। ফলে এই সময় এই কাজগুলি সহজে করা যায়। এছাড়াও শীতের শেষের দিকে নদীগুলিও শান্ত থাকে। ফলে নদী তীরবর্তী এলাকাগুলিতে এই ম্যানগ্রোভ কাটার মত ঘটনা ঘটে। এই সমস্ত কিছু ঘটনা মাথায় রেখে এবছর এখন থেকেই সক্রিয় হল প্রশাসন। এবছর যে কয়েকটি ঘটনা এসেছে সবগুলিই খতিয়ে দেখা হয়েছে। তবে কিছু জায়গা থেকে এইরকম খবর আসছে। সেগুলিও খতিয়ে দেখা হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। সুন্দরবনের রায়দীঘি, কাকদ্বীপ, বাসন্তী, গোসাবা, কুলতলি সহ একাধিক এলাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটছে।

বজবজে মধুচক্রে গ্রেপ্তার ১৭

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ: দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বজবজ থানার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রবীন্দ্র শিশুকানন সংলগ্ন একটি বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে মধুচক্র চলত। ২ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় এক গৃহবধূকে একজন ওই মধুচক্রে যাবার জন্য অনুরোধ করে। এই বিষয়টি নিয়ে বচসা বাঁধে ওই গৃহবধুর সঙ্গে। ওই গৃহবধূর আত্মীয় পরিজন ছুটে আসে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে বজবজ থানার পুলিশকে ছুটে আসতে হয়। স্থানীয় মানুষরা পুলিশকে অভিযোগ করে যে, দীর্ঘদিন ধরে এখানে মধুচক্র চলছে। যার পেছনে একজন শাসকদলের নেতার শালী আছে। তাই অভিযোগ করেও কোনও কাজ হচ্ছিল না। স্থানীয় মহিলারা আরও অভিযোগে জানায়, দিন দিন এখানে কাস্টমার বাড়তে থাকায় স্থানীয় মহিলাদের উত্যক্ত করছিল অনেক খরিদ্দার। স্থানীয় মানুষদের দাবি ছিল অবিলম্বে এই মধুচক্র বন্ধ করে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। তারপরই রাতে বজবজ থানার পুলিশ ওই মধুচক্রে অভিযান চালায়। মধুচক্রের মক্ষী রানী রিংকি বিবি সহ পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে মোট ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করে বজবজ থানার পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে ইমমরাল ট্রাফিকিং প্রিভেন্স আইনে মামলা রুজু করে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়। প্রসঙ্গত ওই মধুচক্রের আসর থেকে ১ লক্ষ টাকাও উদ্ধার হয়েছে।

মুণ্ডুহীন দেহ ঘিরে চাঞ্চল্য দত্তপুকুরে, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগণার বারাসত ১ নম্বর ব্লকের অর্ন্তগত ছোট জাগুলিথা গ্রাম পঞ্চায়েত। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিয়াপুকুর বাজিতপুরে কৃষিজমিতে মুণ্ডুহীন মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজেও খুনের কিনারা বা মৃতদেহের পরিচয় জানতে পারেনি। অবশেষে তিনদিন পর বারাসত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়ার তৎপরতায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত স্থানীয় জলাশয়ে পুলিশের চিরুনী তল্লাশির পরও কাটা মুণ্ডুর হদিশ পাওয়া যায়নি। পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়া বলেন, 'বুধবার রাতে বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে বারাসত থেকে ওবাইদুল মণ্ডল নামে একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়। মৃতের হাতের ট্যাটু ও উল্কি দেখে মৃতদেহ শনাক্ত করা হয়। মৃতের বাড়ি গাইঘাটা। ধৃত ওবাইদুল মণ্ডল সম্পর্কে মাসতুতো ভাই। মৃতের স্ত্রী পূজাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অবৈধ সম্পর্কের জেরেই এই খুন বলে প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে।' মৃতের বয়স আনুমানিক বছর ৪০ হবে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

এলআইসি এজেন্টদের বিক্ষোভ

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

এলআইসি কর্তৃপক্ষের জনস্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপে এজেন্টগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। ডায়মণ্ড-হারবার শাখার এজেন্টগণ বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে গত ৩০শে ডিসেম্বর থেকে ২রা জানুয়ারী পর্যন্ত ধর্মঘট করেন। এজেন্টদের দাবী হচ্ছে বীমাকারীদের ম্যাচুওরিটি কেস দীর্ঘকাল ফেলে রাখা চলবে না। রিভাইভ্যাল কেসগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। বীমাকারীদের টাকা ধার দেবার ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করতে হবে। বীমাকারীদের বোনাসের হার বাড়াতে হবে। এজেন্টদের বকেয়া কমিশন অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে। এজেন্ট এ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছেন দাবী না মানলে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে।

৯ম বর্ষ, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, শনিবার, ১১ সংখ্যা

আইসি হেনস্থা গ্রেপ্তার ২০

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি ১নং ব্লকের মিনিস্টিল গ্রামে অশান্তি আইসির কলার ধরে হেনস্থাকারী আমির আনসারি, তৃণমূল নেতা বাবু আনসারি সহ ২০জনকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। স্থানীয়সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বিবাদকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সকালে সিউড়ি ১নং ব্লকের মিনিস্টিল গ্রাম রণক্ষেত্র হয়ে উঠে। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বিবাদের জেরে এক গোষ্ঠীর কয়েকজন গ্রাম ছাড়া ছিল। সকালে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে গ্রামে প্রবেশ করে ২ যুবক। তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলে শুরু হয় গনপিটুনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সিউড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ গ্রামে গিয়ে ২ যুবকের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র বুলেট উদ্ধার করে। গণপিটুনিতে জখম দুষ্কৃতীদের উদ্ধার করতে গিয়ে আক্রান্ত হয় পুলিশ।

সিউড়ি থানার আইসি সঞ্চয়ন বন্দোপাধ্যায়ের ইউনিফর্মের কলার ধরে টেনে হিঁচড়ে হেনস্থা করা হয়। দুস্কৃতীরা সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় বাসিন্দারা বলে, দুই গোষ্ঠীর বিবাদকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে পুলিশ। সিআইটিইউ নেতা বলরাম চ্যাটার্জি বলেন, 'এরআগেও ওই গ্রামে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। যারা মারামারি করছে উভয়েই তৃণমূল করে। তাদের এক গোষ্ঠী গ্রাম ছাড়া ছিল। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে গ্রামে ঢুকলে বাধা দেয় গ্রামবাসীরা। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। সবটাই বখরাভাগের দ্বন্দ্ব।' মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকে জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ বলেন, 'মল্লিকপুর অঞ্চল যুব তৃণমূল সভাপতি বাবু আনসারি সহ ২০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ তারমধ্যে ৭জন পুরুষ এবং ১৩জন মহিলা। তিনটি আগ্নেয়াস্ত্রগুলি উদ্ধার করা হয়েছে।'

বারুইপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

জাহেদ মিস্ত্রী, বারুইপুর : ৪ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ বারুইপুরে চক্রবর্তী পাড়ায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, বারুইপুরের চক্রবর্তী পাড়ায় জলাভূমি ভরাট করে বেআইনিভাবে একটি অস্থায়ী ঘর বানানো হয়। যে ঘরের মধ্যে প্লাইউড গাড়ি সহ নানান দাহ্য পদার্থ মজুত ছিল। কোনরকম বৈধ নথিপত্র ছাড়াই ১০ থেকে ১৫ জন এই ঘরের মধ্যে থাকত। এখনও পর্যন্ত কারণে জানা যায়নি। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেছে বাড়ি সহ একপি স্করপিও গাড়ি ও নানান জিনিসপত্র। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকল ও বারুইপুর থানার পুলিশ। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। ঘিঞ্জি এলাকা এবং রাস্তা শুরু হওয়ায় দমকলের গাড়ি ভেতরে ঢোকার ক্ষেত্রে বাধা পাওয়ায় খানিকটা সমস্যা তৈরি হয়। দমকলের একটি ছোট গাড়ি কোনরকমে ঢুকে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে।

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে প্রথম সুন্দরবনের অর্ঘ্যদীপ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় ১লক্ষ ৭০হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বৃত্তি পরীক্ষায় রাজ্যে প্রথম স্থান পেয়ে তাক লাগিয়ে দিল সুন্দরবনের চতুর্থ শ্রেণীর এক স্কুল ছাত্র। পড়াশোনার ক্ষেত্রে রাজ্যের সমস্ত ব্লককে পিছনে ফেলে রাজ্যের মধ্যে প্রথম হয়ে সবার মনে জায়গা করে নিল সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা পাথর প্রতিমা ব্লকের দক্ষিণ শিবগঞ্জের চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্র। এই ছাত্রের গর্বে গর্বিত পাথরপ্রতিমা এলাকার মানুষ। উল্লেখ্য ১৯৯২ সালে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পশ্চিমবঙ্গ চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই বৃত্তি পরীক্ষা চালু করে। করোনার জন্য দু"বছর বন্ধ থাকায় ৩০ তম বছর ২০২৪–এ রাজ্যের ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৩২৮ জন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তারমধ্যে পাথরপ্রতিমা ব্লকের দক্ষিণ

শিবগঞ্জ রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠ এফ পি স্কুলের ছাত্র অর্ঘ্যদীপ আদক ৪০০ নম্বরের মধ্যে ৩৯৭ পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। অন্যদিকে প্রথম স্থান অধিকারে রয়েছে আরো দুজন তাদের নম্বরও একি। রিদ্ধিমান দে, কোচবিহার ও স্বপ্নদ্বীপ মণ্ডল, পূর্ব মেদিনীপুর। তবে সুন্দরবনের এক গ্রাম্য এলাকার ছেলে অর্ঘ্যদীপের সাফল্যে খুশি এলাকার মানুষ, শুক্রবার সকাল হতেই মার্কশিট পৌঁছে যায় বাড়িতে। এই সম্মানে সম্মানিত হবার পর ছেলেকে কাছে পেয়ে মিষ্টি খাইয়ে, তাকে আদর আশীর্বাদ করে বাড়ির বিভিন্ন লোকজন। খবর পেয়ে এলাকার মানুষজন মিষ্টি ফুল নিয়ে দেখা করতে আসে অর্ঘ্যদীপের সঙ্গে।

সুন্দরবনে পাখি উৎসবে ৩১,৯২৬ টি পরিযায়ী পাখির

সুভাষ চন্দ্র দাশ, সুন্দরবন : সুন্দরবনে গত ২২ জানুয়ারি শুরু হয়েছিল তৃতীয় বর্ষের পাখি উৎসব। শেষ হয় ২৬ জানুয়ারি। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিজেদের দ্বিতীয় বাসভূমিতে পরিণত করেছে পরিযায়ী পাখিরা। কানাডা, থাইল্যান্ড, রাশিয়া, ইউরোপ,সাইবেরিয়ার হাঁড়হীম করা ঠান্ডা থেকে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে মনোরম পরিবেশে দিন কাটাতে সুন্দরবনের দ্বীপগুলি আদর্শ জায়গা হয়ে উঠেছে পরিযায়ী পাখিদের। বিশ্বের বৃহত্তম ব–দ্বীপ ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবনে ক্রমশ বাড়ছে পরিযায়ী পাখিদের সংখ্যা। প্রথমবর্ষে পাখি উৎসবের সমীক্ষা বিশ্লেষণ করে বনদপ্তর জানিয়েছিলন, সুন্দরবনে ১৪৫ প্রজাতির পাখির দেখা মিলেছে। ৫০০০–এর বেশি পাখির দর্শণ পেয়েছিলেন উৎসবে যোগদানকারী পাখিপ্রেমীরা। প্রথমবার ৩ দিন ধরে এই উৎসব চলেছিল। দ্বিতীয়বার সেই উৎসব ৪ দিন চলেছে। চলতি বছরে তৃতীয়বর্ষের এই উৎসব ৫ দিন হয়। প্রথম বছর ৬টি দলে ৩৪ জন পাখিপ্রেমী উৎসবে যোগদান করেছিলেন, দ্বিতীয় বছর ৮টি দলকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় বছর অর্থাৎ ২০২৫ এ ৬টি দলের মোট ২৪ জনকে অনুমতি দেওয়া হয়ছিল। বনদপ্তরের গত বছর ৮৭৭৬টি পাখির দেখা মিলেছিল। এবার সংখ্যা বেড়ে প্রায় ৪ গুণ হয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী চলতি শীতের মরশুমে ৩১৯২৬টি পাখি সুন্দরবনে এসেছে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের সমীক্ষার রিপোর্টে এমন তথ্যই উঠে এসেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ১২টি বিরল প্রজাতির পাখি দেখা গিয়েছে। যেমন, ইউরেশিয়ান কার্লিউ, লেসার স্যান্ড প্লুভার, কমন রেড শ্যাঙ্ক, সাত ধরনের মাছরাঙা, ব্রাউন ও ব্ল্যাক হেডেড গাল ইত্যাদি। এছাড়াও প্যাসিফিক গোল্ডেন প্লুভার, গ্রেট নট, ব্লু উইঙ্গড পিটা সহ নানা ধরনের পাখির কলরবে মুখর সুন্দরবনের বনজঙ্গল। এবার সবমিলিয়ে ১৫৪ প্রজাতির পাখির দেখা মিলেছে সুন্দরবনের জঙ্গলের কোর এলাকা থেকে বাফার জোনে বেশি দেখা গিয়েছে তাদের। টাইগার রিজার্ভ সূত্রে খবর, সুন্দরবনের ন্যাশান্যাল পার্ক ওয়েষ্ট এ ৮১ প্রজাতি, কলস দ্বীপে ৯৫, ন্যাশান্যাল পার্ক ইষ্ট এ ৭০, সজনেখালি ৬৪, মাতলা ১০৮, বসিরহাট ৭৩ প্রজাতির পাখির দেখা মিলেছে। ছটি রেঞ্জ এলাকায় ৩ দিন ধরে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। তার মধ্যে মাতলা রেঞ্জে সবথেকে বেশি অর্থাৎ ১০৮ প্রজাতির পাখি দেখেছেন উৎসবে সামিল হওয়া পক্ষীপ্রেমীরা।

অন্যদিকে, গতবারের তুলনায় এবার ২৩১৫০টি অতিরিক্ত পাখি সুন্দরবনে আসায় উচ্ছ্বসিত সরকারি আধিকারিকরা। সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বলেন, 'যেসব দ্বীপে পাখি বেশি দেখা গিয়েছে, সেখানকার পরিবেশ তাদের পক্ষে অনুকূল। আশপাশে বসতি নেই। ফলে তাদের বিরক্ত করার মতো কিছু নেই।' পাখি বিশেষজ্ঞদের মতে, 'সুন্দরবনের দ্বীপে পাখিদের জন্য পর্যাপ্ত খাবার রয়েছে। তাই শীতের সময় তারা অনায়াসেই সুন্দরবনে ভীড় জমায়।যার ফলে ক্রমশ বাড়ছে পাখির সংখ্যা।'

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, ৮ ফেব্রুয়ারি – ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

ফোর্ট উইলিয়াম – প্রশ্ন রয়ে গেল

ব্রিটিশ ভারতে ফোর্ট উইলিয়াম ছিল অন্যতম সামরিক ঘাঁটি। একসময় সিরাজদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করলে বর্তমান জিপিও পোষ্ট অফিসের কাছে এই ব্রিটিশ কেল্লা বিধ্বস্ত হয়। পরবর্তী সময়ে গঙ্গার পাড় ঘেঁসে গড়ে ওঠা ফোর্ট উইলিয়াম ভারতের পূর্বাঞ্চলে ব্রিটিশের অন্যতম শক্তি কেন্দ্র হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পূর্বাঞ্চলের অন্যতম এই সেনা ঘাঁটি আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত অভিযানকে ব্যর্থ করতে চূড়ান্ত ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময় এই দূর্গকে প্রধান সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে ভারতীয় সেনা। সেই সূত্রেই প্রায় নীরবে ফোর্ট উইলিয়ামের নামকরণ হয়ে যায় 'বিজয় দূর্গ'। কয়েকদিন আগেই ভারত সরকারের তরফে গণমাধ্যমে খবরটি প্রকাশিত হয়। মুক্তি যুদ্ধের অন্যতম সেনা নায়ক শ্যাম ম্যানেকশার নামানুসারে একটি গেটের নামকরণ করা হয়েছে, আর একটি গেট নির্মান হয়েছে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের নামে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বহুদিন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ফোর্ট উইলিয়ামের নাম নেতাজি সুভাষ দূর্গ কিংবা আজাদ হিন্দ দূর্গ হিসাবে চিহ্নিত করণের দাবি করে আসছে। দাবি ছিল দিল্লীর লালকেল্লা আজাদহিন্দ কিংবা নেতাজির নামে করার জন্য। কেন্দ্রের প্রতিটি সরকারই এই দাবি ধারাবাহিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। বর্তমান সরকারের কাছেও নেতাজি অনুরাগীদের এমনই আর্জি ছিল। মানে বর্তমান সরকারের নিকট একই আর্জি জানিয়েছিল নানা ব্যক্তি ও সংগঠন। দুর্ভাগ্যের বিষয় সারা দেশ জুড়েই যখন নানা ক্ষেত্রে নাম পরিবর্তনের রেওয়াজ চালু হয়েছে তখন নেতাজি ও আজাদ হিন্দকে এমন উপেক্ষা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। এর আগে কলকাতা পোর্টট্রাস্টের অর্ন্তগত নেতাজি সুভাষ ডকের একাংশের নাম পরিবর্তন করে শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে করা ঘিরেও প্রবল সমালোচনা হয়েছিল। রাজনৈতিক দলীয় আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েই কী নেতাজির পরিবর্তে শিবাজির নামকরণের এই প্রবণতা, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে সমাজ মাধ্যমে। স্থানীয় মানুষের আবেগকে মর্যাদা প্রদান গণতান্ত্রিক আদর্শেরই অংশ। একদা কলকাতা বিমান বন্দরের নাম নেতাজির জন্ম শতবর্ষে নেতাজির নামে করা হয়েছিল। আন্দামানের রস দ্বীপটির নাম নেতাজির নামে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন। কিন্তু খোদ কলকাতার বুকে সুভাষচন্দ্র রীতিমতো রাইফেল কাঁধে সামরিক ট্রেনিং নিয়েছিলেন। সেই সূত্রে ফোর্ট উইলিয়ামের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র যেমন তরুণ বয়সে যুক্ত ছিলেন তেমনই দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া থেকে পূর্বাঞ্চলে আজাদ হিন্দের বিপুল অভিঘাত ফোর্ট উইলিয়াম–লালকেল্লা ছাপিয়ে ব্রিটিশকে দেশত্যাগে বাধ্য করেছিল।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

উভয়াবস্থাতে একরূপ থাকার অক্ষমতাকে সঙ্কল্পাত্মক মন বলে। মন চিৎস্বরূপে সঙ্কল্প প্রভাবে প্রকাশমান হয়। চিৎ স্বরূপে প্রকাশমান, চিৎ ব্যতীত অন্য কিছু জানিনা, আমিই কর্তা এমন নিশ্চয় কে মন বলে। এই হল মনের স্বরূপ। অগ্নি এবং দাহিকাশক্তি যেমন ভিন্ন নয়, তেমনই জীব, মন ও কর্মও ভিন্ন নয়। চিত্তরূপী মন ফলোৎপাদক কর্ম দ্বারা নিজের সঙ্কল্পময় শরীরকে বিস্তৃত করে। চিৎশক্তি যখন নিজের চিৎস্বরূপতা ত্যাগ ক'রে চেত্যের অর্থাৎ বাহ্য–উপলব্ধির আকার গ্রহণ করে অর্থাৎ নিজেকে বাহ্যরূপে কল্পনা করে, তখন চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, সংসার, কল্পনা, কর্ম, অবিদ্যা, স্মৃতি, ইন্দ্রিয়, মায়া, প্রকৃতি ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার উপযুক্ত হয়। বিশুদ্ধ চিতিশক্তি যখন অনাত্ম বিষয়ে আগ্রহবশতঃ অবিদ্যা গ্রহণ ক'রে উন্মেষিত হতে চায়, এবং আমি এই রকম এমন ভাব পোষণ ক'রে নানা আকৃতি গ্রহণ করেন, চিতিশক্তির সেই পর্যায়কে বলে মন। ঐ বিকল্প গ্রহণের পর সেই চিতিশক্তি যখন জগৎবোধের স্থিরতায় উপস্থিত হন, তখন তাঁর নাম হয় বুদ্ধি। বিচার–বিশ্লেষণ–গবেষণ–সিদ্ধান্তগ্রহণাদি বুদ্ধিরূপ চিতিশক্তির কার্য্য। সম্বিৎ বা বুদ্ধি যখন মিথ্যা বিষয়ে আত্মাভিমানী হয়ে তাতেই নিজের অবস্থান কল্পনা করেন, তখন চিতিশক্তির নাম হয় অহঙ্কার। অহঙ্কাররূপে চিতিশক্তি যাবতীয় অনর্থের বীজস্বরূপ ভববন্ধন নামে নামিত হন। তিনিই আবার এক বিষয় হতে অন্য বিষয়ে গমনামগমন করেন, তখন তাঁর নাম হয় চিত্ত। সম্বিৎরূপী চিতিশক্তি জীবকে চঞ্চল ক'রে ইন্দ্রিয়াদিকে নানাস্থানে পরিচালন করার জন্য ব্যস্ত হয়, তখন তাঁর নাম হয় কর্ম। চিৎ যখন নিজের অসীমত্ব ভুলে নিজেকে পরিচ্ছিন্ন করে, তখন তিনি কল্পনা উপাধিতে নামিত হন। পূর্বের অনুভূত বিষয় নির্ণয় করতে চেষ্টান্বিত হলে, তিনি স্মৃতি নামে কথিত হন। পূর্বে অনুভূত পদার্থ এবং পদার্থের শক্তিতে সূক্ষ্মাবস্থায় নিশ্চেষ্ট হয়ে অবস্থান যখন, তখন চিতিশক্তি বাসনা উপাধিতে পরিচিত হন। অবিদ্যা–কালিমায় কলঙ্কিত ও সৃষ্ট বিকল্প সম্বিত তিন কালেই অসত্য এবং একমাত্র নির্মল অনন্ত আত্মতত্ত্ব বিদ্যমান, চিতিশক্তি যখন এমন বোধসম্পন্ন সম্বিৎ রূপে প্রকাশিত হন, তখন তিনি বিদ্যা নামে উল্লেখিত হন। পরমপদ বিস্মরণপূর্বক তাঁর যে অবস্থান, তা বিস্মৃতি পদবাচ্য।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

আশা নিরাশায় বঙ্গের শিল্পকল্পদ্রুম

শক্তি ধর

শেষ হল আর একটা বিজিবিএস। রঙিন আলোকসজ্জিত শহরে দেশী বিদেশি শিল্পপতিদের উপস্থিতিতে বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ কোটি টাকার। সাক্ষরিত হয়েছে ২১২টি মউ। ফলে অষ্টম বিজিবিএস আশাব্যাঞ্জক বলেই দাবি উদ্যোক্তাদের। বিরোধীরা যাই বলুক না কেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে জানিয়েছেন, গত ৭টি বিজিবিএসে আসা ১৯ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাবের ১৩ লক্ষ কোটি টাকার কাজ ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে, ৬লক্ষ কোটির কাজ শেষ হবার মুখে। তিনি এও উপলব্ধি করেছেন যে, যত শিল্প আসবে তত চাকরি হবে, কর্মসংস্থান ছাড়া প্রজন্ম বাঁচবে না।

এত আশার মধ্যে তবু নিরাশা জাগায় বেশ কয়েকটি প্রশ্ন। ১৩ হাজার লক্ষ কোটির বিনিয়োগ যদি শেষ হয়ে গিয়েই থাকে, তাহলে বাংলার কর্মসংস্থান চিত্রে তার প্রতিফলন নেই কেন? কেন বাংলার যৌবন আজও চলে যাচ্ছে বাইরে? কেন সিন্ডিকেটের নামে একে অপরকে হত্যা করছে বাঙালি? কেন এখনও দেশের শিল্পক্ষেত্রে বাংলার অবদান মাত্র সাড়ে ৩ শতাংশ?

আসলে বাংলার শিল্পে এইসব প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে রয়েছে প্রকৃত বিনিয়োগ ক্ষেত্রের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক অবস্থার মধ্যে।

দুঃখের হলেও সত্যি যে জেলায় বিনিয়োগ প্রস্তাব বাস্তবায়িত হওয়ার কথা সেখানকার প্রশাসন ও নেতাদের প্রতি মানুষের আস্থা কতটা এবং সেখানকার দাদাগিরি কতটা মদতপুষ্ট তার উপরই নির্ভর করছে বিজিবিএসের সাফল্য। তাই তো মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করা সত্বেও সাধারণ মানুষের আপত্তিতে নির্ধারিত দিনে দেউচা পাচামিতে কাজ শুরু করতে পারলো না প্রশাসন। এমনকী শুধু জমি লিজ জটিলতায় উত্তর ২৪পরগনার অশোকনগরে এতদিন ধরে তেল খননের কাজ শুরু করতে পারেনি ওএনজিসি। তবে এবার মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বোধহয় কাটতে চলেছে কালো মেঘ।

তৃণমূল স্তরের এই নেতিবাচক বাস্তবতার জন্যই ব্যর্থ হয়েছিলেন জ্যোতিবাবু, বুদ্ধবাবুরা। বেশ কয়েকবার লগ্নি আনতে বিদেশে দৌড়দৌড়ি করলেও কিছুই করতে পারেন নি জ্যোতি বসু। তীরে এসে তরি ডুবিয়েছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। যতই আলোচনা হোক, বিনিয়োগ প্রস্তাব আসুক বা মউ সাক্ষর হোক বৃহৎ শিল্প স্থাপনে প্রয়োজন সঠিক নীতি ও আন্তরিকতা। শিল্পের জন্য প্রথম চাই জমি। বামেরা সেই জমি বর্গা অপারেশন করে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। আর তৃণমূল সেই টুকরো গুলোকে মালিকের স্বেচ্ছাধীন করে দিয়েছে। এই কারণে রাষ্ট্রের জন্য জমি অধিগ্রহণের যে সুবিধা বিধান রায়ের ছিল তা হারিয়েছেন জ্যোতি, বুদ্ধদেব, মমতা। ফলে বিদ্যুৎ ও যোগাযোগের ব্যাপক উন্নতি হলেও সংকুচিত হয়ে পড়েছে বাংলার শিল্পায়ন। শিল্পের চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল দক্ষ কর্মী যার অভাব বাংলায় প্রকট।

তৃতীয় বার ক্ষমতায় এসে মমতা ব্যানার্জির পাখির চোখ ছিল শিল্পায়ন। তিনি জানেন প্রায় ৪ বছর কেটে গেলেও শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই হয়নি। এ কাঁটা তাঁকে পেরোতে হবে আগামী নির্বাচনে। তাই তিনি মরিয়া। কিন্তু বাংলার শিল্পায়ন নিছক একটা ভোটের ইস্যু নয়। এ ক্ষত গত ৬০ বছরের। চোখ ধাঁধানো ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট দিয়ে তাতে মলম লাগানো সম্ভব নয়। মাঠে নামতে হবে, কাজ করতে হবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

ডায়মন্ড মডেলে ডায়মন্ড কতটা

পাঠক মিত্র

ডায়মন্ড মডেল কথাটা বাংলার মানুষের কাছে বিশেষত রাজনৈতিক মহলে একটি চর্চার বিষয়। সেই চর্চা পক্ষে বা বিপক্ষে দুটোই। পক্ষের কথা মানেই অবশ্যই তা তৃণমূলের মানুষজনের। কারণ এমন মডেল তৃণমূলের যুবরাজ সর্বভারতীয় সম্পাদক সাংসদের মস্তিষ্ক প্রসূত প্রকল্প যা তাঁর কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবার জুড়ে কাজ করে। এমন প্রকল্প তাঁর দলের বাংলার সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও প্রকল্প নয়। তিনি বারে বারে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের মানুষদের কাছে মুশকিল আশান হয়ে দেখা দিয়েছে। করোনাকালে কিছুদিন কল্পতরু নামে এক প্রকল্প চালু করেছিলেন যে প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁর কেন্দ্রের মানুষদের কাছে একবেলা খাবার পৌঁছে দিয়েছেন। আবার সরকারিভাবে যাঁরা বার্ধক্যভাতা কোনও কারণে পায়নি, ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁদের দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। যদিও তা সরকারিভাবে নয়। এখন তাঁর কেন্দ্রে সেবাশ্রয় বলে এক প্রকল্প চালু করেছেন। জানুয়ারির শুরু থেকে চালু এই প্রকল্পে সাধারণ মানুষের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন এবং তাঁর কেন্দ্রজুড়ে আগামী দু–একমাস ধরে এই প্রকল্প কেবল তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগেই চলবে।

রাজ্যজুড়ে যখন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগ দুর্নীতির ছায়ায় ঢেকে আছে তখন তাঁর এই প্রকল্পগুলি কি সত্যি স্বচ্ছ দিশা দেখায়? এ প্রশ্ন থাকলেও তাঁর প্রতিটি প্রকল্প অত্যন্ত প্রশংসা কুড়িয়েছে। বাংলার মিডিয়ায় তাঁর প্রকল্প ডায়মন্ড মডেল হিসেবে প্রচার পেয়েছে। অন্য জনপ্রতিনিধির কাছে তাঁর মডেলের প্রেরণায় কাজ করার এক বার্তা থাকে বা দিতে পারে কিনা তার ব্যাখ্যা দলের মধ্যে বা বাইরে কিংবা সমস্ত রাজনৈতিক মহলের হতে পারে। কিন্তু ডায়মন্ড–মডেল সত্যি কি কোনও ব্যতিক্রমী কাজ যা রাজনৈতিক বাতাবরণের বাইরে মানবিকতার কাজ বলা যেতে পারে। আর এই কাজের জন্য যে কর্মযজ্ঞ চলে বা চলছে তা তাঁর জন্য রাজসূয় যজ্ঞ ছাড়া আর কিছু নয় বলেই বলা যায়। আবার তাঁর মডেল তাঁরই দলের সরকারের সমান্তরাল আর এক মডেল বলে অনেকেই বলছেন যেখানে সরকারের ব্যর্থতাকে তুলে ধরার মডেল বলে কটাক্ষ ছাড়া আর কিছু নয়। তবে তৃণমূল সরকারের ব্যর্থতা দেখানোর জন্য তিনি এমন মডেল চালু করছেন তা নয়। তিনি তৃণমূল সরকারের প্রকল্পকে ব্যক্তিগতভাবে রূপ দিতে চাইছেন। এটা অবশ্য তাঁর দলের সুপ্রিমোর অনুপ্রেরণার ফসল। তাঁর সুপ্রিমো কিছু কেন্দ্রীয় প্রকল্প নিজের মতো করে মানুষের কাছে এমনভাবে হাজির করেন যেন প্রকল্পটির কৃতিত্ব তাঁর ও তাঁর সরকারের। এই শিক্ষার প্রতিফলনই ডায়মন্ড–মডেল।

সরকারি উদ্যোগে বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পের সমান্তরালভাবে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ নিজের উদ্যোগে বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করেন বা প্রদান করেন কী করে? তাঁর নিজস্ব কোনও তহবিল থেকে তা দিতে পারেন? এ বিষয় পরিষ্কার কিছু আছে কি? এ সম্পর্কিত কোনও মন্তব্য তাঁর সুপ্রিমো করেননি। আর সেই ফান্ডের আইনগত কোনও বিষয় আছে কিনা তাও কেউ জানেন না। তিনি এই দান বা অনুদান ব্যক্তিগতভাবে দিতে পারেন, কিন্তু সংসদীয় পদাধিকারভাবে দিতে গেলে তাঁকে সরকারি স্বচ্ছতার কথা ভাবতে হবে। কিন্তু তার বালাই তাঁর নেই। তিনি কোন ক্লাবের হয়ে ক্লাবের পদাধিকার হয়ে কোন প্রকল্প কিন্তু ঘোষণা করছেন না। আবার করোনাকালে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মতোই তিনি মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে দিয়েছেন। এতে সাংসদ হিসেবে তিনি আলাদা কী করলেন? অথচ তিনি এই প্রকল্পের নাম দিয়েছেন কল্পতরু। অথচ তাঁর দলের সরকারের প্রকল্পের মা কিচেন রয়েছে। এই মা কিচেন প্রকল্পটির তাঁর রূপদানে কল্পতরু। অনেকেই দুটি প্রকল্পের সামান্য পার্থক্য নিয়ে তর্ক জুড়তে পারেন। তর্ক যাই থাক তাঁর সাংসদ পদ, দলীয় পদের ব্যবহারে প্রকল্পগুলির প্রচার তৃণমূলের মৌলিক নেতা হিসেবে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

চলমান সেবাশ্রয় প্রকল্প সেই মৌলিক পরিচয়ের বার্তা তৈরি করার আর এক প্রকল্প। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সরকারের অবৈতনিক প্রকল্প মানুষের কাছে পুরোপুরি পৌঁছতে পারেনি বলেই বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনের তরফ থেকে স্বাস্থ্যশিবিরের আয়োজন করতে হয়। সেরকমই সেবাশ্রয় হল আয়োজন। তাঁর এই উদ্যোগ তাই নতুন কিছুই নয়। নতুন অবশ্যই কিছু আছে। তা হল তাঁর পদের ব্যবহার। সেই ব্যবহারেই ১৫০০ ডাক্তার সেবাশ্রয় প্রকল্পে সেবা দিচ্ছেন। লাখাধিক মানুষ সেবার আশ্রয় নিচ্ছেন। তাঁর মত পদের ব্যবহার না থাকলে এ সম্ভব নয়। তাঁর দলের সব নেতা ও জনপ্রতিনিধির পক্ষে তাঁদের পদের এমন ব্যবহার সম্ভব কি? এ প্রশ্নের উত্তর সকলেই জানেন। কিন্তু সকলেই সেই আলোচনার পথ এড়িয়ে যাচ্ছেন। আসলে তাঁর নেতৃত্বের বলিষ্ঠরূপকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলা হচ্ছে। তাই ডায়মন্ড মডেল নিয়ে তৃণমূল দলের সুপ্রিমোর প্রশংসার মৌনতা সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেয়।

তাঁর পদের ব্যবহারেই দেড় হাজারের বেশি রোগী সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। সেবাশ্রয় থেকে এত রোগীর সরকারি হাসপাতালে আশ্রয় কি পদের ব্যবহার ছাড়া হয়? সেবাশ্রয় থেকে রেফার করে হাসপাতালের ভর্তি করা সহজ হলে সাধারণ রোগীর জন্য তার ইঙ্গিত কোন দিকে নিয়ে যায়? হাসপাতালে হাসপাতালে যে রেফারেল ব্যবস্থা চালু করার কথা হয়েছে, সেবাশ্রয় কি সেই ব্যবস্থার সমগোত্রীয় নাকি তার ঊর্দ্ধে?

ডায়মন্ড মডেল এমনতর প্রশ্নের সম্মুখীন হয়নি। সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করে না। চলমান ক্ষমতার রাজনৈতিক পরিবেশ প্রশ্ন করার চেতনাকেই হারিয়ে দিতে চায়। তাই ডায়মন্ড মডেল–যে কোনও নতুন মডেল নয় তার বিজ্ঞাপনের আলোয় সব বিচার হারিয়ে যায়। আসলে এই মডেলে তাঁকে মৌলিক নেতা থেকে সার্বজনীন নেতার পরিচয় হিসেবে তুলে ধরার এক অদম্য প্রয়াসে এই ডায়মন্ড মডেলের বিজ্ঞাপিত প্রচার। এই মডেলের জোরেই কি তাঁর রেকর্ড ভোটে জয় আসে? সে জয় তো তাহলে আর এক ডায়মন্ড মডেল? এ প্রশ্নে এই মডেলের পরিচয় ডায়মন্ডহার কেন্দ্র জুড়ে কান পাতলে শোনা যায়। এ ক্ষেত্রে তৃণমূল দল, প্রশাসন ও পারিপার্শ্বিক চাটুকারগণ বধির হলেও তাঁরা শুধু মডেলটা দেখতে পায় বা দেখাতে চায়।

পাঠকের কলমে

চাই আরও নাগরিক সচেতনতা

সকালবেলাতেই পাড়ায় পাড়ায় বাঁশি বেজে ওঠে। ময়লা সংগ্রহের গাড়ি নিয়ে নাগরিকের দরজায় হাজির পৌরসভার সাফাই কর্মী। গৃহস্থ তাদের রোজকারের জঞ্জাল ঢেলে দেন গাড়িতে। পাড়ায় সকলের ময়লা সংগ্রহ করে সাফাই কর্মী সেই ময়লা নিয়ে ফেলেন জঞ্জাল ফেলার জায়গায়। শহরকে জঞ্জাল মুক্ত করবার ক্ষেত্রে পৌরসভার এটি একটি দৃঢ় পদক্ষেপ।

রাস্তাঘাট পরিস্কার রাখার জন্যও সাফাই কর্মী আছেন। রাস্তা ঝাঁট দিয়ে পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব তাদের। এর সঙ্গে একশো দিনের কাজের কর্মীরাও এখন যুক্ত রয়েছেন। নির্দিষ্ট দিনের ব্যবধানে তারা এক একটি দিনের জঞ্জাল মুক্ত করার কাজে হাজির হয়ে যান। দল বেধেঁ চলে ঝাঁট। রাস্তার জড়ো করা ময়লা গাড়িতে তুলে ভ্যাটে নিয়ে যাওয়া– এই হল কাজ।

এই পদক্ষেপের ফলে রাস্তাঘাট জঞ্জালমুক্ত থাকবারই কথা। নাগরিকবৃন্দ স্বাভাবিকভাবেই হেঁটে যেতে পারেন ঝকঝকে রাস্তা দিয়ে। আশেপাশে কোন ময়লা পড়ে থাকার কথা নয়। কিন্তু কল্পনার দৃশ্যের সঙ্গে পথচলতি নাগরিকের চোখের দৃশ্যের সামঞ্জস্য থাকে না। যত্রতত্র ময়লা পড়ে থাকার দৃশ্যই প্রতিফলিত হয় নাগরিকের চোখে।

এমন তো হবার কথা নয়। সাফাই কর্মীর কাজের গাফিলতি তো এখানে নেই। তিনি তো নির্দিষ্ট দিনেই নাগরিকের দরজায় আসছেন। রাস্তাতেও ঝাঁট পড়ছে। তাহলে এসব ময়লা আসছে কোথা থেকে?

অনেক নাগরিকই আছেন ঘর থেকে বেরোনোর সময় একটি প্লাস্টিকের প্যাকেট হাতে নিয়ে নেন। পথ চলতে চলতে হঠাৎই ছুঁড়ে দেন রাস্তার কোনও ফাঁকা জায়গা দেখে। অনেকে পূজার ফুল প্যাকেটে ভরে জলাশয়ে, খালে টুপ করে ফেলে দেন। এসব ময়লা ভর্তি প্যাকেট কুকুরের দল খুলে ফেলে। মুখে করে নিয়ে আসে নানা ময়লা সামগ্রী। সেগুলো রাস্তাতে এসে পড়ে। মানুষের পায়ে পায়ে এদিক ওদিন ছড়িয়ে পড়ে।

এই ময়লা ফেলার প্রক্রিয়া বন্ধ হওয়া দরকার। কোন আইন করে এই ময়লা ফেলা বন্ধ করা যায় না। টালিনালার উভয় পারে উঁচু করে লোহার জাল লাগানো হয়েছে যাতে মালা কেউ খালে না ফেলে। অথচ দেখা যাচ্ছে জালের পাশ দিয়ে অজস্র ময়লার প্যাকেট পড়ে আছে।

হাতে করে প্যাকেট ময়লা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলার প্রবণতা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। এর জন্যে চাই সচেতনতা। প্যাকেট ফেললে রাস্তাঘাট নোংরা হবে, পরিবেশ দূষিত হবে, সেই দূষণে মানুষের শরীর খারাপ হবে – এই বোধের জাগরণ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

পাড়ায় পাড়ায় ময়লা ফেলার ছোট ছোট বাক্স রাখা যেতে পারে। তবে সেই বাক্স নিয়মিতভাবে পরিস্কারের দায়িত্ব পৌরসভাকে নিতে হবে। নাগরিককে যত্রতত্র ময়লা ফেলা চলবে না। গাড়িতে ফেলার পর ময়লা এই পাড়ায় রাখা পাত্রে দেখতে হবে।

নাগরিক যদি সচেতন হন, তবেই তো জঞ্জাল মুক্ত হবে রাস্তাঘাট, পরিবেশ। সকলের সহযোগিতা অবশ্যই প্রয়োজন। নিজেকে দৃঢ় হতে হবে। শুদ্ধ সচেতনতা শুদ্ধ সমাজ তৈরিতে বিশেষ সহায়ক হবে। প্রতিটি নাগরিক সচেতন হন সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার স্বার্থে।

বিধান সাহা
টালিগঞ্জ

দেশ দেশান্তরে

মেক ইন ইন্ডিয়ার বাজার দখলে মরিয়া মস্কো

সুবীর পাল

মুম্বাই ও দিল্লির সঙ্গে মস্কোর বাণিজ্যিক লেনদেনের উষ্ণতা যতটা জমাটবদ্ধ, ঠিক ততটাই পুঁজি নিবেশের শৈত্যতা অতি গভীরের, অন্তত কলকাতার সঙ্গে ক্রেমলিনের। এই আপ্তবাক্যটি কিন্তু এক আন্তর্জাতিক কূটনীতিকের। কোনওরকম জড়তা নয়। ঢাক ঢাক গুরগুরের তো প্রশ্ন একদমই নয়। কলকাতার বুকের উপর বসে একথা সরাসরি বললেন ম্যাক্সিম কোজলভ। তাও আবার নির্ভুল বাংলা ভাষায়। পদাধিকার বলে তিনি বর্তমানে কলকাতায় অবস্থিত রাশিয়ান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত। তিনি খানিকটা আক্ষেপের সুরেই জানান, পশ্চিমবঙ্গে কয়লা খনি আছে, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার মতো বৃহৎ শিল্প আছে, চা নিলামের বৃহৎ বাজার রয়েছে, শিল্প পরিকাঠামোর প্রাচুর্য আছে। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন এই রাজ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে আগ্রহী ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালের রাশিয়া এরাজ্যে পুঁজিনিবেশ নিয়ে একেবারে চুপচাপ। তিনি আরও বলেন, আমি বিশ্বাস করি রাশিয়ার কাছে ভারত বলতে স্রেফ দিল্লি বা মুম্বাই নয়। কলকাতার অস্তিত্বকেও আমাদের গুরুত্ব দিয়ে ভাববার সময় এসে গেছে। আশার কথা শুনিয়ে তিনি উল্লেখ, কলকাতাতেও বিশ্ববাংলা বাণিজ্যিক সম্মেলন আয়োজিত হয় সাফল্যের সঙ্গে প্রতি বছর। এই বছরও তার অন্যথা হয়নি। আমি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবো যাতে রাশিয়ার পুঁজিপতিদের একটা বিশেষ দল অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে আসে বিনিয়োগ করার লক্ষ্য নিয়ে।

সম্প্রতি এক আলোচনা সভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রুশ রাষ্ট্রদূত ম্যাক্সিম কোজলভ উল্লেখ করেন, ইন্দো–রুশ বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্রেফ আচমকা স্থাপন হয়নি। ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়কাল থেকে তদানীন্তন সোভিয়েত আমাদের দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক মৈত্রী স্থাপন করেছিল। সেই ধারাবাহিকতা আজ আরও মজবুত হয়েছে অধুনা রাশিয়ার সঙ্গে। ১৯৭০ সাল থেকে এই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্কের বুনিয়াদ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। মস্কোর প্রশাসক ও দিল্লির শাসক উভয়েই এই বাণিজ্যিক সম্পর্ককে এক অবিচ্ছেদ্য অকৃত্রিম পারস্পরিক বন্ধুত্বতে পরিণত করে এসেছেন বরাবর। এতকাল পরেও তা একবারের জন্য চিড় ধরেনি দ্বিস্তরীয় কূটনৈতিক তরফে, বলে তিনি জানান। কলকাতায় অবস্থিত রুশ দূতাবাসের দায়িত্ব প্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ম্যাক্সিম কোজলভ আলোচনায় অংশ নিয়ে আরও বলেন, দুই দেশের মধ্যে বর্তমানে প্রতি বছর ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাণিজ্যিক লেনদেন হয়। আমরা ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মুগ্ধ। তিনি রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক ক্ষেত্র প্রসারে ভীষণ রকমের তৎপর। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তো রুশ প্রেসিডেন্টের বিশেষ বন্ধু। এই দুই রাষ্ট্রনেতা এক যোগে দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষায় একে অপরের অভিন্ন পরিপূরক হয়ে উঠেছে। এর ফলে বিশ্বের নিরিখে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে এক উন্মুক্ত বাজার সৃষ্টি হয়েছে।

ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ ইউরোপের বিভিন্ন শক্তিশালী দেশ রাশিয়ার উপর একাধিক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করেছে। ফলে আন্তর্জাতিক স্তরে বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডারের ভারসাম্য রক্ষা করতে হিমশিম খাচ্ছে ভ্লাদিমির পুতিন প্রশাসন। প্রোটোকল মেনে একথা মুখে না স্বীকার করলেও রুশ রাষ্ট্রদূত একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বুঝিয়ে দেন যে, বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে মস্কো এখন আর ইউরোপীয় বাজার নিয়ে ততটা উৎসাহী নয়, যতটা দক্ষিণ এশিয়ার ভারতীয় উদার বাজারের সম্পর্কে আগ্রহী। তিনি আরও মন্তব্য করেন, জ্বালানির গ্যাস ও তেল তো এখন রাশিয়ার কাছে ভারত এক হেভিওয়েট খদ্দের। সমরাস্ত্রের অত্যাধুনিক সরঞ্জাম বিক্রিতেও ভারত এখন রাশিয়ার কাছে ভালো ক্রেতা। উল্টোদিকে ভারত চা, গম, ওষুধ, কম্পিউটারের সফটওয়্যার নাগারে রপ্তানি করে চলেছে ক্রেমলিনকে।

ম্যাক্সিম কোজলভ বক্তব্য রাখতে গিয়ে উল্লেখ করেন, ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ক্ষেত্রে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, প্রতিরক্ষা সহ বাণিজ্যের পুঁজিবাজারের মতো বিষয়গুলো রাশিয়ার অন্তরাত্মার সঙ্গে মিশে গেছে। আমরা গর্বিত যে ভারত এখন মেক ইন ইন্ডিয়া শুধু স্লোগান তুলি থেমে থাকেনি। যতদিন যাচ্ছে ভারতের স্বভিমানের প্রতীক হয়ে মেক ইন ইন্ডিয়া কনসেপ্টটা ততই যেন বাস্তবতার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

স্কুলে গুলিতে নিহত ১০

সুমন্ত ভৌমিক

গত মঙ্গলবার দুপুরে সুইডেনের মধ্যাঞ্চলে একটি শিক্ষাকেন্দ্রে বন্দুকধারীর গুলিতে ১০ জন নিহত হয়েছেন। রাজধানী স্টকহোমের ২০০ কিলোমিটার পশ্চিমে ওরেব্রো শহরে এ ঘটনা ঘটে। শিক্ষাকেন্দ্রটি সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য নয়। যারা সময় মতো প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করতে পারেননি, এমন বয়স্ক লোকজনই মূলত এই শিক্ষাকেন্দ্রে পড়াশোনা করেন। তবে ওই স্কুলের পাশে শিশুদের স্কুলও রয়েছে। প্রথমে পুলিশ এই ঘটনাকে হত্যাচেষ্টা, অগ্নিসংযোগ এবং অস্ত্র সংক্রান্ত গুরুতর অপরাধ বলে মন্তব্য করেছিল এবং নিরাপত্তার খাতিরে আশপাশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীদের বাইরে বের হতে নিষেধ করে। পুলিশ বলেছেন, স্কুল ক্যাম্পাসে গুলির ঘটনায় ১০ জনের মতো নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে বন্দুকধারীও রয়েছেন। তিনি একাই এ ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে এ গুলির ঘটনার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়নি। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে স্কুলগুলো খালি করা হয়। প্রধানমন্ত্রী উল্ফ ক্রিস্টারসন বলেন, দেশের জন্য এটি খুবই বেদনাদায়ক একটি দিন।

ভালোবাসা সপ্তাহের প্রাক্কালে ফুলের দোকানে গোলাপের বাহার

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : ফেব্রুয়ারি মাস ভালোবাসার মাস। শুরু হতে চলেছে ভালোবাসার সপ্তাহ। রোজ ডে, নিজের প্রিয় মানুষকে গোলাপ দেওয়ার দিন। তারপরে রয়েছে চকলেট ডে, টেডি ডে এবং একেবারে সপ্তাহের শেষে ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে। নিজের প্রিয় মানুষের প্রতি ভালোবাসা নিবেদনের দিন।

শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটের ফুলের বাজারে গোলাপের বাহার। বিভিন্ন ফুলের দোকানগুলিতে রয়েছে গোলাপ। এই প্রসঙ্গে তারা জানিয়েছেন গোলাপের দাম যথাক্রমে ১৫ থেকে ২০ টাকা পিস প্রতি। ভালোই বিক্রি হচ্ছে আশা রাখছেন রোজ ডে সেই উপলক্ষে গোলাপ ফুল ভালই বিক্রি হবে। পাশাপাশি তারা আরো জানিয়েছেন ব্যাঙ্গালোরের গোলাপও চলে আসবে, যে গোলাপ আরো দেখতে সুন্দর রংবেরঙের হয় সেই গোলাপ।

ব্যাঙ্গালোরের গোলাপের প্রতি মানুষের একটা আলাদা আকর্ষণ থাকে। দাম একটু বেশি ৩৫ থেকে ৪০ টাকা পিস প্রতি। প্রত্যেক বছর এই রোজডের সময় গোলাপের একটা আলাদা রকমের চাহিদা থাকে। সারা বছরই গোলাপের চাহিদা থাকলেও এই সময় যেন চাহিদা আরো বেড়ে যায়, বেড়ে যায় গোলাপ ফুলের বিক্রি। দোকানদাররা আশা রাখছেন প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরও ভালোই বিক্রি হবে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মধু এবার গুজরাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর : ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুরের সুস্বাদু মধু পাড়ি দিল গুজরাটে। বংশীহারী ব্লক এবং বুনিয়াদপুর পুর এলাকার বিভিন্ন স্থানের মাঠের সর্ষে খেতগুলিতে গেলেই চোখে পড়বে সারিবদ্ধ করে রাখা বাক্স। বংশীহারী এবং বুনিয়াদপুরের বাগদুয়ার, জামার, জোড়দিঘি, সিহল, ডিটলহাট, করখা সর্বত্র একই ছবি। সোমবার সকালে এলাহাবাদ পঞ্চায়েতের জামারের এক মাঠে গিয়ে দেখা গেল, ডিটলের এক তরুণ ইশাহাক আলি অপু তাঁর কর্মচারীদের নিয়ে বাক্স থেকে মধু সংগ্রহ করছেন। তিনি জানান, ‘সর্ষে গাছে ফুল আসার আগে মধু সংগ্রহ করার লক্ষ্যে বাক্স পাততে হয়। এই বাক্সে মৌমাছি থাকে। তাদের খাবার হিসাবে চিনি দিতে হয়। মৌমাছিরা বাক্স থেকে বেড়িয়ে সর্ষেফুল থেকে মধু নিয়ে বাক্সে জমা করে। আমরা প্রতি সপ্তাহে একবার বাক্স থেকে মধু সংগ্রহ করি। আমি গত বছর থেকে এই ব্যবসায় নেমেছি।’ মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার অনেক মধু ব্যবসায়ী আমাদের এলাকার বিভিন্ন মাঠে মধু সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাক্স পেতেছেন। এই বিপুল পরিমাণ মধু গুজরাটের এক ব্যবসায়ী আমাদের কাছ থেকে পাইকারি দরে কিনে নিয়ে যান। সারা বছর অন্য ব্যবসা করলেও এই শীতকালে মধু সংগহের ব্যবসা করে লাভের মুখ দেখছেন ব্যবসায়ীরা।

নিমপীঠে ৩ দিনের কৃষি মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: সুন্দরবন তথা সারা রাজ্যের মধ্যে কৃষিকাজে কৃষকদের পাশে থেকে সবরকমের সাহায্য করে আসছে নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম। তাদের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে কৃষি বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নিয়ে আজ বহু কৃষক প্রতিষ্ঠিত।

গত ২৬ জানুয়ারি কুলপির এক গৃহবধূ বর্ণালী ধাড়া ভারতের রাষ্ট্রপতির হাত থেকে সেরা কৃষকের সম্মান গ্রহণ করে এসেছেন। তিনি তাঁর এই কৃষি কাজের সমস্ত রকমের সহায়তা পেয়েছেন এই নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকেই। গ্রাম বাংলার কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিজ পণ্যকে সকলের সামনে তুলে আনতে এবং পরম্পরা ও প্রযুক্তির মেলবন্ধনের ভাবনাকে সামনে রেখে নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত ৬৫ তম বার্ষিক উৎসব, কৃষি প্রদর্শনী ও প্রযুক্তি সপ্তাহ পালন করা হল নিমপীঠ বিবেকানন্দ ময়দানে। শুক্রবার এই মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার ভবানীপুরের গদাধর আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মুক্তিকামানন্দজি মহারাজ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ

শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজি মহারাজ, নাবার্ডের চীফ জেনারেল ম্যানেজার পি কে ভরদ্বাজ, সি আই এফ ইর মুখ্য বিজ্ঞানী ও প্রধান ড: তাপস কুমার ঘোষাল, নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান তথা সিনিয়র বিজ্ঞানী ড: চন্দন কুমার মণ্ডল, বরিষ্ঠ ভূমি অধিকার উপদেষ্টা পিনাকি হালদার সহ আরো অনেকে। শনিনার উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড: দীপক রঞ্জন মণ্ডল, মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী সতভাপরীআনন্দজী মহারাজ, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ সহ আরো অনেকে। রবিবার মেলার শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী নিত্যাকামানন্দজী মহারাজ, কাকদ্বীপ কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের ড: দেবাশীষ দে সহ আরো অনেকে।এই মেলা উপলক্ষে তিনদিনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় মঞ্চে। মেলা নিয়ে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়র বিজ্ঞানী তথা প্রধান ড: চন্দন কুমার মণ্ডল বলেন, জৈব চাষের উপর কৃষকদের আরো বেশি করে কাজে লাগাতে, সচেতনতা বাড়ানোর মূল লক্ষে আমরা এবছর বেশি গুরুত্ব দিয়েছি।

বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাতৃ সংঘ জনকল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে এবং কলেজপাড়ার সফটেক কম্পিউটার সেন্টারের সহযোগিতায় শিলিগুড়ির আশ্রমে আনুমানিক ৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছে। এদিন যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে বিষয়টি তুলে ধরেন মাতৃ সংঘ জনকল্যাণ আশ্রমের সম্পাদক উদয় সেনগুপ্ত ও সফটেক কম্পিউটার সেন্টারের ডিরেক্টর গৌতম চক্রবর্তী। সম্পাদক জানান, ‘আগামীদিনে আরও বেশি সংখ্যক ছাত্র–ছাত্রীকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেবার চিন্তা ভাবনা রয়েছে।’ ডিরেক্টর বলেন, ‘সমাজের পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছাত্র–ছাত্রীদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে তারা ইচ্ছুক। শিলিগুড়িতেই হায়দ্রাবাদ এবং বেঙ্গালুর মত আধুনিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই সংস্থা থেকে পূর্বে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা প্রশিক্ষিত হয়ে তারা দেশের এবং বিদেশে কর্মসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে।’

শিলিগুড়ি কলেজের উদ্যোগে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : মৈত্রী কলেজ প্রাঙ্গণে শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির। এই শিবির সাফল্য করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় লায়েন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি। উক্ত কলেজের ৫৩ জন পড়ুয়া স্বেচ্ছা রক্তদান করে'ও ৮৫ জন পড়ুয়ার চোখ পরীক্ষা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টর রঞ্জন সরকার প্রমুখরা।

বাঙালি কতটা প্রস্তুত

প্রথম পাতার পর

অর্থাৎ শিল্প যদি সত্যি সত্যি এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠা হতে থাকে তাহলে তার যত দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন তার সংখ্যা কিন্তু বাংলায় অমিল। অথচ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বেদ মণি তিওয়ারি বলেন, ‘২০২৫ সালের মধ্যে ভারতকে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করতে হলে আমাদের দক্ষতা বৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত করতে হবে। বিশ্বব্যাপী কর্মশক্তির প্রতিটি চতুর্থকর্মী ভারতীয় হওয়ায় আমাদের যুব সমাজকে সঠিক দক্ষতায় সজ্জিত করা অপরিহার্য।’

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিজিবিএসে যে মূল সুর এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্থির করে দিয়েছেন তাও কিন্তু এই বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের সুরকেই তুলে ধরছে। এই সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী যে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বাঙালিকে বাঁচার পথ খুঁজে দিতে চান সেটাও কিন্তু দক্ষতা ছাড়া সম্ভব নয়। এমনিতেই কম বেতনে অভ্যস্থ বাঙালি বিনিয়োগ থেকে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছে। এর পরে যদি দক্ষতা অর্জন করতে না পারে তাহলে কিন্তু চাকরির শেষ সুযোগটাও বাঙালি হারাবে। সরকারি টাকায় সাহায্য নিয়ে একটি জাতি কখনই বাণিজ্যক্ষেত্রে শিরদাঁড়া উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। এটা একটা সাময়িক সুযোগ হতে পারে। আসলে বাঙালিকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে বিনিয়োগ, বাণিজ্য এবং দক্ষতার উপরে জোর দিতেই হবে। তা না হলে কেন্দ্রীয় বাজেটের কোনও সুফলই একটি মেধাবী জাতি পাবে না। শুধু পড়াশোনা শিখে ২–৩টি ছাপ জোগাড় করে চাকরির অপেক্ষায় বসে থাকার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন হাতে কলমে দক্ষতা প্রমাণের সময়। সেখানে টিঁকে থাকতে না পারলে বাঙালি অচিরেই একটি দুর্বল ও দরিদ্র জাতিতে পরিণত হবে।

শাসকের গোষ্ঠী কোন্দলে বিজয়নগর সমবায় সমিতি দখল বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা : গোসাবার বিভিন্ন পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলাপরিষদ এমনকী বিধানসভার আসন নিজেদের দখলে রেখেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। এমন পরিস্থিতির মধ্যে দলীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিজেপির কাছে পরাজিত হল রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস।শুধু পরাজিত নয়,সমবায় নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র জমা করতে পারেনি রাজ্যের শাসক দল। ফলে একেবারেই ওয়াক ওভার পেয়ে সমবায় সমিতি দখল করলো বিরোধী বিজেপি।

উল্লেখ্য, ২৯ জানুয়ারি গোসাবার বালি ২ পঞ্চায়েতের ‘বালি বিজয়নগর সমবায় কৃষি উন্নয়ণ সমিতি লিমিটেড’ এর বোর্ড গঠনের জন্য নির্বাচন হয়। বিরোধী বিজেপির ৯ জন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা করলেও শাসক দলের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে কোন প্রার্থী পদ দিতে পারেনি তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পায় বিজেপির ৯ জন প্রার্থী। ৭ ফেব্রুয়ারি ছিল সমিতির বোর্ড গঠন। বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে যাতে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য এআর অফিসার অরবিন্দু নাথ মণ্ডলের উপস্থিতিতে গদখালিতে নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন বিজেপির বিজয়ী প্রার্থী মান্যধর মিস্ত্রী, রণজিত হালদার, স্বপন কুমার দোলুই, সরযু মণ্ডল বেরা, পম্পা মান্না, চন্দ্রদেব সাঁতরা, তপন মালি, লক্ষণ দেওয়াসী, পরিতোষ মণ্ডল।

সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মান্যধর মিস্ত্র, সহ–সভাপতি রণজিত হালদার, সম্পাদক স্বপন কুমার দোলুই। উল্লেখ্য এই সমবায়ের জন্মলগ্ন থেকেই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় ছিল। পরবর্তী সময় তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় সিলেকশানে কমিটি গঠিত হয়েছিল। দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর পর নির্বাচন হওয়ায় তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে সমবায় সমিতির ক্ষমতা দখল করলো বিজেপি। অন্যদিকে, গোসাবা ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব সময়ায় নির্বাচন নিয়ে কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

পথ নিরাপত্তা নিয়ে র‍্যালি

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : পথ নিরাপত্তা নিয়ে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাইকেল র‍্যালি সম্প্রতি শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছায়। উল্লেখ্য কলকাতা ট্রাফিক হেডকোয়ার্টার এবং কলকাতা ফুটবল লাভার্সের পক্ষ থেকে এই র‍্যালি সংঘটিত হয় গত ২৯ জানুয়ারি। কলকাতা থেকে এই সাইকেল র‍্যালিতে প্রায় ২৫ জন ক্রীড়াবিদ অংশ নিয়েছিলেন। বুধবার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের সংলগ্ন মাঠে এসে পৌঁছালে তাদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার, ট্রাফিক অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার সহ অন্যান্য আধিকারিক।

বেহাল গ্রন্থাগারের হাল ফিরবে কি

প্রথম পাতার পর

এই সমস্ত সরকারি গ্রন্থাগারগুলির জায়গাগুলি দখল হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। এ ব্যাপারে গ্রন্থাগার দপ্তর কেন কোন পদক্ষেপ নিল না তা বোঝা গেল না। এছাড়াও সাগরদ্বীপের ঘোড়ামারা অঞ্চলে দীর্ঘ ৯ বছর ধরে লাইব্রেরিয়ানের অভাবে সরকারি গ্রন্থগার বন্ধ হয়ে আছে। গোসাবা, পাথরপ্রতিমা, কুলপি প্রভৃতি এলাকাতেও অনেক গ্রন্থাগার ধুঁকছে কর্মীর অভাবে। প্রসঙ্গত প্রত্যন্ত এলাকার অনেক পাঠকই জানিয়েছেন যে, আলিপুরে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক হিসেবে পূর্বে যারা দায়িত্বে এসেছেন, তারা শুধুমাত্র আলিপুর সাব ডিভিশন কিংবা ডায়মন্ডহারবার সাব ডিভিশন পর্যন্ত পরিদর্শণ করেন। প্রত্যন্ত সাব ডিভিশনগুলিতে তারা সেভাবে পরিদর্শণ বা নজরদারি করেন না। যার ফলে দিনের পর দিন প্রত্যন্ত এলাকার সরকারি গ্রন্থাগারগুলি নানা সমস্যায় ধুঁকছে। অনেক জায়গায় আবার এলএলএ কমিটিও নেই। প্রসঙ্গত সম্প্রতি আলিপুরে জেলা গ্রন্থাগার দপ্তরের দায়িত্বে এসেছেন শেখ সাইদুল্লা। তাকে প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল, যারা ৬ জন নতুন লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ হতে চলেছেন তারা কি কলকাতার উপকণ্ঠে নিয়োগ পাবেন না প্রত্যন্ত এলাকায় তাদের পাঠানো হবে? সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, ‘কলকাতার কাছে বা দূরে এমন কোন বিষয় নয়। আমি টার্গেট করেছি ৮০টা লাইব্রেরীকে পাঠকদের জন্য খুলে দিতে হবে। তাই এক একজন লাইব্রেরিয়ানকে হয়তো ১–৩টি লাইব্রেরির দায়িত্ব নিতে হতে পারে। তিনি এও জানান তিনি সবেমাত্র নিযুক্ত হয়েছেন তাই সমস্ত জেলার গ্রন্থাগার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। ধীরে ধীরে জেলার গ্রন্থাগারগুলিকে মানুষের পরিষেবায় যাতে লাগে সে ব্যাপারে তিনি উদ্যোগী হবেন বলে জানান। প্রসঙ্গত আমরা আমাদের পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বেহাল গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে লেখা প্রকাশ করে চলেছি। কলকাতার উপকণ্ঠেও ঠাকুরপুকুর–বড়িশা এলাকাতেও বেশকিছু সরকারি গ্রন্থাগার আছে যাদের অবস্থা খুবই খারাপ পরিকাঠামো। কোথাও কোথাও বন্ধ সরকারি গ্রন্থাগার অন্য কাজে লাগাচ্ছে পার্শ্ববর্তী ক্লাব। এ ব্যাপারে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেউ নজরদারিও করছে না। এখন দেখার নতুন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শেখ সাইদুল্লা দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ভেঙে পড়া গ্রন্থাগার পরিষেবার হাল ফেরাতে পারেন কিনা।

ইঁদুরের কবল থেকে বাঁচতে কাঁচের গুঁড়ো

প্রথম পাতার পর

তাই কলকাতা পৌরসংস্থার ভেক্টর কন্ট্রোল রীতি অনুসারে ইঁদুর দমনের নিয়ম কী?’

মহানাগরিক জানান, ‘এ সমস্যা শুধুমাত্র এই ১২১ নম্বর ওয়ার্ডে নয়, সারা কলকাতা পৌর এলাকা জুড়েই ইঁদুরের সংখ্যাধিক্য জনসাধারণকে ভাবিয়ে তুলেছে।

মূলত ধেঁড়ে ইঁদুরের জন্য দক্ষিণ কলকাতার ঢাকুরিয়া ব্রিজ বিপদে পড়েছিল। ওখানের রাস্তা তৈরিতে কাঁচের গুঁড়ো ব্যবহার করা হয়েছে। ইঁদুর উৎপাত নিয়ে সমস্যা কলকাতার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। বিশেষত, বাজার সংলগ্ন এলাকার ওয়ার্ডগুলিতে এ সমস্যা বহুদিনের। এছাড়া উত্তর কলকাতার বড়বাজার, ছানাপট্টিসহ কমবেশি পুরো কলকাতা জুড়েই এই সমস্যার কথা শোনা যায়। কিন্তু পরিবেশগত কারণে ইঁদুর হত্যা করা যায় না। তাই যেখানে–সেখানে মিষ্টির রস বা খাবার ফেলা বন্ধ করা আবশ্যিক। খাবার না পেলে ইঁদুরের উৎপাত অনেকটা কমবে। এছাড়া রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে কাঁচের গুঁড়ো ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়েছে।’

‘পাইড পাইপারের’ সেই বাঁশির সুরে ইঁদুর তাড়ানো সম্ভব হলে কলকাতা সুরক্ষিত থাকত। এখন দেখার কাঁচের গুড়োয় কতটা ফল পাওয়া যায়।

সীমান্তে রণক্ষেত্র! জখম বিএসএফ সহ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট: ৫ ফেব্রুয়ারি বিএসএফ ও পাচারকারীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাকে ঘিরে রণক্ষেত্রের পরিবেশ দক্ষিণ দিনাজপুরের মল্লিকপুর সীমান্তে। এলোপাথাড়ি গুলি বিএসএফের। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ এক বাংলাদেশি পাচারকারী। পাচারকারীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছেন কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানও। ঘটনার পর আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। জানা গেছে গুলিবিদ্ধ ওই বাংলাদেশি পাচারকারীর নাম মহম্মদ আলাউদ্দিন (৩২) বাড়ি বাংলাদেশে। এবং আহত বিএসএফ জাওয়ানের নাম ওরফেজ কুমার (২৭)। বাড়ি বীরভূম জেলার রামপুরহাট এলাকায়।

বিএসএফ সূত্রের খবর, বুধবার ভোররাতে প্রায় ৫ জন সশস্ত্র বাংলাদেশি পাচারকারী ঢুকে পড়ে ভারতীয় সীমান্তে। সেইসময় কর্তব্যরত ৯১ বিএসএফ ব্যাটেলিয়নের ওই জওয়ান দুষ্কৃতীদের বাধা দিতে গেলে দুষ্কৃতীরা অতর্কিত হামলা চালায়। শুধু তাই নয় বিএসএফ জাওয়ানের রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়ারও চেষ্টা করে। এরপরেই আত্মরক্ষার্থে পাচারকারীদের উদ্দেশ্যে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় ওই বিএসএফ জওয়ান। ঘটনায় মহম্মদ আলাউদ্দিন নামে ওই বাংলাদেশি পাচারকারী গুলিবিদ্ধ হলেও বাকিরা ঘটনাস্থল থেকে পালাতে সক্ষম হয়। খবর প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় সীমান্তবর্তী এলাকায়। খবর পেয়ে এলাকায় পৌছে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্তে নেমেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, গঙ্গারামপুরের সুখদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই মল্লিকপুরের উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে শুরু হয়েছে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ। ওই এলাকা দিয়েই পাচার করার চেষ্টা করছিল পাচারকারী দলটি। এর আগেও সীমান্ত দিয়ে গরু পাচারের সময় ৫টি গরু উদ্ধার করেছিল বিএসএফ।

অমৃতের খোঁজে এবার কুম্ভ বাঙালিময়

প্রথম পাতার পর

কোন্ মালিকা বালিকার চোখ ফুলের থেকেও সুন্দর, তাই সে সিনেমায় চান্স পেয়ে গেল। সিনেমার একসময়ের ‘সেক্স সিম্বল’ মমতা কুলকার্নী সাধ্বী হলেন, আবার তার পরদিন মাথা নেড়া করবেন না বলে বহিষ্কৃত হলেন। স্টিভ জোভসের স্ত্রী কল্পবাস করতে কোন্ এক আখড়ায় উঠেছেন, তারপর অসুস্থ হয়ে ব্যক্তিগত বিমানে দেশে ফিরে গেছেন। হরেক রকম মুচমুচে খাবার এবার মহাকুম্ভে।

আমাদের ট্রেনের টিকিট, ভারত সেবাশ্রম সংঘে থাকার ব্যবস্থা সব সারা। তারপর যেখানেই আলোচনা করি, শুনি ‘সে কুম্ভে যাচ্ছে’, ‘তিনি কুম্ভে যাচ্ছেন’, ‘তুমি কুম্ভে যাচ্ছো?’, ‘আমরা কুম্ভে যাচ্ছি’।

কী ব্যাপার! এটা কি মহাকুম্ভের ব্র্যান্ডিংয়ের ফল? নাকি আমি এবার যাচ্ছি বলে, কানে বেশি করে কুম্ভে যাবার কথা আসছে। শুনলাম বাঙালি কুম্ভে যায়। প্রয়াগ ও হরিদ্বারের কুম্ভে যায়। নাসিক বা উজ্জয়নীর কুম্ভে অতটা নয়। এবার যেন হিড়িক পড়ে গেছে।

কুম্ভ মেলা চলে দেড় মাস ধরে। তার মধ্যে গোটা ছয়েক স্নান। তার মধ্যে আবার ৪টি শাহী স্নান। এবার বলা হচ্ছে অমৃত স্নান। কে যেন বলল, ‘শাহী স্নান নামকরণের মধ্যে অমিত শাহের প্রচার হয়ে যাচ্ছে বলে, নাম বদল!’ প্রথম স্নান পৌষ পূর্ণিমা, তারপর পৌষ সংক্রান্তি, মৌনী অমাবস্যা, বসন্ত পঞ্চমী, মাঘী পূর্ণিমা ও শিবরাত্রি। এর মধ্যে পৌষ পূর্ণিমা ও মাঘী পূর্ণিমা শাহী স্নান নয়। শাহী স্নানর মধ্যে মৌনী অমাবস্যার স্নান প্রধান। তাই ঠিক করলাম মৌনী আমাবস্যা ধরে প্রয়াগরাজ যাব।

খবর পেলাম শাহী স্নানের দুদিন আগে থেকে প্রয়াগরাজে গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ হয়ে যায়। মৌনী আমাবস্যার ক্ষেত্রে ৩দিন আগে। এবার মৌনী অমাবস্যা ২৯ জানুয়ারি। তাই ঠিক হল ২৪ জানুয়ারি ট্রেন ধরে ২৫ জানুয়ারি পৌঁছাব। আবার ৩১ জানুয়ারি অতি ভোরে ট্রেন ধরে কলকাতায় ফিরব ৩১ তারিখ বিকাল সন্ধ্যার মধ্যে। সব মিলিয়ে ৭ দিনের মামলা।

এর মাঝে একদিন রাত ৯ টা ৪৮ –এ মিলনের ফোন। মিলন আমার সহকর্মী। ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে। বাড়িতে কিছু হয়নি তো! ‘স্যার আমি প্রয়াগরাজ স্টেশনে নামলাম।’ মানে?’ ‘কাল সকালে কুম্ভস্নান করব! ‘আরে কিছু বলা নেই, কওয়া নেই, কুম্ভে যাবে কেন ও? আমরাও যাব। পারলে কালকেই বেরিয়ে পড়ব।’ বাকি সহকর্মীদের মত। আমি বলি ‘দাঁড়াও! দাঁড়াও! এত তাড়াহুড়ো কি আছে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কুম্ভ মেলা চলবে, তার মধ্যে একদিন গেলেই হবে।’ কয়েকদিনের মধ্যে অন্যান্য সহকর্মীরা কুম্ভ স্নানের প্ল্যান করে ফেলল।

আমার আর এক সহকর্মী মকর সংক্রান্তির শাহী স্নান সেরে এলেন। মোটর সাইকেলে করে ২ বন্ধু চলে গেলেন। প্রয়াগ আর কত দূর! কলকাতা থেকে মাত্র ৮০০ কিলোমিটার মতো। রাতে ছিলেন ঝুসির দিকে এক বাড়িতে পেয়িংগেস্ট হিসাবে। পরদিন সকালে স্নান করে ফেরত।

পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়

কুম্ভের অমৃতে বাঁচলো বাংলার নার্সারি

প্রথম পাতার পর

নার্সারী অ্যাসোসিয়েশান থেকে কোটি কোটি টাকার গাছ প্রয়াগরাজে পাঠানো হয়েছে বলে জানান, নার্সারী অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নবকুমার দাস। তিনি বলেন,বলাগড়ের ২০০০ রেজিস্টার নার্সারী আছে যারা আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আছে। প্রায় ১০০০০ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে এখানে। এখন এই নার্সারী বড় শিল্প হয়েছে হুগলিতে। সব নার্সারী থেকে কমবেশি গাছ পাঠানো হয়েছে প্রয়াগরাজে। রাজ্যের অন্যান্য জায়গা থেকেও গেছে। মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে অনেক গাছ পাঠানো হয়।

গোটা দেশে নার্সারী মালিকদের অ্যাসোসিয়েশন আছে। তাদের মাধ্যমে বরাত আসে। মূলত ফুটন্ত ফুলের গাছ পাঠানো হয়। গৌতম অধিকারী নামে এক নার্সারী মালিক বলেন, ‘৫০০ কোটি টাকার একটা টেন্ডার পাশ হয়। আমাদের বলাগড় থেকে প্রায় ১৫০ কোটি টাকার গাছ গেছে। আমি নিজে ১০ লক্ষ টাকার গাছ পাঠিয়েছি। কুম্ভমেলায় গাছ দিয়ে ভালোই লাভ হয়েছে।’ নার্সারী মালিক রমেন্দ্র মহন্ত বলেন, ‘গোটা ভারতবর্ষে বলাগড়ের গাছ যায়। নেপাল ভুটান বাংলাদেশেও যায়। প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলাতেও গিয়েছে। মূলত সেখানে সাজানোর জন্য করে দিতে হবে এই চুক্তিতে ফল ফুলের গাছ পাঠানো হয়েছে।।

টালিগঞ্জে স্বামী প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৭৫ সালে মাত্র ১৭ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে টালিগঞ্জের ওয়ার্লেস পার্কে রসা শিশু সন্দীপক কে.জি নামে একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সূচনা হয়। পরবর্তীকালে ভারত সেবাশ্রম সংঘের তত্ত্বাবধানে তা হয় স্বামী প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠ। ১৯৯৮ সালে জুনিয়র হাইস্কুল ও ২০০২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে উত্তীর্ণ হয়। বর্তমানে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ পরিচালিত এই বিদ্যালয়ে ১৫০ জন শিক্ষক–শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী এবং ৩৫০০ ছাত্রছাত্রী। স্বামী প্রণবানন্দ বিদ্যপীঠ এবছর ৫০–এ পা দিল।

৪ ফেব্রুয়ারি স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের সূচনা করেন সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজি মহারাজ, কানাডা সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী ভজনানন্দজী মহারাজ এবং রাজ্যের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন স্কুল সেক্রেটারি স্বামী সঙ্ঘাত্মানন্দজি মহারাজ, স্কুলের প্রাতঃ বিভাগের প্রিন্সিপাল শ্রীমতী সুপ্রিয়া তালুকদার, উচ্চমাধ্যমিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শ্রীমতী মৌসুমী গোস্বামী এবং আরও অনেকে। স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজি মহারাজ বলেন, ‘সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের যাতে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা যায়, তাই এই বিদ্যালয়ে তাদের নীতিশিক্ষা, শারীরশিক্ষা ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ওপর জোর দেওয়া হয়।’ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, ‘তার বিধানসভা কেন্দ্রে এরকম একটা স্কুল রয়েছে বলে তিনি গর্ব অনুভব করেন। এই স্কুল শুধু পুঁথিগত শিক্ষা দেয় না, তাদের লক্ষ্য হল আদর্শ মানুষ গড়ে তোলা।’

নাম পদবি পরিবর্তন

আমি ইংরাজী 07/02/2025 তারিখ থেকে মহামান্য আলিপুর 1st class Judicial Magistrate এফিডেভিডবলে Suman Banerjee, S/o – Nimai Banerjee থেকে Suman Bandhopadhyay, S/o Nimai Bandhopad-hyay নামে পরিচিত হলাম।

আমি ইংরাজী 07/02/2025 তারিখ থেকে মহামান্য আলিপুর 1st class Magistrate এফিডেভিডবলে Mijanur Mondal, S/o Anisuddin Mondal থেকে Mijanur Mondal, S/o Samsuddin Mondal নামে পরিচিত হলাম।

আমি ইংরাজী 07/02/2025 তারিখ থেকে মহামান্য আলিপুর 1st class Magistrate এফিডেভিডবলে Sk. ILIAS, S/o – Sk. Rowson থেকে Sk. ELIAS S/o Sk. Rousan Ali নামে পরিচিত হলাম।

বার্ধক্য ভাতায় লাইফ সার্টিফিকেটের লাগে না

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমানে কলকাতা পৌরসংস্থায় বার্ধক্য ভাতা এবং বিধবা ভাতা পাওয়ার জন্য লাইভ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার পদ্ধতি কী? উত্তরে কলকাতা পৌরসংস্থা সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বর্তমানে 'আইজিএনওএপিএস', 'আইজিএনপিপিএস' এবং 'আইজিএনডিপিএস'র অন্তর্ভুক্ত বার্ধক্য ভাতা এবং বিধবা ভাতা প্রকল্পের অ্যানুয়াল ফিজিক্যাল ভ্যারিফিকেশন হয় এবং তাতে আলাদাভাবে লাইভ সার্টিফিকেট নেওয়া হয় না।

আর বিধাননগরের পূর্ত ভবনের ইস্যু করা নতুন ফর্ম জমা দেওয়ার সঠিক নিয়ম ও সময়সীমা কী আছে? বলে প্রশ্ন করা হলে সে বিষয়ে মেয়র পারিষদ বলেন, পূর্ত ভবন থেকে 'ডব্লুসিডি এবং 'এস ডব্লু ডিপার্টমেন্টের বিধবা ভাতা পাওয়ার জন্য আবেদনকারীর বয়স ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে এবং বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার জন্য আবেদনকারীর বয়স ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে হতে হবে। এবং উভয় ক্ষেত্রে পারিবারিক মাসিক আয় ১ হাজার টাকার কম হতে হবে। ডব্লুসিডি এবং এস ডব্লু দপ্তরের নির্দেশ মোতাবেক কলকাতা পৌরসংস্থার আবেদনপত্র গ্রহণ করার এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য গৃহীত আবেদনপত্রগুলি ওই দপ্তরে পাঠানো হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বার্ধক্য ভাতা ও বিধবা ভাতার জন্য লাইভ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার বিষয়টি কলকাতা পৌরসংস্থার নয়। ওটা রাজ্য সরকারের পূর্ত ভবন থেকে কাজ হয়। আর কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে যে বিধবা ভাতা ও বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হয়, সেখানে আবেদনকারীর নাম অবশ্যই বিপিএল তালিকায় থাকতে হবে। কিন্তু যাঁদের নাম বিপিএল তালিকায় থাকে না, তাঁরা একমাত্র রাজ্য সরকারের মাধ্যমে পূর্ত দপ্তর থেকে আবেদন করতে পারে। ওখানে লাইভ সার্টিফিকেট লাগে রিনিউয়ালের জন্য। কলকাতা পৌরসংস্থার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই পরপর রিনিউয়াল হয়ে যায়। মহানাগরিক নির্দেশ মোতাবেক এটা করা হয়েছে।পৌরপ্রতিনিধি ইলোরা অতিরিক্ত প্রশ্নে বলেন, রাজ্য সরকারের পূর্ত ভবন থেকে যাঁরা বার্ধক্য ভাতা ও বিধবা ভাতা পায়, তাঁদের অর্ধেক মানুষ বোঝেই না যে, সেটা পূর্ত ভবনের আওতাভুক্ত, না কলকাতা পৌরসংস্থার আওতাভুক্ত। মেয়র পারিষদ জানান, এই সমস্যা সমাধানে স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধিকে দায়িত্ব নিতে হবে।

হেলানো শহর, কলকাতা স্টেবল

বরুণ মণ্ডল: আগামীদিনে কি পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার কলকাতা 'হেলানো' শহরে পরিণত হবে? এই প্রশ্ন এখন কেন্দ্রীয় পৌরভবনের অন্দরমহলে জোরালো আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

১৯৮৯ সালের ২৭ জুলাই ভবানীপুরের ৭০ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত ডক্টর রাজেন্দ্র রোডে রাত সাড়ে ১০টায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছিল আস্ত ৭ তলা 'কুন্দলিয়া বিল্ডিং'। ১১ জন আবাসিকের মৃত্যুর স্মৃতি আজও হ্যাঁ আজও টাটকা হয়ে রয়েছে ওই বাসিন্দাদের মধ্যে। বাঙালিরা নিজেদের তৈরি বাড়িতেই থাকতেই ভালো বাসে। ১৯৮০ দশক থেকেই কলকাতায় শুরু হয় প্রোমোটাররাজ। আর তার ফলেই আজকের এই বহুতল বিল্ডিং হেলে পড়া, বসে যাওয়া বা ক্র্যাক হওয়া বা ৭তলার মেঝে ফুঁড়ে উইপোকা উঠে আসার উৎপাত ইত্যাদি শব্দগুলি আসছে। আসলে এই গাঙ্গেয় অববাহিকায় অবস্থিত 'বেঙ্গল বেসিন মূলত নরম পলিমাটি–কাদামাটিতে তৈরি। আজকের উঠতি প্রোমোটাররা সয়েল টেস্টের ধারে কাছে যায় না। জানতেই পারলো না সয়েলের তলায় কী আছে? ফলে আজ নতুন ফ্ল্যাটে উইয়ের উৎপাত। সয়েল টেস্ট ছাড়া এটা জানা সম্ভব নয়। কলকাতায় মাটির ৩০–৩৫ ফুট নীচে পাতলা 'ডি–কম্পোজড লেয়ার আছে। এখানে পড়লে হেলে পড়া অবধারিত। ১৯৯৫ সালের ২৭ জুলাই গভীর রাতে নিউ আলিপুরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে শিবালিক আবাসন। প্রাণ যায় ১৬ জন আবাসিকের। গার্ডেনরিচে আজও নির্মীয়মাণ ভেঙে মৃত্যুর সারি।

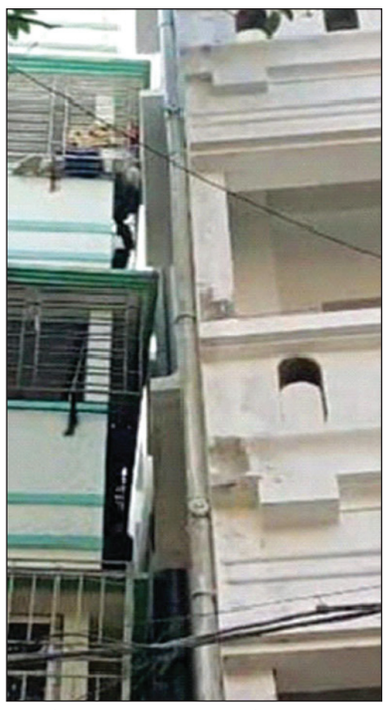

মহানাগরিকের নির্দেশ, ২০১৬ সালে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি' (রেরা) আইন পাস হয়। মূল উদ্দেশ্য বেআইনি নির্মাণ রোধ করা। যেসব ডেভেলপারের বিরুদ্ধে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ আছে, তাদের নাম এই সংস্থা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। রেরাতে রেজিস্ট্রেশন না থাকলে বেআইনি প্রোমোটারের থেকে ফ্ল্যাট কিনবেন না। এটা ভারত সরকারের আইন, প্রোমোটারদের রেরা রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক।

মধ্য কলকাতার ৭১ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত এক্সাইড মোড়ে মেট্রোরেলের কাজের সময় থেকে সেই ১৯৯০ সাল থেকে একটি ছ'তলা বহুতল হেলে রয়েছে পাশের একটি আটতলা বহুতলের গায়ে। নকশা অনুমোদন ছাড়াই তৈরি হয়েছে হেলে পড়া বাড়িগুলির মধ্যে ৬৫ শতাংশ বাড়ির। উত্তর কলকাতার বরো ৪ (ওয়ার্ড নম্বর : ২১–২৮, ৩৮–৩৯) এবং বরো ৫(ওয়ার্ড নম্বর : ৩৬–৩৭, ৪০–৪৫, ৪৮) তে হেলা বাড়ি বেশি। কলকাতা মহানগরে দীর্ঘদিন যাবৎ হেলে পড়া বাড়ির সংখ্যা কমবেশি ৩০ টি। ১২–সি, ক্যামাক স্ট্রিটে হেলে পড়া বাড়িটি দীর্ঘ ৪৯ বছর যাবৎ হেলেই রয়েছে। ১৬ তলার এই বহুতলে মোট ৬৯টি পরিবার নিশ্চিতে বাড়িতে বসবাস করছেন। দেশ–বিদেশের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের দল বাড়িটি পরীক্ষা করে বলেন হেলা বাড়িটি স্থিতিশীল। সুতরাং হেলা পড়া বাড়ি মানেই বিপজ্জনক, এমনটা নয়। মোমিনপুর থেকে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, গুরুসদয় দত্ত রোড কলকাতার ইত্যাদি জায়গায় এমন বাড়ি রয়েছে। হেলে পড়া বাড়ি তখনই বিপজ্জনক হয়, যখন ফাটল দেখা যায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণবিদ্যা দপ্তরের অধ্যাপক পার্থপ্রতিম বিশ্বাস বলেন, 'বাড়ির সহনশীল ক্ষমতা, মাটির চরিত্র ইত্যাদি বাড়ি তৈরিতে প্রয়োজন। বাড়ি নির্মাণের প্রথম ১০–১৫ বছর খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়সীমার মধ্যে বাড়ি বসার ধরণের উপর নির্ভর করবে বাড়িটিতে ফাটল ধরবে কিনা।'

বার্তা

আলিপুর বার্তা অফিসের সরস্বতী পূজা। ছবি : প্রীতম দাস

বেহালা নূতন দলের বাণী বন্দনা। ছবি : অরুণ লোধ

ডোনা গাঙ্গুলীর দীক্ষা মঞ্জুরীতে সরস্বতী পুজো। ছবি : সুমন সরদার

এবার হুগলি নদীর নীচে টানেল তৈরি করছে পোর্ট ট্রাস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলি নদীর নীচে ইস্ট–ওয়েস্ট মেট্রো রেলের গ্রিন লাইন নির্মাণের পর এবার হাওড়া ব্রিজ (রবীন্দ্র সেতু), দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ (বিদ্যাসাগর সেতু) ও কলকাতায় হুগলি নদীর পূর্ব পাড়স্থিত স্ট্যান্ড রোডে পণ্যবাহী যানবাহনের চাপ কমাতে হুগলি নদীর নীচে টানেল তৈরি করতে চলেছে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পোর্ট ট্রাস্ট (কলকাতা বন্দর)। এই প্রকল্পের জন্য ৮০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সম্প্রতি কলকাতা পৌরসংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে কলকাতা বন্দরের আধিকারিকদের এক বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, 'ডিটেইলস প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির কাজ শেষ হলেই বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠক করবে কলকাতা বন্দর ও কলকাতা পৌরসংস্থা। কোন জায়গায় তৈরি হবে' একেবারে হাওড়া সদর শহরস্থিত সাঁকরাইল থেকে কলকাতার খিদিরপুর ডকের ভেতর পর্যন্ত হুগলি নদীর নীচ দিয়ে টানেল তৈরির পরিকল্পনা করেছে কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ। এই টানেল দিয়ে কেবলমাত্র পণ্যবাহী যানবাহনই চলাচল করবে। ফলে হাওড়া ব্রিজ, দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ ও স্ট্যান্ড রোড দিয়ে পণ্যবাহী ভারী যানবাহন চলাচলের চাপ কমে যাবে।

কলকাতার অস্থায়ী হাটে এবার চার্জ ধার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকায় বিশেষ বিশেষ দিনে ও বিশেষ মরশুমে যে সমস্ত হাটগুলি বসে, যেমন – হরি সাহার হাট, গ্যালিব স্ট্রিটের হাট এবং হেদুয়া পার্ক ও মধ্য কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সন্নিকটে সুরেন্দ্রনাথ পার্কের ধারে ভুটিয়া হাট। কলকাতা পৌরসংস্থার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'র প্রশ্ন – এই হাটগুলি থেকে কলকাতা পৌরসংস্থার কত আয় হয়? এই হাটগুলির নিয়ন্ত্রণ কী কলকাতা পৌরসংস্থার হাতে আছে? এবিষয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতায় অস্থায়ীভাবে যে হাটগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ বসছে, সেই হাটগুলি নিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার তরফ থেকে নির্দিষ্ট কোনও প্ল্যানিং আজও তৈরি হয়নি। কিন্তু বিশ্বরূপবাবু আপনি যে হাটগুলির কথা বলেছেন, তাতে যে ভুটিয়া হাটের কথা বলেছেন, সেখান থেকে কলকাতা পৌরসংস্থা ওখানের ৯০টা স্টলের জন্য স্টল প্রতি ৯ হাজার টা করে নিয়ে থাকে। যদিও হেদুয়া পার্ক হাট থেকে কোনও আবেদন পত্র আসেনি। ফলে তাদের লাইসেন্স ফি নবীকরণও হয় না। হরি সাহার হাটের ক্ষেত্রে সারা বছর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে ফুটপাথের ওপর যে হাটটি বসে, সেখানেও কলকাতা পৌরসংস্থা কিছু পায় না। এবং পৌর লাইসেন্স দপ্তর ফুটপাথ বা রাস্তা ওপর সারা বছর ব্যবসার জন্য 'সার্টিফিকেট অব এনলিস্টমেন্ট ইস্যু করে থাকে। টাউন ভেন্ডিং কমিটি তারা হকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু অস্থায়ীভাবে যে হাটগুলি বসে, সেগুলির বিষয়ে টিভিসিতে নির্দিষ্ট কোনও নিয়মাবলী নেই। সেইজন্য এগুলির বিষয় কিছু করা হয়নি। কিন্তু বিশ্বরূপবাবু আপনি যে প্রপোজ্যালটা দিয়েছেন, এটা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। তার কারণ পৌরসংস্থাকে দেখতে হবে যে, সব কিছু কী করে আইনি বিষয়ে আনা যায়। লিগাল করা যায়। সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে, ভুটিয়া হাটের ক্ষেত্রে যদি কিছু চার্জ করা যায়, তাহলে অন্য হাট গুলির ক্ষেত্রে কেন নিতে পারবো না।

শিয়ালদহে বোরওয়েলে জল তোলা হয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর কলকাতার ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত ২৫, নর্থ শিয়ালদহ রোডের হাজীপাড়ায় দীর্ঘদিন যাবৎ অবৈধ 'বোরওয়েলের মাধ্যমে পানীয় জল তোলা হচ্ছে। এবিষয়ে স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি শচীন কুমার সিং গত বছরের ৩ জুন কেএমসির মহাধ্যক্ষসহ সুইডের চেয়ারম্যান ধবল জৈনকে একটি অভিযোগপত্র দেয়। কিন্তু শচীন সিং নিজেই বলছেন সে অভিযোগ পত্রের কোনও সুরাহা হয়নি। তাঁর প্রশ্ন এই অবৈধ বোরিংয়ের বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার কাছে কোনও তথ্য আছে কী? যদি তথ্য থেকে থাকে, তাহলে কলকাতা পৌরসংস্থা কেন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি?

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'এই অবৈধ বোরিংয়ের বিষয়ে কেএমসি এবং সুইডের কাছে একটা অভিযোগপত্র জমার ভিত্তিতে জয়েন্ট ইন্সপেকশন করা হয়। পরবর্তীকালে সিএবি মিটিংয়ে এবিষয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু মিটিং থেকে এবিষয়ে আলোচনায় কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। তাই এবিষয়ে আবারও আলোচনার জন্য পরবর্তী মিটিং পর্যন্ত এটাকে স্থগিত করা হয়েছে।'

বিনা অনুমতিতে নলকূপ স্থাপন করার এমন অভিযোগ কলকাতা পৌরসংস্থার কাছে আসলে কলকাতা পৌরসংস্থা সে অভিযোগ সুইডের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া। সুইড তার সিএলএ মিটিংয়ে আলোচনা হয়, সেখান থেকে কত মানুষ জল নিচ্ছেন। ভূগর্ভস্থ জল নেওয়াটা ঠিক কী না? যদি ওই জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়, তবে কলকাতা পৌরসংস্থা সেখানে ওয়াটার কানেকশন দিতে পারবে কী না? সেই ক্যাপাসিটি কলকাতা পৌরসংস্থার আছে কী না? কারণ জলটা হচ্ছে একটা মানুষের মৌলিক অধিকার। জল আলো এগুলো হঠাৎ করে কেটে দেওয়া যায় না। সে মিটিংয়ে আলোচনা হয়, জলের লাইন কেটে দিলে কত মানুষ বিপদগ্রস্ত হবে। তাদের অল্টারনেটিভ জল পাওয়ার কী ব্যবস্থা আছে? সেখানে কেএমসি কাছে কানেকশন আছে কী না? যাতে করে ওই বাড়িগুলিতে জলের কানেকশন দেওয়া যায়। এগুলি কেএমসি জানালে সুইড পরবর্তী মিটিংয়ে ওরা পদক্ষেপ নেবে যে এই বোরিংটা কেটে দিয়ে, কলকাতা পৌরসংস্থা অল্টারনেটিভ তার নিজের পাইপ লাইন থেকে জল দিতে পারবে কী না?

এবিষয়ে পৌরপ্রতিনিধি শচীন সিং বলেন, 'সুইডকে গত দুবছর আগে বোরিংয়ের মাধ্যমে জল তোলা বিষয়ে চিঠি দেওয়া হয়। সুইড থেকে কলকাতা পৌরসংস্থার তৎকালীন মহাধ্যক্ষকে বোরিংয়ের লাইন কেটে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। মহাধ্যক্ষ জল সরবরাহ দপ্তরের তৎকালীন ডিজিকে ওই লাইন কেটে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সেই লাইন যেমন ছিল তেমনই বহাল তবিয়ে বয়ে গিয়েছে। ওই বোরিং থেকে স্থানীয় মানুষ জনের ঘরে জল যায় না। ওই বোরিংয়ের জল 'জল ব্যবসার কাছে ব্যবহৃত হয়। ওই জল মিনারেল ওয়াটার তৈরি হয়। ২০০ মিলিলিটার, ১ লিটার, ২০ লিটারের জার ভরা হয়।' এবিষয়ে মহানাগরিক বলেন, 'সুইডের চেয়ারম্যান হচ্ছেন কলকাতা পৌরসংস্থার মহাধ্যক্ষ। তাই দ্রুতই সুইডের চেয়ারম্যানের থেকে অনুমতি নিয়ে ওই বোরিংয়ের লাইন কেটে দেওয়া হবে।'

আমাদের শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা দুনিয়ার ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত চুনাখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়

সুভাষ চন্দ্র দাশ

রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয় যখন পরিকাঠামো থেকে মিডডে মিল নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠছে তখন ব্যতিক্রম প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তীর হানা নদীর তীরে অবস্থিত 'চুনাখালি হাটখোলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়'।রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে যখন মিড–ডে মিলের খাবার ও পড়ুয়াদের পুষ্টি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, তখন নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়েছে সুন্দরবনের এই স্কুল। নিজেদের চেষ্টায় প্রায় প্রতি দিনই নানান ধরনের পুষ্টিকর খাবার পড়ুয়াদের পাতে তুলে দিচ্ছেন চুনাখালি হাটখোলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকারা। স্কুলের পড়ুয়াদের পুষ্টির জন্য ফল যেমন দেওয়া হয় তেমনই মিডডে মিলে বিভিন্ন ধরনের মরশুমি সবজি,সয়াবিন, ডিম, মাছ, মাংস, এমনকী পায়েসও তুলে দেওয়া হয় ছাত্রছাত্রীদের পাতে। সপ্তাহে একদিন গরম ভাতে ঘি খাওয়ানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে।তবে ছোটদের পুষ্টির জন্য গরম ভাতে ঘি প্রচলন করেছিলেন বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর। তিনি জীবিত থাকাকালীন পড়ুয়াদের পাতে ঘি এর ব্যবস্থা ছিল।তাঁর প্রয়াণের পরও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। শুধু খাওয়া–দাওয়া নয় বাসন্তি দক্ষিণবঙ্গের এই প্রাথমিক বিদ্যালয় আধুনিক পঠনপাঠনেও পাল্লা দিতে পারে মডেল স্কুলকে।

এ সবই সম্ভব হয়েছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিমাই মালির একান্ত প্রচেষ্টা ও সহ শিক্ষক–শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের সহযোগিতায়। ২০১৬ সালে রাজ্যের মধ্যে সেরা স্কুলের খেতাব জিতে নেয় এই স্কুল। ২০২১–এ শিক্ষারত্ন সম্মানে ভূষিত হন স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিমাইবাবু। সমগ্র স্কুলটি সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে নানান ধরনের দেওয়াল চিত্রের মাধ্যমে। বছরের বিশেষ বিশেষ দিনগুলি ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে স্কুলের দেওয়ালে।বিশেষ করে মনীষীদের জন্ম ও মৃত্যু দিন, বিশেষ বিশেষ আবিষ্কার ও আবিষ্কারকদের নাম সহ আরও অনেক কিছু আঁকা হয়েছে দেওয়ালে। স্কুলেই রয়েছে কিচেন গার্ডেন।

বিগত দিনে স্কুলের কচিকাঁচারা ফসল উৎপন্ন জেলা

সভাধিপতি নিলীমা মিস্ত্রী বিশালকে উপহার দিয়েছিল। খুদে পড়ুয়াদের কাছ থেকে এমন উপহার পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়েছিলেন নিলীমা দেবী। স্কুলে রয়েছে ডিজিটাল উপস্থিতি যন্ত্র, স্বয়ংক্রিয় ঘণ্টা, ডিজিটাল ক্লাস রুম, কম্পিউটার রুম, সিসি ক্যামেরা সহ অত্যাধুনিক পরিকাঠামো। আবার ছোট ছোট পড়ুয়ারা যাতে বাইরের খাবার না খায় তারজন্য স্কুলের উদ্যোগেই তৈরি করা হয়েছে 'আমার দোকান।' সেই দোকানে থাকা সামগ্রী পড়ুয়ারা নিজেরাই ইচ্ছামতো নেবে এবং জিনিসের যা দাম সেই টাকা নির্দিষ্ট বাক্সে রাখবে।এতে করে ছোট ছোট পড়ুয়ারা সৎ এবং স্বচ্ছ নাগরিক হয়ে উঠবে।

এছাড়াও ছাত্রছাত্রী কিংবা শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্মদিনও মহা ধুমধাম করে পালন করা হয়। প্রতিমাসে যে যে পড়ুয়া ও শিক্ষকদের জন্মদিন, তা উদ্যাপিত হয় মাসের নির্দিষ্ট একটি দিনে। কেক কেটে, পায়েস খাইয়ে চলে জন্মদিনের উৎসব পালন।শীতের সময় স্কুলেই পিঠেপুলি উৎসব হয়। পড়ুয়াদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যোগব্যায়াম, ব্রতচারী, নাটক, ছড়া, কবিতা পাঠ সহ নানান ধরণের শিক্ষার জন্য পদক্ষেপ করা হয়েছে স্কুলের তরফে।

রাজ্যে একাধিক সরকারি প্রাথমিক স্কুল, জুনিয়র হাইস্কুল পড়ুয়ার অভাবে ধুঁকছে। সেখানে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার এই স্কুল গমগম করছে পড়ুয়াদের কলকাকুলিতে। বর্তমানে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২০৩জন। ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কুলেই রয়েছে সংসদ। রয়েছে প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী ক্রীড়ামন্ত্রী সহ একাধিক মন্ত্রীপদ। এমনকী আগামী ২০২৫ শিক্ষা বর্ষে ছাত্রছাত্রীদের আবদারের কথা ভেবে স্কুলের ক্লাসরুমে এসি বসানোর পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। নিমাইবাবু জানান, 'দীর্ঘ আড়াই দশক এই স্কুলে শিক্ষকতা করছি। পবিত্র শিক্ষাক্ষেত্র স্কুলই আমার অন্তরাত্মা, ধ্যান ও জ্ঞান। ছাত্রছাত্রীরা আমার প্রাণ ও হৃদপিণ্ড।এ সমস্ত সম্ভব হয়েছে স্কুলের প্রাক্তন পড়ুয়া, শুভানুধ্যায়ী, শিক্ষক–শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের একান্ত সহযোগিতায়।'

৭৫'এ পা জীবনতলা অক্ষয় বিদ্যামন্দিরের

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৮ থেকে ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ নারায়ণপুর, জীবনতলা (ক্যানিং) অক্ষয় বিদ্যামন্দিরে (উঃ মাঃ) গৌরজ্জ্বল প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। পিছিয়ে পড়া এলাকায় প্রতিষ্ঠাতা অক্ষয়বাবু ও শুভানুধ্যায়ীদের উদ্যোগে গড়ে ওঠা স্কুল আজ ঐতিহাসিক সময়ের সামনে দাঁড়িয়ে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম হাই স্কুলের স্বামী মুরলিধরানন্দ মহারাজ, অধ্যাপক ড. সঞ্জিত জোতদার, কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়, অধ্যাপক ড. প্রাণকৃষ্ণ পাল, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, স্থানীয় প্রধান ও প্লাটিনাম জয়ন্তী কমিটির সভাপতি সালাউদ্দিন সরদার ও অন্যান্যরা। প্রধান শিক্ষক বিকাশ গায়েনের স্বাগত ভাষণের পরে প্রতিষ্ঠাতা অক্ষয় পুরোকাইতের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের নতুন আবক্ষ মূর্তি উন্মোচিত হয়। মূর্তিতে মাল্যদান করেন প্রধান অতিথি স্বামী মুরলিধরানন্দ মহারাজ এবং অধ্যাপক প্রাণকৃষ্ণ পাল। ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা স্কুল প্রাঙ্গণে সুন্দর শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। প্রদর্শনীর ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সঞ্জিত জোতদার। ৭৫টি প্রদীপ প্রজ্বলন ও উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে মঞ্চ থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রাক্তন শিক্ষক, শিক্ষিকাদেরকে মঞ্চে বরণ করে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। স্কুলের মাঠ বর্তমান, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে কোলাহল মুখর হয়ে ওঠে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কবিতা আবৃত্তি, গান, নাচ, নাটক, গীতিনাট্য সকলের মন জয় করে। অন্যান্যদিনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড.দেবর্ষি মণ্ডল, চন্দননগর গভর্নমেন্ট কলেজ এবং প্রাক্তন সচিব পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, ড. শংকর চ্যাটার্জী, ডক্টর নূর ইসলাম, সালাউদ্দিন সরদার–প্রধান নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

সরকারি উদ্যোগে প্রাথমিক স্কুল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর : রাজ্যজুড়ে একের পর এক প্রাথমিক স্কুল বন্ধের মুখে কিন্তু এর মাঝেও এই প্রথম বারুইপুরের নবগ্রাম পঞ্চায়েতের কদমপুরে চালু হল প্রাথমিক বিদ্যালয়। খুশি এলাকার অভিভাবকেরা। আশপাশের গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও এই গ্রামে ছিল না কোন স্কুল। এখানকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ক্ষেত্রেও অনেক পিছিয়ে পড়তে হচ্ছিল।

প্রশাসন সূত্রে খবর, ২০১৩ সালে স্কুলটি অনুমোদন পায়। ভবন তৈরির কাজও শুরু হয়ে যায়। তারপর নানা কারণে স্কুল শুরু হয়নি। অবশেষে নতুন বছরে স্কুলটি চালু হল। চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই স্কুলের পঠনপাঠন শুরু হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে বলে স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে। অন্যস্কুল থেকে একজন শিক্ষককে এনে আপাতত এই স্কুলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শীঘ্র স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করার কথা জানানো হয়েছে। চালু করে দেওয়া হবে মিড ডে মিলও। এব্যাপারে বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষা সমাজের মেরুদণ্ড। ওই এলাকায় একটি স্কুলের প্রয়োজন ছিল। তাই এই স্কুল চালু হওয়ায় খুশি আমি ও স্থানীয়রা।'

জয়নগরে পালা গানের আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: গ্রামবাংলা থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে পালা গান, পুতুল নাচ, তরজা সহ একাধিক সংস্কৃতি। সেইসব অমূল্য সম্পদকে কিছুটা হলেও ফেরানোর কাজে হাত দিয়েছে 'জিয়েল এন্ড নোশন' নামে একটি সংস্থা। তাদেরই উদ্যোগে শুক্রবার রাতে জয়নগর আমন্ত্রণ কমপ্লেক্সে বসেছিল ২০০ বছরের প্রাচীন পৌরাণিক এক পালা গানের মনোমুগ্ধকর আসর। পাঁচালি লোকগীতির একটি ধারা। এতে গানের মাধ্যমে কোনো আখ্যান বর্ণিত হয়। পাঁচালি রচয়িতাদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ প্রয়াত দাশরথি রায়। একসময় 'দাশু রায়ের পাঁচালি' সারা বাংলায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। সংস্কৃতির পীঠস্থান জয়নগর মজিলপুরে পন্ডিত কানাইলাল ভট্টাচার্যের কণ্ঠে ২০০ বৎসর আগের রচনা প্রয়াত দাশরথী রায়ের পাঁচালী গান।

শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধন পালা গান পরিবেশিত হল। দাশরথি রায় ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি পাঁচালির আখড়া স্থাপন করেন। তিনি প্রচলিত পাঁচালির রীতি ত্যাগ করে, কবি গানের মতো চাপানুতোর ভঙ্গীতে পাঁচালিকে সাজান। একই সাথে উৎকৃষ্ট ছড়া যুক্ত করেন। খোদ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একবার বলেন, 'দাশরথি রায় অনুপ্রাস যমকে বড় পটু—তাই তাঁর পাঁচালি লোকের এত প্রিয় ছিল। দাশরথি রায়ের কবিত্ব ছিলনা, এমন নহে, কিন্তু অনুপ্রাস যমকের দৌরাত্ম্যে তাহা প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; পাঁচালিওয়ালা ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পারে নাই।' আজও গ্রাম বাংলার অনেকস্থানে লোকের মুখে মুখে দাশু রায়ের পাঁচালী গান শোনা যায়। এই সময় এসে দাঁড়িয়ে প্রায় লুপ্ত হওয়া কিছু প্রাচীন লোকধারা সবার সামনে তুলে ধরতে জিয়েল এন্ড নোশন তাদের 'শিল্প অভিযানের মধ্যে দিয়ে বর্তমান প্রজন্মের সামনে তুলে আনলো এই পালা গান। তাদের এই প্রয়াসে খুশি এলাকার মানুষ।

ভাঁটা থিয়েটার লেবারেল নাট্যোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভাঁটা থিয়েটার লেবার কালচারাল অর্গানাইজেশান এর দ্বিতীয় পর্যায়ের তিনদিনের নাট্যোৎসব হয়ে গেল মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ে ৩১ জানুয়ারী থেকে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও উদ্বোধন সঙ্গীতের মাধ্যমে নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করেন মঞ্চে উপস্থিত একঝাঁক নাট্যব্যক্তিত্ব। প্রথমদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক ও প্রবন্ধিক রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় বিশিষ্ট ও অন্যান্য বিশিষ্ঠ নাট্য ব্যক্তিত্বরা। সঞ্জীব সরকার, চন্দন দাশ, সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় আলোক মণ্ডল, ভর্গোনাথ ভট্টাচার্য, মুরারি মুখোপাধ্যায়, বাদল কাঞ্জিলাল এবং ভাঁটা থিয়েটারের পরিচালক নাট্যকার আশিস সরদার মহাশয়। প্রতিটি বক্তার আলোচনায় উঠে এসেছে সময় ও থিয়েটারে দর্শক ও নাট্যদলগুলির ভূমিকা সেই সঙ্গে ভাঁটা থিয়েটারের নাট্য উপস্থাপনা ও নাট্যোৎসব ও সেমিনার বিষয়ক সদর্থক কিছু কথা। প্রখ্যাত অভিনেতা সঞ্জীব সরকার থিয়েটার লেবার শব্দটির সুন্দর ব্যাখা করেন, অর্গানাইজেশনের নামের মধ্যে লেবার কথাটি ওনাকে খুব আকৃষ্ট

করে। 'লেবার' এর মধ্যে আছে প্রতিজ্ঞা, কষ্টসহিষ্ণুতা, সফলতার প্রতীজ্ঞা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে থিয়েটার শিল্পীরা পরিশ্রম করে একটা প্রোডাকশানের জন্য, একটা দলের জন্য। তিনি আরও বলেন, অসম্ভব শ্রম ও বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে আলোয় এসে পৌঁছেছেন এই ভাঁটা থিয়েটারের নাট্য কর্মীরা, তাঁদের এই শৈল্পিক শ্রমকে কুর্নিশ। প্রথমদিন ছিল ২টি নাটক আয়োজক সংস্থার আশিস সরদারের নির্দেশনায় 'এবং কাল্পনিক' ও খড়দহ থিয়েটার জোনের তপন দাসের নির্দেশনায় 'স্বাধীনতার সূর্য'। দুটি নাটকই দর্শককে মুগ্ধ করেছে। দ্বিতীয় দিন ছিল ৩টি নাটক বাটানগর অঙ্কুরের রাধারমন ঘোষের নির্দেশনায় 'স্বর্গের কথা' শিবু চক্রবর্তী আগর পাড়া কালপুরুষের শঙ্কর বসুঠাকুরের নাটক ও রাজা গুহ নির্দেশিত 'ডলস হাউস'। আবিষ্কার থিয়েটার গ্রুপের প্রিয়ব্রত চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত 'মেধা বিক্রি আছে'। তিনটি নাটকই সুন্দর তবে রাজা গুহ পরিচালিত 'ডলস হাউস' প্রশংসা কুড়িয়েছে দর্শকদের। তৃতীয় ও শেষদিনের নাটকগুলি ছিল সোনারপুর চেনা অচেনা প্রযোজিত সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের নাটক ও প্রবীর নাথের নির্দেশনায় 'অন্বেষণ'। দ্বিতীয় নাটক আয়োজক দল ভাঁটা থিয়েটারের 'সিটি' নাটক নির্দেশনা আশিস সরদার ও কসবা নাট্য পিপাসুর 'খেলা' নাটক শিশির কুমার দাস নির্দেশনা পিনাকী সেনগুপ্ত। তিনটি ভিন্ন ধর্মী অসাধারণ নাটক উৎসবের শুরুতে এবং শেষে সমস্ত নাট্যদল, দর্শক ও বিশিষ্ট নাট্য আতিথিদেরকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানান, ভাঁটা থিয়েটারের পরিচালক আশিস সরদার ও সম্পাদক রুমা সিংহ। তিনদিনের নাট্যোৎসবে দর্শক উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

শক্তি সংঘের উদ্যোগে শারীরশিক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের উদ্যোগে রামনগর থানার অন্তর্গত সাধুর হাটে চাঁদা হাইস্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত ৫ দিনের আবাসিক ৫৮তম বার্ষিক জেলা শারীরশিক্ষা শিবিরের শুভ সূচনা হল। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ২৫০ জন শিক্ষার্থী ও ১০০ জন সংঘের কর্মী সেনানী ও প্রশিক্ষক গণের মিলিত প্রয়াসে ও চাঁদা হাইস্কুলের সার্বিক সহযোগিতায় আবাসিক এই জেলা শিবিরে মাঙ্গলিক প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে সকল শিবির বাসীর উদ্দেশ্যে আশীসবাণী নিবেদন করলেন উদ্বোধক পরম পূজ্য পাদ স্বামী শ্যাম সুন্দরানন্দজী মহারাজ। এছাড়াও অনুষ্ঠান মঞ্চ আলোকিত করে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী আনমিতা দাশগুপ্তা, বিদ্যালয়ের সভাপতি কাজল মুখার্জি সহ বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মীমণ্ডলী এবং ডঃ নটরাজ রায়, এইচ আর ডি ম্যনেজার, ক্রেশম্যাক ফাউন্ড্রি প্রাইভেট লিমিটেড, সোমনাথ ভট্টাচার্য, জেলা সভাপতি, খো খো সংস্থা, বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের যুগ্ম সম্পাদক নয়ন শঙ্কর ভট্টাচার্য, লায়ন্স ক্লাব বাখরাহাটের চেয়ারম্যান কাজল দত্ত ও সংঘের কর্মকর্তাগন। এই শারীর শিক্ষা শিবিরের দ্বিতীয় দিনে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে পালিত হয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮ তম জন্ম জয়ন্তী। সকালে বিশাল পদযাত্রা ট্যাবলো সহকারে, গানের ছন্দে, ড্রামের তালে মিছিলের শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠল এলাকার আকাশ বাতাস, মুগ্ধ নয়নে ভাষাহীন মুখে তাকিয়ে রইল এলাকার মানুষজন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শিবিরে অংশ গ্রহণকারীদের কলাকুশলতা দিকে। তৃতীয় দিনে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় চেয়ারম্যান, ডিজিটাল কমিউনিকেশন এণ্ড প্রাঃ লিঃ–এর ডঃ অনুপ কুমার মণ্ডল, ডাঃ তরুণ কুমার রায় ও আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। চতুর্থ দিনে শিবিরের নির্ধারিত কর্মসূচির সফল রূপায়ণে সর্বস্তরের কর্মী প্রশিক্ষকের অসামান্য অবদান অতি প্রশংসনীয়। সেদিনও মঞ্চ আলোকিত করে উপস্থিত ছিলেন উঃ ২৪ পরগণা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের সম্পাদিকা মাননীয়া উমা গাঙ্গুলী ঘটক, বংগীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের স্বেচ্ছা সেনা বোর্ডের চেয়ারম্যান তপন কর, প্রখ্যাত নৃত্য প্রশিক্ষক মিলন দাস, সোমেশ ভট্টাচার্য, দুর্গাপুর দেশবন্ধু পল্লী সেবা সংঘ সন্তোষ কুমারী শিক্ষা নিকেতনের প্রধান শিক্ষিক সোমনাথ পাল, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ শিখা রায়, ও হরিণ ডাঙ্গা হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক নির্মাল্যবাবু সহ আরও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। আবাসিক শিবিরের বিশাল কর্মযজ্ঞের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে পাথেয় করে সংগঠনের দীর্ঘ পথ চলা এবং শিবিরের এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলাপূর্ণ আয়োজন তার ভূয়সী সাধুবাদ জানিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন উপস্থিত সকল অতিথি বর্গ।

শিক্ষা শিবিরের পঞ্চম দিনে সমাপ্তি উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বেলসিংহা শিক্ষায়তনের প্রধান শিক্ষক দিলীপ কুমার দাশ, রায়পুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অমৃত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেখ মুজিবর রহমান, বুড়ুল হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তুষার কান্তি মণ্ডল, অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ব্রজেন্দ্র নাথ মণ্ডল, প্রখ্যাত ব্যায়ামবিদ আয়রণ ম্যান নীলমণি দাশের সুযোগ্য পুত্র বিশিষ্ট ব্যায়াম বিশারদ স্বপন কুমার দাশ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রখ্যাত ভূবিজ্ঞানী ডঃ জ্ঞান রঞ্জন কয়াল, বি. আর. আম্বেদকার পুরষ্কার প্রাপ্ত বিশিষ্ট শিশু ও চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ নীহার রঞ্জন কয়াল, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ নিলুফা খাতুন, বিশিষ্ট সাহিত্যিক সেখ গোলাম মহিউদ্দিন, বিশিষ্ট সমাজসেবী জনাব সেখ মইনুদ্দিন, চাঁদা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা আনমিতা দাশগুপ্তা, বিদ্যালয়ের সভাপতি কাজল মুখার্জি, বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার পার্থপ্রতিম ব্যানার্জি, শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত বাসন্তী হাই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক অমল নায়ক, নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ, আলিপুর বার্তা সাপ্তাহিকীর সহ সম্পাদক কুনাল মালিক, ডাঃ হাঃ–২ পঃ সমিতির নারী ও শিশু কল্যাণ বিষয়ক কর্মাধ্যক্ষ ডলি কয়াল, চাঁদা নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহদেব দেবশর্মা, বিশিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ বিশ্বজিৎ জানা, মনোজ মণ্ডল, সেখ মান্নান, নবীন ধাড়া, প্রহ্লাদ দাস, তাপস কুমার মণ্ডল, সুদীপ কাঞ্জী, প্রবীর মণ্ডল প্রমুখ আরও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। শিবিরের আগত নানান পেশার নানা সুধীজন তাঁদের বক্তব্যে শিবির উদযাপনের গুরুত্ব কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ ও বাস্তবোপযোগী এবং সকল দক্ষ প্রশিক্ষকগণের সুনিপুণ প্রশিক্ষণে মাত্র ৪দিনে এত নয়নাভিরাম অপূর্ব সুন্দর উপস্থাপনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সেরা শিক্ষার্থীর শিরোপা অর্জন করল নেতাজী দলের অঙ্কিত খাঁ ও সারদা দলের পল্লবী দাস, নৈশ মজলিসে শ্রেষ্ঠ পরিবেশনায় পুরস্কার লাভ করল মাতঙ্গিনী দলের অনুষ্কা মণ্ডল ও বিদ্যাসাগর দলের আকাশ মণ্ডল। সকল প্রশিক্ষক ও শিবিরে সেরা শিক্ষার্থীদ্বয় এবং মজলিসে সেরা পরিবেশক দুজনের হাতে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সকল শিক্ষার্থী, প্রশিক্ষক ও প্রশাসনিক আধিকারিকগণকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

মানসিক প্রতিবন্ধীদের সরস্বতী প্রতিমা

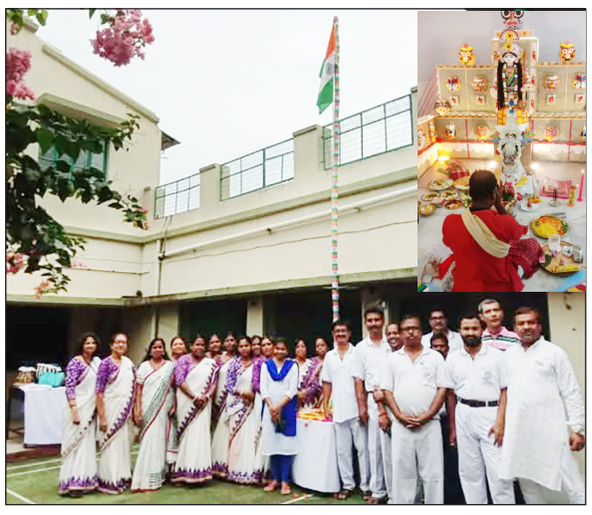

মলয় সুর, হুগলি : ভদ্রেশ্বরের শিক্ষাবিদ অশোক চক্রবর্তীর ভাবনা থেকে ১৯৯২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর তার পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'শেল্টার' মানসিক প্রতিবন্ধী স্কুল। এটি বিশেষ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র। ১৯৯৯ থেকে ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রিয় সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৯৪ সালে রাজ্য সরকার কর্তৃক পোষিত হয়।

ভদ্রেশ্বরের তটিনী সিনেমা হলের কাছে মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য রাজ্য সরকারের একমাত্র বিশেষ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অনুমোদিত। বর্তমানে ১৬১ জন ছাত্র এখানে পঠনপাঠন করে। তিনটি বিভাগে তৃতীয় শ্রেণি, ক্লাস ফাইভ ও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। এখানে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৩৪ জন শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন। এখানে ২০ জন শিক্ষার্থী হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। অনেক দূর থেকে শিক্ষার্থী আসে। তাদের পড়াশোনার সমস্ত খরচ সরকারি বহন করে। তবে হোস্টেলের খরচ নিজে বহন করতে হয়। প্রতিবছর মাস এডুকেশন থেকে তাদের ইউনিফর্ম, স্কুল ব্যাগ, জুতো দেওয়া হয়। বিদ্যালয়টি এনআইওএস অধীনে রয়েছে। বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকার মাধ্যমে পড়ানো হয়। পড়াশোনার সঙ্গে আত্মনির্ভরশীলতার শিক্ষা ও সমান গুরুত্ব দিয়ে দেওয়া হয় যাতে বৃহত্তর সমাজের মূলধারায় সহজেই এরা মিশে যেতে পারে। পড়াশোনা বাদে নাচ, গান, আবৃত্তি, খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ছাত্র–ছাত্রীদের হাতে নজরকাড়া সরস্বতী প্রতিমা তৈরি করে পুজো হয়। পাশাপাশি হাতের তৈরি জুটের ব্যাগ, নানা ধরনের মসলা বানানো, ফেব্রিকের কাজ, পুঁতির ব্যাগ এই সমস্ত বাগদেবীর আরাধনার সময় প্রদর্শনীতে দেখা যায়। একজন আংশিক সময়ের চিকিৎসক আবাসিক ও অনাবাসিকদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে দেখভাল করেন। প্রতিবন্ধকতার অন্যতম মূল কারণ অপুষ্টি তাই শিক্ষার্থীদের পুষ্টিকর খাওয়ার দিকে নজর দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্ট অশোক চক্রবর্তী বলেন, 'প্রতিবছর শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবহার ব্যবস্থা করা হয়। এখান থেকে ১৯৯৮ সালে ইংল্যান্ডে বিশ্ব ওয়ার্ল্ড লার্নিং ডিজেবল ফুটবলে সুরজিৎ মণ্ডল ও সঞ্জয় মালো ফুটবল খেলেছেন। এখান থেকে পড়াশোনা করে বহু বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছেলে–মেয়ে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শিক্ষক স্মৃতিতে প্রকাশিত সৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩২ বছর আগে না–ফেরার দেশে পাড়ি দেন দক্ষিণ কোলকাতার সাউথ সাবার্বান স্কুল (মেন) এর শিক্ষক রজত চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁকে আজও ভুলতে পারেনি তাঁর প্রাক্তন ছাত্ররা। তিনি তো কেবল সাধারণ শিক্ষক ছিলেন না, তিনি ছিলেন মানুষ তৈরির কারিগর, পথের দিশারী। তিনিই প্রথম দেশী নৌকায় হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর অভিযানের বীর দলপতি, প্রথম স্কুল ছাত্রদের নিয়ে ভারতবর্ষের সমগ্র উপকূল পরিক্রমায় বেরোনো নির্ভীক শিক্ষক, নামমাত্র রেস্ত নিয়ে দেশ দেখার নেশা ধরানো পথ–পাগল মানুষ, বই থেকে জীবনের পাতা পড়ানো পরম শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশাই। স্বাধীন ভারতবর্ষে জন্মানো প্রথম কয়েকটা প্রজন্মকে তিনি শুধু বই বা বিদ্যালয়ের গণ্ডিতেই আবদ্ধ রাখতে চাননি, তাদের দেখাতে চেয়েছেন নিজের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ও সেখানকার মানুষের জীবন, তাদের বেঁধে রাখতে চেয়েছেন কঠোর শৃঙ্খলার বাঁধনে আবার উন্মুক্ত করেছেন প্রকৃতির আঙিনায়, নিয়োজিত করেছেন মানুষের কল্যাণে। এহেন মাষ্টারমশাইকে তাঁর ছাত্ররা ভুলবে কিভাবে! সেই ব্যতিক্রমী মানুষটির স্মরণে তাঁর প্রাক্তন ছাত্র স্বরূপ ঘোষের সংকলন ও সম্পাদনায় 'সৃতি' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, সাউথ সাবার্বান স্কুল প্রাঙ্গণে, তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ ছাত্র ও অনুরাগীর সমাগমে। এই গ্রন্থের স্মৃতিচারণামূলক রচনার অন্তরালে সেই ব্যতিক্রমী মাষ্টারমশাইটির জীবন ও আদর্শের প্রকৃত মূল্যায়ন হবে, তাঁর বিচিত্র কর্মকাণ্ড অনুপ্রাণিত করবে আগামী প্রজন্মকে, এই আশাতেই বুক বেঁধেছে তাঁর অনুগামীরা। তিন দশক আগে হারিয়ে যাওয়া শিক্ষকের স্মরণে এমন আবেগঘন ও দৃষ্টান্তমূলক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিঃসন্দেহে বিরল।

সরস্বতী পুজোতে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মসূচি

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া: সরস্বতী পুজো উপলক্ষে হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নাওয়াপাড়া বিশালক্ষী বালক সংঘের পরিচালনায় ধুমধাম করে হয় সরস্বতী পুজো। এই উপলক্ষে ছিল বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সমাজ সংস্কারমূলক কর্মসূচি। কবিতা, গান, নৃত্য, ম্যাজিক শো, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, যেমন খুশি সাজো ছাড়াও ধুনুচি নাচ সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মুলক অনুষ্ঠান। ছিল বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির। ভারতীয় সেনাবাহিনীর উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। এছাড়া বস্ত্র ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। মায়াপুর ইসকনের নগর ভ্রমণ ও হরিনাম সংকীর্তন সকলের নজর কাড়ে। সমস্ত অনুষ্ঠান ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

সরস্বতী পুজোয় ব্যতিক্রমী ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান : কোথাও সংস্কৃত মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ। কোথাও পুজোয় পুরোহিতের ভূমিকায় মহিলা। কোথাও থিম পুজোয় দেবীর হাতে গীতা গ্রন্থে শোভাবর্ধন। সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে এরকমই হরেকপ্রকার ব্যতিক্রমী ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটল পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে। রাজ্যের 'শস্যগোলা' রূপে পরিচিতি এই জেলার প্রতিটি প্রান্তর দু'দিন ধরে আড়ম্বরের সঙ্গে বাগদেবীর আরাধনায় মেতে উঠেছিল।

জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী মন্দির নগরী কালনা সহ সন্নিহিত এলাকায় অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে সরস্বতী আরাধনার আয়োজনে এবারও কোনও খামতি ছিল না। থিম কালচারে পুজোর আয়োজনে চোখধাঁধানো মণ্ডপ সহ আলোকসজ্জার রোশনাই। উৎসবের আবহে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল শহর থেকে গ্রামান্তর। কাটোয়া ২ নং ব্লকের ঘোড়ানাশ, মুস্থলী, আমডাঙা প্রভৃতি জায়গায় এবারও ব্যাপক ধুমধামের সঙ্গে বাগদেবীর বন্দনায় মেতে উঠেছিল অসংখ্য ক্লাব। কাটোয়া শহরেও বেশ কিছু উদ্যোক্তা বিগত বছরগুলির ধারা বজায় রেখে অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গেই সরস্বতী পুজোর আয়োজন করেছিল। তবে, এসবের মধ্যে আলাদা করে নজর কেড়েছিল বেশ কিছু পুজো। বর্ধমান সদর মহকুমার জামালপুরে সারদা মিশন শিক্ষণ মন্দিরে বাগদেবী বন্দনায় সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ করা হয়নি। সেখানে মন্ত্রগুলি বাংলাভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। সেই অনুবাদ করা মন্ত্রেই পুরোহিতের সঙ্গে গলা মিলিয়ে পড়ুয়া সহ সকলেই দেবীর উদ্দেশে অঞ্জলি প্রদান করে। এবিষয়ে মারুত কাশ্যপ প্রণীত একটি পুস্তকও এদিন প্রকাশ করা হয়। যেখানে বিশিষ্টজনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার, অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অংশুমান কর প্রমুখ। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মন্ত্রকে সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় তর্জমা করে বোধগম্যভাবে ছন্দবদ্ধ রূপ দেওয়ার এই ভাবনাটি জনমানসে যথেষ্টই আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে, মন্তেশ্বরে রেজিস্ট্রি অফিসপাড়ায় একটি প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পুজোয় অব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এবং মহিলা পুরোহিতের অংশগ্রহণ নিয়েও ব্যাপক কৌতূহল সৃষ্টি হয়। এখানে একলব্য সংস্কৃত চর্চা কেন্দ্রে আয়োজিত বাগদেবীর বন্দনায় পৌরহিত্য করেন শিক্ষিকা সুনন্দা রায়চৌধুরি। শহর থেকে অনেক দূরে গ্রামীণ এলাকায় একেবারে উল্টোপথে হেঁটে বাঁধা ছক ভেঙে পুরোহিতের ভূমিকায় একজন অব্রাহ্মণ মহিলার প্রবেশ আক্ষরিক অর্থেই চমকপ্রদ ঘটনা। কলকাতা সহ অনেক শহরেই অবশ্য বিভিন্ন পুজো, বিবাহ সহ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে পুরোহিতের ভূমিকায় মহিলাদের দেখা যাচ্ছে ইদানিং। তবে, সেটা উল্লেখযোগ্য হারে না হলেও মহিলা পুরোহিতদের পদক্ষেপ নিয়ে কিন্তু ইতিউতি চর্চা চলছে বেশ। উচ্চশিক্ষিতা সুনন্দাদেবী হাওড়ার বেলুড়ে একটি প্রতিষ্ঠান থেকে পৌরহিত্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং কলকাতায় শিক্ষকতার পেশায় যুক্ত। তিনি স্বামী শরবিন্দু রায়ের প্রতিষ্ঠানে এবারই প্রথমবার সরস্বতী পুজোয় পৌরহিত্য করলেন। এযেন পৌরহিত্যে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একচ্ছত্র আধিপত্যকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা। সর্বসমক্ষে এভাবে পুরোহিতের ভূমিকা পালন করতে পেরে সুনন্দাদেবীও মনেপ্রাণে অত্যন্ত খুশি। শরবিন্দু রায় বলেন, 'এই সরস্বতী পুজোয় আমার স্ত্রীকে পুরোহিতের ভূমিকা দেখে এলাকার সকলের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল ছিল। তার পৌরহিত্যের ঘটনায় আমাদের কোনও চাপে পড়তে হয়নি। সকলেই এই ব্যাপারটায় একটা নতুনত্ব উপভোগ করেছেন এবং স্বাগত জানিয়েছেন।

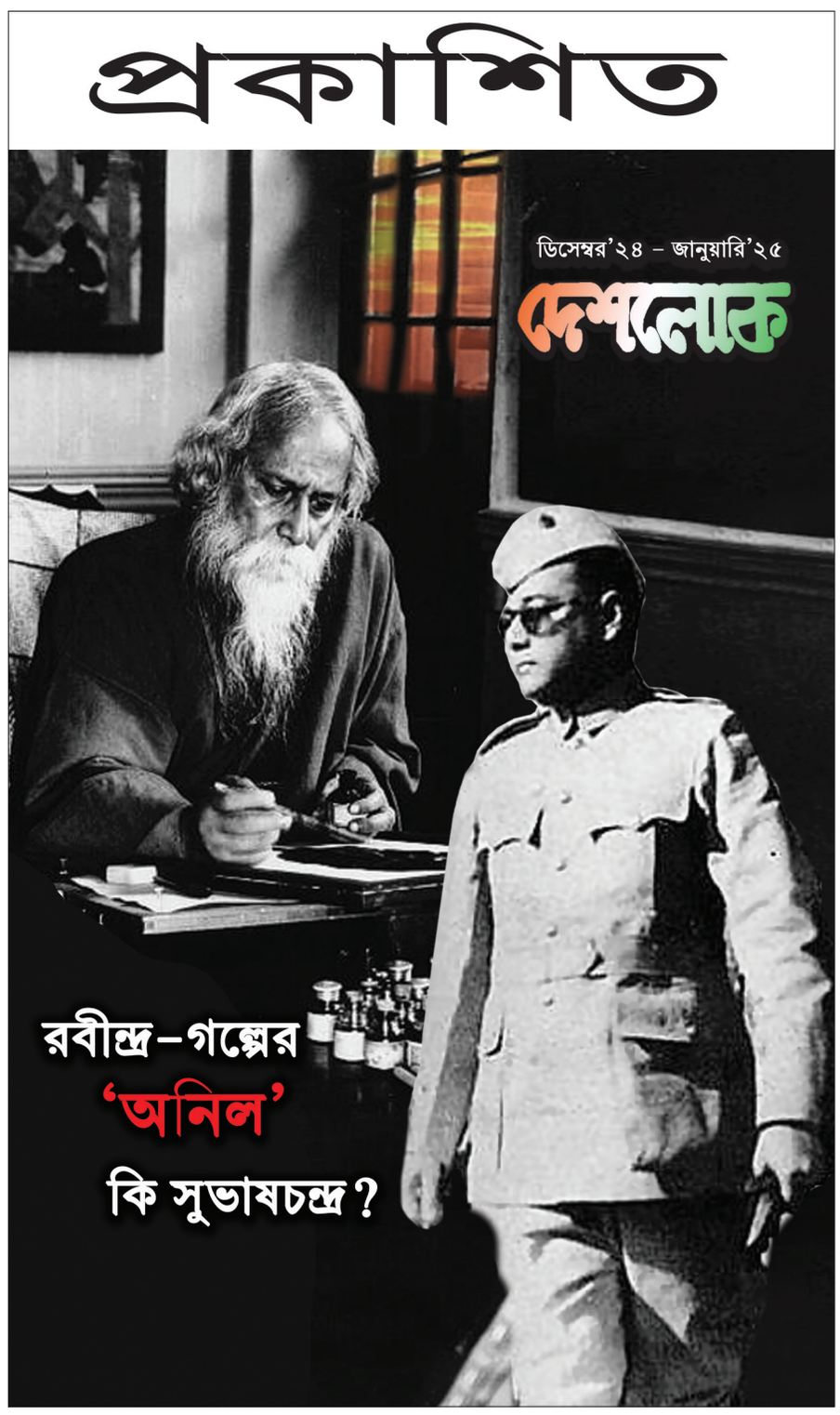

আঁতস কাঁচে

টিকিট শেষ

পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক না কেন, ভারত-পাক ক্রিকেটের লড়াই মানে যেন আবেগের বিস্ফোরণ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে এই লড়াই দেখার জন্য টিকিট ছাড়ার একঘণ্টার মধ্যেই নাকি সব শেষ! জানা গিয়েছে, অন্তত দেড় লক্ষ ক্রিকেটপ্রেমী ভিড় জমিয়েছিলেন টিকিট কাটার ওয়েবসাইটে। অফলাইনেও ছিল লম্বা লাইন। দুবাইতে খেলা দেখতে এত দ্রুত যে টিকিট শেষ হয়ে যাবে তা ভাবেননি অনেকেই। শুধু তাই নয়, আইসিসির ওয়েবসাইটেও লেখা হয়েছে ভারত-পাক, ভারত-বাংলাদেশ ও ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচের টিকিট শেষ হয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া দুবাইয়ে হতে যাওয়া সেমিফাইনালেরও টিকিট শেষ। ২৩ ফেব্রুয়ারি হবে ভারত-পাক মহারণ।

বরাদ্দ বাড়ল

চলতি বছরে অলিম্পিক, কমনওয়েলথ বা এশিয়ান গেমসের মতো কোনও বড় প্রতিযোগিতা নেই। তবু ক্রীড়াক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়ল। কেন? অনেকেই মনে করছেন ২০৩৬ সালের অলিম্পিক'এর কথা মাথায় রেখেই কেন্দ্র বরাদ্দ বাড়াচ্ছে। জাতীয় গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও ফের অলিম্পিক আয়োজন নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০২৫-২৬ আর্থিক বর্ষে খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পে ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ আর্থিক বর্ষে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ছিল ৮০০ কোটি। অর্থাৎ একলাফে এবার বেড়েছে ২০০ কোটি টাকা। সার্বিক ভাবে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া খাতে ৩, ৭৯৪.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যা গতবারের চেয়ে ৩৫১.৯৮ কোটি টাকা বেশি।

বিশেষ সম্মান

জীবনকৃতি সম্মান পেলেন কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকর। পুরুষদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বোর্ডের বর্ষসেরার পুরস্কার জিতলেন জসপ্রীত বুমরাহ। মহিলাদের ক্রিকেটে সেরার পুরস্কার পেলেন স্মৃতি মান্ধানা। বিসিসিআইয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণীতে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ পুরস্কার তুলে দেন শচীন তেন্ডুলকরের হাতে।

মহাকুম্ভে খালি

সাধু-সন্ন্যাসিনীদের ভিড়ে থিকথিক করছে উত্তরপ্রদেশের তীর্থক্ষেত্র প্রয়াগরাজ। পুণ্যের আশায় ডুব দিতে হাজির রথী-মহারথী থেকে তারকারাও। তবে এরমধ্যেই ডুব দিয়ে যে দৈত্যাকার মানুষকে উঠতে দেখলেন সবাই, তাঁকে দেখে থ বনে যাওয়ার অবস্থা। দ্য গ্রেট খালি। ডব্লিউডব্লিউই কিংবদন্তি। সামনে পেতেই জলেতেই শুরু হয়ে যায় ভক্তদের সেলফি তোলার হিড়িক। সমাজমাধ্যমে সেই ভিডিও পোস্ট করেন স্বয়ং খালি নিজেই।

স্মিথ ১০ হাজার

ইতিহাসের প্রথম ব্যাটার হিসেবে ১০ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করা ব্যাটার ভারতের সুনীল গাভাসকর। টেস্টে ব্যাটারদের তালিকায় বেশি রান নিয়ে সবার ওপরে আছেন ভারতের শচীন তেন্ডুলকর। সেই ১০ হাজার ক্লাবে সর্বশেষ সংযোজন হলেন স্টিভ স্মিথ। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গল টেস্টে শুরুর দিনেই কাঙ্ক্ষিত মাইলফলক স্পর্শ করেছেন স্টিভ স্মিথ। এই ম্যাচের আগে স্মিথের রান ছিল ৯ হাজার ৯৯৯। প্রথম বলেই সিঙ্গেল নিয়ে টেস্টের ১৫তম ও অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ ব্যাটার হিসেবে ১০ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন এই অস্ট্রেলিয়ান।

মাত্র ৬

সকাল থেকে ছিল প্রত্যাশা। উপচে পড়েছিল ভিড়। ১৫টা বল! বিরাট কোহলি রেলওয়েজের ফাস্ট বোলার হিমাংশু সাংওয়ানের বলে ৬ রানে আউট হতেই মুহূর্তে যেন ফাঁকা হয়ে গেল অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম।

জাতীয় গেমস

বাংলা দলে চরম অশান্তি নামাই হল না সাঁতারে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলাকে নিয়ে বিতর্ক কাটছেই না। একের পর এক বিতর্কে বাংলা। জাতীয় গেমসে সাঁতারে বাংলাকে নিয়ে বিতর্কের পুনরাবৃত্তি। যে ইভেন্টে বাংলাকে দু'টি সোনা এনে দিয়েছেন সৌবৃতি মণ্ডল, সেই ইভেন্টের মহিলা রিলে রেসে নামতেই পারল না বাংলা। প্রতিযোগীদের অন্দরে ন্যাক্কারজনক ঝামেলায় বাংলাকে বাতিলই করে দিলেন জাতীয় গেমস আয়োজকেরা। জাতীয় গেমসে বাংলাকে রিলে দলের প্রতিযোগী স্বস্তিকা দাসের বিরুদ্ধে খারাপ আচরণের অভিযোগ। এমন ঘটনায় সাঁতার সংস্থার কর্তা রামানুজ মুখোপাধ্যায়ের গলায় উল্টো সুর।রিলেতে নামার আগে কলরুমে প্রতিযোগীদের হাজিরার সময় সৌবৃতির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন স্বস্তিকা। সৌবৃতি বলেন, ''রিলে দলে আমার নাম প্রথমে রাখা হয়েছিল। কিন্তু আমি দলকে আগেই বলেছিলাম, আমি সবার শেষে নামব। কিন্তু দল তৈরির সময় সেটা শোনা হয়নি। রিলে শুরু হওয়ার আগে আমি, মৌবনী, স্নিগ্ধা এবং স্বস্তিকা কল রুমে দাঁড়িয়েছিলাম। তখনই স্বস্তিকা আমার সঙ্গে খারাপ ভাষায় কথা বলেছে। আমি দিল্লিতে থেকে অনুশীলন করি, দুটো পদক পেয়েছি বলে অহংকারী হয়ে গিয়েছি, এমন সব কথা বলে আমাকে। এক জন ১৪ বছরের মেয়ে, যার থেকে আমি ন'বছরের বড়, সে আমাকে যে ভাবে অপমান করেছে, তাতে আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। সেখানে বাংলার যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কেউ প্রতিবাদ করেননি। তবে দলের বাকিরা পাশে ছিল। আমার মায়ের সঙ্গেও খারাপ আচরণ করেছে স্বস্তিকা। মায়ের দিকে আঙুল তুলে কথা বলেছে।''কল রুমে ঝামেলার সময় আয়োজকেরা পুরো ব্যাপারটাই খেয়াল করেছিলেন। তাঁরা বাংলার প্রতিযোগীদের কল রুম ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলেন। বাংলার নামও ইভেন্ট থেকে বাদ দেন। রিলে ইভেন্টে বাংলার পদক পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকলেও স্রেফ প্রতিযোগীদের ঝগড়ার কারণে বাতিল করে দেওয়ার ঘটনা সাম্প্রতিক কালে ঘটেনি। স্বস্তিকার অভিযোগ, "বাংলার হয়ে গত আট বছর ধরে খেলছি। প্রচুর পদক দিয়েছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও দিন কোনও ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি। কোনও সংবর্ধনাও দেওয়া হয়নি। চাই বাংলার লোকেরা যেন আমাকে একটু ভালবাসে।" রামানুজের বক্তব্য, "এটা

তিন দিন আগের কথা। এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি। যে হেতু ওই ইভেন্টে পদক পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তাই খেলোয়াড়দের বিশ্রাম দিতে আমরাই নাম তুলে নিয়েছিলাম। তাই জন্যই সৌবৃতি দুটো পদক জিতেছে। আসলে গত বার বাংলা সাঁতারে কোনও পদক জেতেনি। এ বার দুটো পদক পেয়েছে বলেই বিভিন্ন কথা ছড়ানো হচ্ছে।"বাংলার শেফ দ্য মিশন বিশ্বরূপ দে বললেন, "আমি এখন দেহরাদূনে রয়েছি। সাঁতারের ইভেন্ট হচ্ছে হলদোয়ানিতে, যা প্রায় ছ'ঘণ্টা দূরে। ঘটনার কথা আমি শুনেছি। রিপোর্টও পেয়েছি। দল বাতিল করার খবর সঠিক নয়। জাতীয় গেমসে বাংলা দলকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, এটা তো অনেক বড় খবর। সে রকম কিছুই হয়নি। কৌশলগত সিদ্ধান্তের কারণেই দল নামানো হয়নি। এটা নিয়ে বিতর্কের কিছু আছে বলে মনে হয় না।"উত্তরাখণ্ডে জাতীয় গেমসে অংশ নিতে গিয়ে বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বাংলার বিভিন্ন টিমকে। সাঁতার। রোয়িং। লন বল। ব্যবস্থাপনায় বিরাট খামতি। খাবার-দাবার নিয়েও অল্প-বিস্তর সমস্যা। ২৮ জানুয়ারি থেকে শুরু জাতীয় গেমস ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। দশ হাজারের উপর অ্যাথলিট অংশ নিচ্ছেন তেত্রিশটা ইভেন্টে। বাংলাও খেলছে একাধিক বিভাগে। গেমসে নেমে প্লেয়ারদের ভোগান্তির সীমা নেই। সাঁতারের ইভেন্ট হচ্ছে হলদওয়ানিতে। বাংলার মহিলা সাঁতার দল রয়েছে পাহাড়ের উপরে ভীমতালে। নিত্য কুড়ি কিলোমিটার করে প্লেয়ারদের উঠতে-নামতে হচ্ছে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে! ইভেন্ট হচ্ছে সমতলে। ঝঞ্ঝার যাতায়াত করতে গিয়ে অ্যাথলিটদের কেউ কেউ অসুস্থও হয়ে পড়েন।

একাধিক পদক জিতলেও বঞ্চনার শিকার বাংলার যোগাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় গেমসে যোগাসনে এবার বাজিমাত করল বাংলা। ৩টি সোনা ও ১টি রুপো জিতেছেন বাংলার প্রতিযোগীরা। আর সেই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান দেখেই সামনে এলো গুরুতর বিতর্ক। বাংলার মুখ যাঁরা উজ্জ্বল করলেন তাঁদের প্রতি বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের বঞ্চনা, উপেক্ষা, অসহযোগিতার গুরুতর অভিযোগ উঠল। জাতীয় গেমসে ট্র্যাডিশনাল যোগাসনে সোনা জিতেছেন হুগলির হিন্দমোটরের ঋতু মণ্ডল, রুপো জিতেছেন পূর্ব বর্ধমানের পূর্ব সাতগেছিয়া গ্রামের সাথী মণ্ডল। রিদমিক পেয়ারে সাথী বর্ধমানের সর্বশ্রী মণ্ডলের সঙ্গে জিতেছেন সোনা। মুর্শিদাবাদের কান্দির শিল্পা দাস আর্টিস্টিক সিঙ্গলে জিতেছেন সোনা। কিন্তু এই পদকজয়ী-সহ জাতীয় গেমসে যোগাসনে অংশ নেওয়া কোনও প্রতিযোগীই বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে ন্যূনতম ট্র্যাক স্যুট পর্যন্ত পাননি। ট্রেনে যাতায়াতের টিকিটের ভাড়া পর্যন্ত কেউ পাননি। প্রতিযোগীদেরই টিকিট কাটতে হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডে জাতীয় গেমসের আসরে ফোন করে জানা গেল, ২২টি রাজ্যের প্রতিযোগীরা যোগাসনে অংশ নিয়েছিলেন। একমাত্র বাংলার প্রতিযোগীরাই রাজ্য অলিম্পিক সংস্থার তরফে ট্র্যাক স্যুট পাননি। নেপথ্যে যোগাসন নিয়ে সংস্থার গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব।

বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন স্বীকৃত সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ যোগা অ্যাসোসিয়েশন। সেখান থেকে কেউ জাতীয় গেমসে যেতে পারেননি। আবার সর্বভারতীয় যোগাসন ভারতের স্বীকৃত অল বেঙ্গল যোগাসন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে স্বীকৃতি দেয়নি বিওএ। সেই সংস্থার প্রতিযোগীরাই উজ্জ্বল করলেন বাংলার মুখ।

জেলায় জেলায় টক্কর

ফুটবল নিয়ে মাঠ দাপালেন মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি , সুন্দরবন : রান্নাঘর আর মাঠের কাজ সামলেও এবার ফুটবল পায়ে মাঠ দাপিয়ে বেড়ালেন সুন্দরবনের মহিলারা। নদীর চরে ম্যানগ্রোভ রোপণের মতো কঠিন কাজের পাশাপাশি এবার তাঁরা নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরলেন প্রকাশ্য ফুটবল ময়দানে। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী ব্লকের রানীগড় গ্রামে এক বিশেষ ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল গয়েশপুর হামরাহী ট্রাস্ট ও ঝড়খালি সবুজ বাহিনী। এই টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া মহিলারা প্রতিদিনের পরিশ্রমের মধ্যেও খেলায় অংশগ্রহণ করে দারুণ উচ্ছ্বসিত। খেলার শেষে আকর্ষণীয় পুরস্কার পেয়ে আরও বেশি উৎসাহিত হলেন হেমা কয়াল, মনরমা সরকার, বন্দনা মণ্ডল, শিবানী মণ্ডল, মলিনা বৈরাগীরা। আয়োজক কমিটির অন্যতম সদস্য প্রশান্ত সরকার জানান, 'সুন্দরবনের মহিলাদের প্রতিভাকে সবার সামনে তুলে ধরার জন্যই এই ফুটবল টুর্ণামেন্টের আয়োজন। এছাড়াও মহিলাদের স্বাবলম্বী করতে বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।'

পূর্ব বর্ধমান জেলা ফুটবল ও ভলিবল প্রতিযোগিতা

দেবাশিস রায় : বিপুল উৎসাহের সঙ্গে সম্পন্ন হল পূর্ব বর্ধমান জেলা ফুটবল ও ভলিবল প্রতিযোগিতা। বর্ধমান নেহেরু যুব কেন্দ্রের সহযোগিতায় ও পূর্ব বর্ধমান জেলা স্পোর্টস অ্যান্ড ফিজিক্যাল কালচার অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হল। ১ ফেব্রুয়ারি শনিবার কাটোয়া কলেজ ময়দানে ফুটবল এবং কাটোয়া ভারতী সংঘে ভলিবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। পরিচালক সংস্থার ক্রীড়া সম্পাদক সমর দাস জানিয়েছেন, জেলার মোট ১১টি ব্লক থেকে পুরুষ ও মহিলা টিম এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয় পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকের মেড়তলা বঙ্গ ফুটবল ক্লাব। ভলিবল ২ বিভাগেই বিজয়ী হয়েছে কালনা সরস্বতী সংঘ। খেলার প্রতি যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ এবং উৎসাহ বৃদ্ধির করার লক্ষ্যে এই খেলায় অংশগ্রহণকারী সকল টিমকেই ট্রফি ও শংসাপত্র সহ বিশেষভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে।

এই প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান নেহেরু যুব কেন্দ্র আধিকারিক উত্তরা বিশ্বাস ও প্রজেক্ট অফিসার সুজন ঠাকুর, কাটোয়ার পুরচেয়ারম্যান সমীরকুমার সাহা, কাটোয়া থানার ট্রাফিক ইনচার্জ স্নেহাশিস চৌধুরি, জাতীয় ভলিবল প্রশিক্ষক তথা শিক্ষক কিশোর কুমার মালাকার প্রমুখ। আধিকারিক উত্তরা বিশ্বাস তাঁর বক্তব্যের মধ্যদিয়ে বর্তমান যুব সমাজকে শুধুমাত্র মোবাইলমুখী হয়ে ঘরবন্দি না থেকে খেলাধুলার প্রতি এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যদিকে, রবিবার বর্ধমানে রাধারানি স্টেডিয়ামে আয়োজিত দ্বিতীয় ডিভিশন ক্রিকেট লিগ খেলায় জয়লাভ করে বাম অ্যাপেলোক্লাব। জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত এদিনের খেলায় অ্যাপেলো অ্যাথলেটিক ক্লাব পরাজিত হয়েছে। বিজয়ী দলের সংগৃহীত মোট ২৯৫ রানের মধ্যে অনুপকুমার মল্লিকের ব্যাট থেকে ১১৪ রানের বড়ো স্কোর সকলকে তাক লাগিয়ে দেয়।

উপেক্ষিত, খোঁজ রাখে না কেউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ২০২৫ সালের স্বামী বিবেকানন্দ ওপেন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ান প্রতিযোগীতায় বিভিন্ন বিভাগে দাপট দেখিয়ে একাধিক গোল্ড মেডেল জিতে নিয়েছে সুন্দরবনের ক্যানিংয়ের একাধিক ক্ষুঁদে ক্যারাটে প্রতিযোগী প্রশিক্ষক রাজু বিশ্বাসের নেতৃত্বে। ক্যারাটে প্রতিযোগীতার বিভিন্ন বিভাগে ১০ টি গোল্ড, ২টি সিলভার ও ৫টি ব্রোঞ্জ পদক জয়লাভ করে সমগ্র দেশে সাড়া ফেলে দিয়েছে ক্যানিংয়ের আয়ুষ বিশ্বাস, অদিতি দেবনাথ, ঐন্দ্রি প্রধান, ঈশিকা মণ্ডল, সৌমি দেবনাথ, অঙ্কিতা মণ্ডল, সিধু জাগুলিয়া, অনিমেশ মণ্ডল, দেবাং দেবনাথ, বিজেতাংশু দেবনাথ'রা।

১৯ জানুয়ারি ১৬তম 'কাইজেন ক্যারাটে ডু অ্যাশোসিয়েশন ওফ ইন্ডিয়ার' উদ্যোগে জাতীয়স্তরের এই ক্যারাটে প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল শিলিগুড়ির বিড়লা দিব্যজ্যোতি স্কুলে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাঁচশোর অধিক প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের স্বামী রাঘবনান্দ মহারাজ, এসএসবির ডি আই জি একেসি সিং, শিলিগুড়ি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সাধারণ সচিব চঞ্চল মজুমদার সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

উল্লেখ্য, সুন্দরবনের ক্যানিংয়ের ক্ষুঁদে ক্যারাটেম্যানরা ক্যানিং ষ্টেশনে পৌঁছালে, কেউ কোনও প্রকার খোঁজ খবর না নেওয়ায় কিংবা সামান্য একটি গোলাপ ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা না জানানো বিমর্ষ হয়ে পড়ে উদীয়মান আগামীর ভবিষ্যত ক্যারাটেম্যানরা। শত আনন্দের মধ্যে একরাশ দুঃখ যন্ত্রণা নিয়ে রওনা দেয় বাড়ির অভিমুখে।

এযাবৎ মহিলা এবং পুরুষ বিভাগে আন্তর্জাতিক স্তরে ও স্বীকৃতি লাভ করেছে। তবে মনে রাখেনি কেউ এমনকী প্রিয় শহর ক্যানিং।

ক্ষুদে ক্যারাটেম্যান অদিতি দেবনাথ এর মা মণিমালা ওরফে তিথি দেবনাথ আপেক্ষ করে জানিয়েছেন, 'ছোটরা ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় গোল্ড পদক পেলেও তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য সামান্য একটি গোলাপ দিয়ে কেউ শুভেচ্ছা জানালোনা। বড় দুর্ভাগ্য, যেখানে ফুটবল, ক্রিকেট, দাবাড়ু, দৌড়বীদ সহ অন্যন্যাদের সাফল্যে সকলেই উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। সেখানে একমাত্র ক্যারাটে ব্রাত্য।'

আন্তর্জাতিক যোগায় ২টি স্বর্ণ পদক বজবজের সুস্মিতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : বিশ্বের দরবারে আবার জায়গা করে নিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা। খেলাধূলায় বরাবরই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এই জেলা। এবার বজবজ পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের নস্কর পাড়ার বাসিন্দা সুস্মিত নস্কর যোধপুর পার্ক বয়েস স্কুলের দশম শ্রেণীর এক ছাত্র আন্তর্জাতিক যোগা প্রতিযোগিতায় ২টি স্বর্ণপদক পেল। যার একটি অনুষ্ঠিত হয় ইউনিভার্সাল যোগা স্পোর্টস ফেডারেশনের উদ্যোগে বিশাখাপত্তনমে। সেখানে যোগা বিশ্বকাপে ১৪ থেকে ১৭ বছর বয়সি ইভেন্টের একটিতেই অংশগ্রহণ করে পায় স্বর্ণপদক এবং অপরটি পায় সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত হওয়া 'এশিয়া যোগা ফেডারেশনের উদ্যোগে' ১০তম এশিয়া কাপে। মোট ১২টি দেশের ৫০ জন প্রতিযোগীদের মধ্যে সুস্মিত যোগা ট্র্যাডিশনালে পায় স্বর্ণপদক। এছাড়াও আর্টিস্টিক সোলোতে ১টি রুপোর পদক এবং যৌথভাবে আরও ১টি রুপোর এবং ১টি ব্রোঞ্জ পদক পায়। জাতীয় স্তরের পুরস্কারের সংখ্যাটাও প্রায় অনেক। ডিস্ট্রিক্ট, স্টেট এবং জাতীয় স্তরে কৃতকার্য হয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও সে তার সুনাম অক্ষত রেখেছে। ৭ বছর বয়স থেকেই যোগার প্রতি টান তৈরি হয় সুস্মিতের। বাবা স্বপন নস্কর প্রাইভেট ফার্মে কর্মরত হওয়ায়

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবার জন্য প্রায় বারবারই আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় সুস্মিতের পরিবারকে। তাই তাঁর পরিবারের আবেদন সুহৃদয় কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা তাদের যদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। তাঁর মা বলেন, বজবজের বিধায়ক অশোক দেব তাদের নানাভাবে সাহায্য করেছে। যোগা এবং পড়াশোনা ছাড়াও সুস্মিতের আঁকতে ভাল লাগে। তবে বর্তমানে সময়ের অভাবে তা আর হয়ে ওঠে না। সুস্মিত নস্কর আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতবর্ষের নাম উজ্জ্বল করায় গর্বিত তাঁর পরিবার, গর্বিত সমগ্র বজবজের আপামর জনগণ। গর্বিত দ:২৪ পরগনার মানুষ।

নামী মিডিয়ার কাছে জাতীয় গেমস আজ ব্রাত্য

আরিফুল ইসলাম

ইদানীং সারা ভারতবর্ষের নামী দামী শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রের খেলার পাতা খুললেই দেখতে পাবেন, শুধু ক্রিকেট আর ক্রিকেট। আর ২০-২০র এই 'পাজামা ক্রিকেট''কে ঘিরেই ১৪০ কোটি দেশের মানুষের যাবতীয় কিছু স্বপ্ন, ভূত ভবিষ্যতে আবর্তিত। কারণটা খুব পরিষ্কার, মুঠো মুঠো টাকা। খুব বেশি নয় মাত্র বছর ২-৩ যদি কোনও ক্রিকেটার এই 'পাজামা ক্রিকেটে ফর্ম ধরে রাখতে পারে, তাহলে তো আর কথাই নেই, ঝুপড়ি থেকে 'আলিশান বাংলো ছাড়ায় কে? সঙ্গে আধুনিক জীবনের ঝাঁ চকচকে বিলাস বৈভবের সব সামগ্রী আপনার সামনে ধরা দেবে। সুতরাং দেশীয় সমাজের অধিকাংশই আজ জীবনমুখী গানের মতো 'ক্রিকেটমুখী'।

ভৌগোলিক মানচিত্রে পৃথিবীর যে অবস্থান দেখায়, তিনভাগ জল এক ভাগ স্থল। আমাদের দেশের শীর্ষ স্থানীয় বিশেষ করে এই বঙ্গের সংবাদপত্রের পাতা গুলোও তাই অনেকটা এরকম। ৩ ভাগ ক্রিকেটের খবর আর বাকি ১ ভাগে অন্য খেলাগুলোর লড়াই। তার মধ্যে আবার আইএসএল ফুটবল থাকলে তো কথাই নেই। সেই ১ ভাগ জায়গার সিংহভাগই দখল করে নেবে নীতা আম্বানির এই দেশী বিদেশিদের ককটেল ফুটবল। বিশ্ব ফুটবল নিয়ামক সংস্থার (ফিফা) ক্রম তালিকায় আমাদের দেশ যত নীচেই নেমে যাক না কেন তাতে কারোর কিচ্ছু এসে যায় না। সুতরাং শীর্ষ এই প্রিন্ট মিডিয়া কিছু না পেলে ইউরোপীয়ান কাপ, উয়েফা কাপ, ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগের খবর জুড়ে দিচ্ছে কলমের পর কলম। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কথা গুলো তো বাদই দিলাম। সেখানে তো রাজনীতি আর গসিপের বাইরে এসব তথাকথিত ব্যাকডেটেড খেলার খবর দেখানোর সময় কোথায়? খেল দুনিয়ার খবর দেখানো বা ভিউয়ারদের শোনানোর মহান দায়িত্ব থেকে এই সব মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট শতবর্ষ আলোক দূরে। সুতরাং বৃহৎ মিডিয়ার কাছে দেশের অন্যান্য সব খেলা গুলো আজ ব্রাত্য।

দুনিয়ায় খেলার মাঠ এমন একটা জায়গা যা কোনও দেশের নাম-সুনাম-গর্ব-সম্মান বিশ্বের সামনে তুলে ধরার উৎকৃষ্ট আদর্শ স্থান। এখানেও যুযুধান দুই দেশের বা ততোধিক দেশের লড়াই হয়, তবে অস্ত্রহীন। কিন্তু খেলার মাঠ আর খেলোয়াড়রা এই ক্রীড়া ভূমিকে 'রণক্ষেত্র তৈরি করে জয়ী হয়, আর দেশের পতাকাকে যখন তুলে ধরে তখন তা সেকেন্ডের ভগ্নাংশে পৌঁছে যায় বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে। যা বন্দিত এবং গর্বিত করে নিজের দেশকে। অতীতের মিলখা সিং, পি টি ঊষা বা হালের নীরজ চোপড়া, দীপা কর্মকার, মনু ভাকেররা, সেই সব ইভেন্ট থেকে উঠে এল, ওলিম্পিকসে সোনার মেডেল জিতে দেশকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিলেও আজও মিডিয়ায় ব্রাত্য। কারণ আমাদের দেশে ওইসব খেলার কোনও ইন্ডাস্ট্রি নেই, নেই কোটি কোটি টাকা আর বাণিজ্যিক কোম্পানি গুলোর এনডোর্সমেন্ট। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, যশপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ শামীকে ছেড়ে দিন। হলফিলের মিডিয়াতে আজ রবি বিষ্ণোই, অভিষেক শর্মা, সি ভি বরুণ, শিভম দুবে, সঞ্জু স্যামসন, রিংকু সিং, অক্ষর পটেলদের নামে শত শত 'অক্ষর ছাপা হয়ে যাচ্ছে, দেশের নামীদামী প্রিন্ট মিডিয়াতে। অথচ মনু ভাকের ভারত নাম কে চেনালো বিশ্বের প্রায় শতাধিক দেশকে, অর্জুন পুরস্কার পেল, কোথায় প্রচার তার শুটিং ইভেন্টকে নিয়ে?

ওলিম্পিক এমন একটা মহান ক্রীড়াযজ্ঞ যেখানে মোটামুটি বিশ্বের প্রায় ২ শতাধিক দেশ অংশগ্রহণ করে থাকে। আর এই ওলিম্পিকেই ৪০ - ৪৩ রকমের খেলা হয়। সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের নিয়েই এই ইভেন্টগুলো অনুষ্ঠিত হয়। শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা যাঁরা পায় তারাই বিশ্বের দরবারে দেশকে বন্দিত - সম্মানিত করে। ওলিম্পিকের এই আদর্শেই তৈরি এশিয়ান গেমস। আর তারই আঁতুড়ঘর এদেশের 'জাতীয় গেমস'। যার ৩৮ তম প্রতিযোগিতার আসর সদ্য বসেছে উত্তরাখণ্ড রাজ্যে। রাজধানী দেরাদুনকে কেন্দ্র করে এই রাজ্যের ৮টা জেলা ও ১১টি শহরে ৪৩ রকমের খেলা হবে। দেশের ৩৬ টা রাজ্য ও একটা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ১০ হাজার খেলোয়াড় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে দেশের সেরা হবার জন্য। যাঁদের চোখে স্বপ্ন থাকবে আগামীদিনের নীরজ চোপড়া, দীপা কর্মকার বা মনু ভাকের যেন হওয়া যায়। এক পক্ষকালব্যাপী এই আসর শুরু হয়েছে ২৮ জানুয়ারি শেষ হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু এতো বড়ো একটা ইভেন্ট যথারীতি মিডিয়ায় উধাও এই সংবাদ।

শুধু তাই কী হালফিলের সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার ফুটবল দল বেশ কয়েক বছর পর চ্যাম্পিয়ন হল। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আগে মিডিয়াতে অবস্থান ছিল, তোমার দেখা নাই রে-তোমার দেখা নাই। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বিভিন্ন সংগঠন সংস্থা যখন সংবর্ধনা-অভিনন্দন জানাতে শুরু করল, এই মিডিয়াই তখন হাত-পা ধুয়ে বের হল 'তেলো মাথায় তেল দিতে'।

দেশের কোনও প্রতিভা অন্বেষণে সেই ইভেন্টের নিয়ামক সংস্থারও যেমন দায় ও দায়িত্ব আছে। তেমনি মিডিয়ার বড়ো হাউসের দায় ও দায়িত্ব আছে প্রতিভার প্রস্ফুটিত হওয়া থেকে বা বিকশিত হওয়া পর্যন্ত।

আমাদের বঙ্গ সরকারের কথা না উল্লেখ করলেই ভালো হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাদা-ভাই-ভ্রাতৃবধূ, ভাইপো, কাছের মন্ত্রী সাংসদ, বিধায়ক, পৌরপ্রতিনিধি কেউই বাদ নেই, কলকাতা ময়দান থেকে জেলার ক্লাব, নিয়ামক সংস্থা গুলোকে দখল করতে। আমাদের বাঙালি ছেলেমেয়েদের ইভেন্টে কী অবস্থান আমি নিশ্চিত তারা বলতে পারবেন না। এহেন তাদের মনে হয় এটাও জানা নেই, ওলিম্পিকের ফর্ম্যাটে তৈরি এই দেশের বিভিন্ন ইভেন্টের খেল-কুঁদের আঁতুড়ঘর 'ন্যাশনাল গেমসে বাংলার কী অবস্থান ছিল? পাঠকদের জ্ঞাতব্যের জন্য জানাই, গতবার ৩৭ তম ইভেন্ট গোয়ায় বাংলার স্থান ছিল ৫৬ পদক জিতে ১৮তম, আর জাতিদাঙ্গায় দগ্ধ মণিপুরের স্থান ছিল ৮২টি পদক জিতে সপ্তম। প্রথম হয়েছিল মহারাষ্ট্র মোট ২২৮টি পদক জিতে। উল্লেখ্য এবারেও বাংলার অবস্থান খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়।

উল্লেখ্য এটাও মুখ্যমন্ত্রীর আদরের ছোট ভাই স্বপন(বাবুন) বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে খেল জগতের মানুষেরা অবশেষে একত্রিত হয়ে, ভয় ভীতি সরিয়ে এই বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদ থেকে দীর্ঘদিন পর বিদায় দিতে পেরেছেন এটাও বড় কথা।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com